শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল ও শাঙ্করভাষ্যানুমোদিত অতি বিশুদ্ধ

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা সমেত

পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি কর্ত্তৃক

(শাঙ্করভাষ্য, মধুসূদন সরস্বতী, রামানুজ, আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি সমস্ত টীকা ও নানাবিধ দর্শন উপনিষদাদি শাস্ত্র আলোড়ন পূর্ব্বক) তৎকৃত টীকা টিপ্পনিসহ বিশেষরূপে সংবর্দ্ধিত ও সংশোধিত।

৬৬নং কলেজষ্ট্রীট হইতে

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

নূতন (সুলভ) সংস্করণ।

কলিকাতা, সিমলা ২০ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট

বিজ্ঞানযন্ত্রে

শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৮০৯ শক।

মূল্য ১।০ টাকা মাত্র

ভ্রম সংশোধন।

আটের পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫ম পংক্তিতে "পৃথার ঔরসজাত" এই স্থলে "পৃথার গর্ভজাত" এইরূপ পাঠ করিতে হইবে।

প্রকাশক।

দ্রষ্টব্য

ধর্ম্মের প্রকৃত রহস্য জানিবার জন্য আজ কাল হিন্দু মাত্রেরই ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু সন্তানগণ তাঁহাদের অবশ্যশিক্ষনীয় সংস্কৃত ভাষায় একবারেই অনভিজ্ঞ। এ অবস্থায় একমাত্র শাস্ত্রে নিহিত ধর্ম্মতত্ত্ব কি করিয়া বুঝিবেন? কিন্তু যদি শাস্ত্রানুমোদিত ধর্ম্মকথা বাঙ্গলা ভাষায় বিশদ করিয়া বুঝান যায়, তাহা হইলে এ অধঃপতিত হিন্দু সন্তানের পরমমঙ্গল সংসাধিত হইতে পারে। এ কারণ শাস্ত্রের প্রকৃত অনুবাদ হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য সাধন মানসে আমরা গত চৈত্র মাসে গীতা-অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করি। আমাদের প্রথমাবধিই প্রবল ইচ্ছা ছিল যে, এরূপ ভাবে অনুবাদ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, যাহাতে, একবারেই সংস্কৃত ভাসা ও শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও, অনায়াসে একাধারে সমস্ত শাস্ত্রের স্বরূপ মহামূল্য গীতাশাস্ত্র বুঝিতে সক্ষম হন। অথচ শাস্ত্রের যাহা প্রকৃত রহস্য তাহাও উদ্ঘাটিত হয়। এই আশায় শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করি। তাঁহাকে আমাদের মনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করায় তিনি অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিলেন, "সাধুসঙ্কল্প; কিন্তু দুঃখের বিষয় শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক রহস্য ভাষান্তরে অনুবাদ করা একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে সমস্ত অধ্যাত্ম তত্ত্ব প্রকাশক কথাই প্রায় অন্য ভাষায় পাওয়া যায় না। তবে অনেক কষ্টে

প্রচুর অধ্যবসায় সহকারে ক্রমান্বয় দুই বৎসর বিশেষ পরিশ্রম করিলে একরূপ অনেকটা গীতার ভাব ব্যক্ত করিলেও করা যাইতে পারে" ইত্যাদি।

যখন অন্যূন দুই বৎসরের কমে গীতা অনুবাদ হওয়া সম্ভবে না, তখন দুই তিন মাসের ভিতর ত্বরান্বিত হইয়া ক্ষিপ্রহস্তে সেই অনুবাদ কার্য্য সমাধা করিলে কিরূপে আশা তৃপ্ত হইতে পারে? গ্রাহকগণের আগ্রহে অল্পদিন মধ্যেই গীতার অনুবাদ শেষ করিতে হইল। অল্পদিনে অনুবাদ শেষ করিলাম বটে, কিন্তু গীতার প্রকৃত মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে জ্ঞানত কোথাও ত্রুটি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক।

মন্তব্য।

আমাদের ভগবদ্গীতা নামক গ্রন্থখানির একটু অভ্যন্তর প্রদেশে প্রবেশ করিলেই দেখা যায় যে ইহা একটি অমূল্য রত্নের খনি বিশেষ। ইহাতে যে কতই অমূল্য নিধি নিহিত আছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। পৃথিবীতে জ্ঞানী, অজ্ঞানী, এবং স্বল্পজ্ঞানী প্রভৃতি যত প্রকার মনুষ্য সম্ভবে, তৎসমস্তেরই যথাসম্ভব মুক্তি বা ক্রমোন্নতি সাধনের নিমিত্ত যে যে উপায়ের বিষয়, সমস্ত উপনিষদ, বেদ ও ষড়দর্শনে নির্ণীত হইয়াছে, তৎসমস্তই, এই গীতা গ্রন্থে সংগৃহীত আছে। ঘোর তামস প্রকৃতির লোক,—যাঁহার চিত্ত নিতান্তই মলিন, নিতান্ত পাপাক্রান্ত, তিনি কি উপায়ের অবলম্বন করিলে এই ঘোরতর তামস ভাব হইতে বিমুক্ত হইয়া ক্রমে রাজসিক ভাব, তৎপর সাত্বিক ভাবে উপস্থিত হইতে পারেন, রাজসপ্রকৃতি বা মধ্যম প্রকৃতির লোকেই বা কি উপায়ের অনুসরণ করিলে রজোভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাত্বিক ভাবে উন্নতি হইতে পারেন, এবং সাত্বিকভাবাপন্ন বা উত্তম প্রকৃতির লোকেই বা কি উপায়ের দ্বারা সেই, সগুণ গুণাতীত পরম পদার্থ প্রাপ্ত হইতে পারেন; কোন্ ব্যক্তির চিত্ত কি উপায়ের দ্বারা মালিন্য বা চঞ্চলতাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমে নির্ম্মলভাব বা বিশুদ্ধি গ্রহণ করিতে পারে; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি সকল কি উপায়ের দ্বারা সংযত করিতে হয়; কি উপায়ের দ্বারা ইন্দ্রিয় ও মনঃসংযম হয়; কিরূপেই বা বিহিত কর্ম্মের

অনুষ্ঠান করিতে হয়, কিরূপে উপাসনা করিতে হয়; ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতিই বা কিরূপে অনুষ্ঠান করে; মুক্তি-লাভের নিমিত্ত কত প্রকার উপায় থাকিতে পারে; আত্মো-ন্নতির পক্ষেই যে কত প্রকার উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে; কোন্ ব্যক্তির কিরূপ উপায় অনুসরণ করা উচিত, ঈশ্বরের কত প্রকার অবস্থা আছে; তাহার কোন্ অবস্থা কাহাকে চিন্তা করিতে হয়; ঈশ্বর কি পদার্থ, আত্মাই বা কি পদার্থ; ব্রহ্ম কি, প্রকৃতি কি; জীব কি, সত্ত্বগুণ কি; রজোগুণ কি, তমোগুণ কি; ইহারা কোথা হইতে আইসে, ইহাদের ক্রিয়ার প্রণালীই বা কিরূপ; জীব কোথা হইতে আসে, কিরূপেই বা এই জগতের সৃষ্টি হইল; মুক্তি কাহাকে বলে; মন, বুদ্ধি, অভিমান, ও ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি কিরূপ পদার্থ, কোথা হইতে আইসে; কিরূপে জীবন্মুক্ত হয়, কিরূপে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়; ইত্যাদি বহুতর বিষয় এই গীতা গ্রন্থে বিশেষ বিস্তার ও বিশদ ভাবে লিখিত হইয়াছে। অধিক কি, ইহাতে এরূপ জ্বলন্ত বিবেক, বৈরাগ্য ও ঔদাসীন্য প্রকাশক উপদেশরাশি আছে যে, তাহা পাঠ করিলে, অন্ততঃ কিছু কালের নিমিত্ত পুত্রশোকও হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। ইহা পাঠ করা কালে যত প্রকার কুপ্রবৃত্তি থাকে তৎ সমস্তই যেন চুপসিয়া যায়; বিষয় ভোগের বাসনা যেন বিলুপ্ত প্রায় হয়। গীতাগ্রন্থ যতই পাঠ করিবে, ততই যেন ঈশ্ব-রের সহিত আত্মার ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধ হইতে থাকে, ক্রমেই ভক্তি বিবেক ও বৈরাগ্যাদির দ্বারা আবৃত হইয়া পরমানন্দ অনুভব করিতে থাকে। ফলকথা এই গীতা শাস্ত্রের তুলনা

দেওয়া যায়; এমন ধারা গ্রন্থ অতীব বিরল; যদিও বেদ, উপনিষদ ও দর্শন শাস্ত্রে, এই গীতা অপেক্ষায়ও অধিক পরিমাণে তত্ত্বকথা আছে তাহা সত্য; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একখানি গ্রন্থে এত কথা ও এত বিষয় লিখিত নাই। তাহার এক একখানি গ্রন্থ পড়িলে কতকগুলি, কতকগুলি বিষয়েরই বিস্তার মতে শিক্ষা হইতে পারে। কিন্তু সকল বিষয় এক গ্রন্থে পাওয়া যায় না কেবল মাত্র গীতাগ্রন্থ পড়িলেই পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া যাইতে পারে। অতএব এই অংশে আমরা, বেদ, বেদান্ত ও দর্শন হইতেও এই গীতাকে শ্রেষ্ঠ বলিতে পারি।

অতএব অন্য কোন গ্রন্থ না পড়িয়া কেবল এই গীতা গ্রন্থখানি রীতিমত অধ্যয়ন করিলেই, মানব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যাদি জানিয়া তদনুসারে চলিলে, ঐহিকে পারত্রিকে উন্নতি অবধি নির্ব্বাণ মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে; অতএব এই গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করা সকলেরই নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ইহা অধ্যয়ন করিতে যে যে উপকরণের প্রয়োজন তৎসমুদয়রই একরূপ অভাব বলিলেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। ১ম, সংস্কৃত ভাষায় বিশেষরূপ ব্যুৎপত্তি থাকা চাই; ২য়, অধ্যাত্মজগতে প্রবেশের ক্ষমতা চাই; ৩য়, সংসারাশক্তি বা বিষয়ভোগ তৃষ্ণা অত্যন্ত কম থাকা আবশ্যক, ৪র্থ, ঈশ্বর এবং আত্মার উপর নিতান্ত বিশ্বাস ও ভক্তি থাকা আবশ্যক, ৫ম, ধর্ম্মতত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত একান্ত প্রবৃত্তি বা অনুরাগ থাকা চাই, এতদ্ব্যতীত আরও অনেকানেক গুণ থাকা আবশ্যক। এইরূপ হইলে তিনি গীতা অধ্যয়নের

উপযুক্ত পাত্র হইলেন। তৎপর উপযুক্ত একজন গুরু থাকাও আবশ্যক, যাহার নিকট এই মহাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে। যিনি বৈশেষিক ন্যায় ও সাঙ্খ্যাদি দর্শনশাস্ত্র এবং বেদান্ত (উপনিষৎ) শাস্ত্রাদিতে বিশেষ "অভিনিবেশ" সম্পন্ন, এবং সর্ব্বদা অধ্যাত্ম চিন্তাপরায়ণ, বিবেক, বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য, ভক্তি শ্রদ্ধা সমন্বিত, নিরপেক্ষ, শৌচআচার ও উপাসনাদি তৎপর, এবং সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ নিপুণ, ইত্যাদি গুণ যুক্ত হইলে তাঁহাকে উপযুক্ত গুরু বলা যায়। ঈদৃশ গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিলেই গীতা রহস্য বুঝা যাইতে পারে। এই সমুদয়ই গীতা অধ্যয়নের উপকরণ। এখন বর্তমান সমাজের অবস্থাও দেখুন, তাহাহইলেই বুঝিতে পারিবেন যে গীতা অধ্যয়নের প্রকৃত উপকরণ আছে কিনা। সমাজের মধ্যে কএকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্যতীত আর কাহারই সংস্কৃত ভাষায় প্রকৃত অধিকার নাই ইহা বোধহয় সকলেই স্বীকার করিবেন। তৎপর অধ্যাত্মজগতে প্রবেশ করার ক্ষমতা প্রভৃতি অন্যান্য গুণ বা উপকরণের বিষয় চিন্তা করিতে গেলে হৃদয় বড়ই বিহ্বল ও হতাশ্বাস হইয়া পড়ে। বিশেষ নব্য সমাজের অবস্থা আরও ভয়াবহ ও শোচনীয় মনে হইতেছে, এ অবস্থায় গীতা অধ্যয়ন কেন, দেশের যে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করাই, ইহাঁদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব মনে করি। সমাজের চিত্র করা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয় অতএব সঙ্ক্ষেপে কেবল দুই একটি দৃষ্টান্তের দ্বারাই ইহা বুঝানর চেষ্টা করিব। নব্যসমাজের অনেকগুলি লোকের অবস্থা ঠিক যেন চুণোগলির ফিরিঙ্গির অবস্থার ন্যায়

হইয়া পড়িয়াছে। চুণোগলির ফিরিঙ্গিরা পূর্ব্বে বিশুদ্ধ ম্লেচ্ছই ছিল, সুতরাং ম্লেচ্ছীয় প্রকৃতি এবং আচার ব্যবহারাদি তাহাদের পূর্ণ মাত্রায়ই ছিল, কিন্তু এখন বহুদিন যাবৎ এদেশে বসতি করা নিবন্ধন এদেশীয় লোকের সঙ্গে সংস্রব হইয়া ক্রমে অর্দ্ধ বাঙ্গালী ও অর্দ্ধ ম্লেচ্ছে পরিণত হইয়াছে। এখন উহারা ম্লেচ্ছীয় প্রকৃতি এবং ম্লেচ্ছীয় ভাবভঙ্গী ও আচার ব্যবহারাদি অনেকটা বিস্মৃত হইয়াছে, আবার বাঙ্গালী হইতেও অনেক প্রকার প্রকৃতি, ভাব, ভঙ্গী ও আচার ব্যবহারাদির সংগ্রহ করিয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ অধিকার কোন দিকেই নাই। ইহাদের অন্তঃকরণ এখন দুপ্রকার স্বভাব বা প্রকৃতির দ্বারা সংগঠিত। সুতরাং ইউরোপীয় স্বভাব ও আচার ব্যবহারাদির মর্ম্মও উহারা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, আবার বাঙ্গালীর স্বভাব এবং আচার ব্যবহারাদির মর্ম্মও সম্পূর্ণ হৃদয়স্থ করিতে সমর্থ হয় না। কারণ কোন ব্যক্তির স্বভাব হৃদয়স্থ করিতে হইলে ঠিক্ সেইরূপ স্বভাবাপন্ন হওয়া আবশ্যক, ক্রূর, খল, শট, হিংস্র এবং ভণ্ড পাষণ্ডের আন্তরিক প্রকৃতি বা স্বভাব কিরূপ তাহা, একজন পরম সাধু ব্যক্তি কোন রূপেই অনুভব করিতে পারিবেন না। তাঁহারা কেবল উহাদের বাহিরের কার্য্য প্রণালীই সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত হইতে পারেন, কিন্তু অন্তঃকরণের কিরূপ অবস্থা হইয়া যে উহারা ঐ সকল কুক্রিয়াদি করে তাহা কিরূপে বুঝিবেন? আবার অত্যন্ত কুপ্রকৃতির লোকও সাধু ব্যক্তির হৃদয়স্থ ভাব বা প্রকৃতি বা স্বভাব অনুভব করিতে পারিবে না। আবার এক এক প্রকার আচার ব্যবহারের মর্ম্ম হৃদয়স্থ করিতে হইলেও সেইরূপ আচার ব্যবহারবান

হওয়া আবশ্যক, নচেৎ তাহার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। মনে করুন, হিন্দুগণ শ্রাদ্ধ ও সন্ধ্যা বন্দনাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কিন্তু এইটি বাস্তবিক কি ব্যাপার ইহার রহস্যই বা কি ইহা দ্বারা কি হয়, তাহা একজন ইউরোপীয়ান কোন প্রকারেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না, কারণ তাঁহার কোন পুরুষেও এইরূপ কোন আচরণ করে নাই, অতএব তিনি বাহির হইতে তিল, তণ্ডুল, ও কুশ কুসুমাদির ছড়াছড়ি দেখিয়া একটা পাগলামি ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই মনে করিতে পারিবেন না। রীতিমত ঐ সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেই উহার প্রকৃত মর্ম্মাদি হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এইরূপে ইউরোপাদি দেশেও অনেক আচার অনুষ্ঠান আছে যাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারি না। সুতরাং চুণোগাগির ফিরিঙ্গিদের পূর্ব্বোক্ত অবস্থা ঘটিয়াছে।

আজ কাল নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকেরই বাল্যকালাবধি বিদেশীয় শিক্ষা, বিদেশীয় সংসর্গ এবং প্রবলতর অনুচিকীর্ষা প্রভাবে ঐ ফিরিঙ্গির ন্যায়, না বাঙ্গালী, না এক বারে ম্লেচ্ছ এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, ইহাঁদের এই দেশেই জন্ম এবং চিরদিন পর্য্যন্ত এই দেশের সঙ্গে সংস্রব করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং এই দেশীয় স্বভাব এবং আচার ব্যবহারাদি সমূলে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, বাঙ্গালী স্বভাবের প্রভা বিলক্ষণ প্রকাশিত হয়, সুতরাং ম্লেচ্ছ স্বভাব পূর্ণমাত্রায় অধিকার করিতে পারিতেছে না, অতএব ইহারা বহু যত্ন করিলেও ম্লেচ্ছীয় স্বভাব, ও আচার ব্যবহারাদি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। আবার ম্লেচ্ছীয় শিক্ষা, ম্লেচ্ছীয় সংসর্গ এবং তীব্র অনুকরণেচ্ছা

প্রভাবে ম্লেচ্ছীয় স্বভাবের দ্বারাও অতিশয় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং বাঙ্গালীর স্বভাব ও আচার ব্যবহারাদির প্রকৃত মর্ম্ম বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে না। ইঁহারা দেশের সকল প্রকার আচার ব্যবহার ও স্বভাবাদিই ম্লেচ্ছীয় সংস্কারানুসারে, সেই দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকেন। চুনো গলির ফিরিঙ্গিরা যেমন এদেশীয় ব্যবহার ও আচারাদিকে ম্লেচ্ছীয় ভাবে মিশাইয়া নূতন এক প্রকার অদ্ভুত ভাবে ধারণা করিয়া লয় ইঁহারাও সেইরূপই বুঝেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞানই হিন্দুর মুখ্যতম ধর্ম্ম, এবং যে যে শক্তির বিকাশ হইলে, কিম্বা যে যে অনুষ্ঠান করিলে সেই তত্ত্বজ্ঞান বিকশিত হয়, তাহাই হিন্দু, ধর্ম্ম বলিয়া জানেন। কিন্তু ইঁহারা তাঁহাকে "রিলিজন" অর্থাৎ সমাজ বন্ধনের নিয়ম বিশেষ বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের, মূর্ত্তি অধিষ্ঠানে বা সালগ্রামাদি যন্ত্রে সগুণ ব্রহ্মোপাসনাকে "আইডলেটারি" পুত্তল পূজা বলিয়া বুঝেন, সর্ব্বগুণ ক্রিয়াতীত সর্ব্বব্যাপক চিৎস্বরূপ ব্রহ্মকে "গড"• অর্থাৎ স্বর্গবাসী স্পিরিট বলিয়া বুঝেন, অহৈতুকী ভক্তি বা স্বাভাবিক অনুরাগকে কৃতজ্ঞত বলিয়া বুঝেন, এবং আধ্যাত্মিক ঘটনা বিশেষ শ্রাদ্ধকে "সেরিমণি' বলিয় বুঝেন, এইরূপ, আত্মা মন, জ্ঞান, ধ্যান প্রভৃতি সকল পদার্থ ও সমস্ত আচার ব্যবহারকেই বিলাতী দৃষ্টিতে বুঝিয়া থাকেন, দেশীয় কোন বিষয়েরই প্রকৃত মর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারেন না, এই গেল এক সম্প্রদায়ের কথা। যাঁহারা এই সদম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহেন তাঁহাদেরও সংস্কৃত ভাষায় প্রায় সকলেরই অধিকার নাই, সুতরাং এইরূপ অবস্থায় গীতা অধ্যয়ন করা এবং তাহার রহস্য সকল হৃদয়ঙ্গম করা এককালে অসম্ভব বলিলেই হয়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়॥ ১॥

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ২॥
পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ৩॥
অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥ ৫॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ॥ ৬॥
অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে॥

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥
অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥১০॥
অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥১১॥
তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২॥
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥১৩॥
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥১৪॥
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥১৫॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥১৬॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥১৭॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৮॥
স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥১৯॥

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে॥২০॥

অর্জ্জুন উবাচ।

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥২১॥
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে॥২২॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥২৩॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥২৪॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান সমবেতান্ কুরূনিতি॥২৫॥
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা॥
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি॥২৬॥
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ॥২৭॥

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥২৮॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে॥২৯॥

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে ।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১ ॥
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে ।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫ ॥
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্ ।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ॥
যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭ ॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্ ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥ ৩৮ ॥
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯ ।
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ ।

পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ ॥
উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩ ॥
অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ॥
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে অর্জ্জুনবিষাদো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

তন্তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২ ॥
মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫ ॥

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাব-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢচেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥৭॥

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥৮॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥৯॥

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥১০

শ্রীভগবানুবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্ ॥ ১২ ॥
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ ২১॥

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২২॥

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২৩॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে॥ ২৪॥
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥ ২৫॥
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি॥ ২৬॥
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ২৭॥
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥ ২৮॥

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥ ২৯॥

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ৩০॥

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥৩১॥
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥
অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩
অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥
ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫ ॥
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥৩৬॥
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৩৭॥
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥
এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥
নেহাতিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥৪১ ॥
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ ॥

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্ ।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিম্প্রতি ॥ ৪৩ ॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন ।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥
যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে ।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥
কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭ ॥
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮॥
দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয় ।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে ।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥৫০॥
কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তাহি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্ব্যতিতরিষ্যতি ।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥৫২॥
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা ।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

অর্জ্জুন উবাচ ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব ।

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥৫৪॥

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৮ ॥

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯ ॥

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ॥
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭ ॥
তস্মাদ্যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥
যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২॥

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩ ॥
ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮ ॥
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ।
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ ॥
যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ১৯ ॥
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥
যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২ ॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাঽসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥
প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।

মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।

যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।

কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।

এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।

পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১ ॥

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।

মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।

বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ॥
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫ ॥
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥
জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৯ ॥
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১ ॥
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥ ১২ ॥

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥
ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥১৪॥
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥১৫ ॥
কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১৬
কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥
যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥২০॥
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥২১ ॥
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥২৩॥
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥
সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯ ॥
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ॥ ৩০ ॥
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥
এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥
যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥৩৭॥
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥৪০॥
যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে জ্ঞানকর্ম্মসন্ন্যাসযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪ ॥
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥
সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮ ॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥
ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০ ॥
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥
যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥
সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্ ॥ ১৩ ॥
ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ১৫॥
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥ ১৬॥
তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥ ১৭॥
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮॥
ইহৈব তৈর্জিতঃ স্বর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ ১৯॥
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥ ২০॥
বাহ্যস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥ ২১॥
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ২২॥
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ২৩॥
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥ ২৪॥
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫॥
কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ২৬॥

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭ ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসন্ন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥
আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুসজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥১১॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥১২॥
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩ ॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ১৬ ॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা ।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১ ॥
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩ ॥
সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥
যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি ।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০

৩

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥৩১॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩ ॥
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥৩৮॥
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥৪০॥

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাল্ লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥৪১॥
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২॥
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥৪৩॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥৪৪॥
প্রযত্নাদ্যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥৪৫॥
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥৪৬॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥১॥
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥২॥

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥৩॥
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥৪॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৫॥
এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥৬॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥৭॥
রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥৮॥
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥৯॥
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥১০॥
বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥১১॥
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥১২॥
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥১৩॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥১৪॥

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥১৫॥
চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥১৬॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥১৭॥
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাঙ্গতিম্ ॥ ১৮ ॥
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ১৯ ॥
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং ॥ ২১ ॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্ ॥২২॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩॥
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥২৫॥
বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭ ॥
যেষান্ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥ ২৯ ॥
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

কিন্তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥৩ ॥
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর ॥ ৪ ॥
অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৫

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭ ॥
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা ।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

কবিং পুরাণমনুশাসিতার-
মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥৯॥

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ॥
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০ ॥

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ ।
মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্ ।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩॥
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥১৪ ॥

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ১৫ ॥
আ ব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥
সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭
অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ২২ ॥
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়া বর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥ ২৭ ॥

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম ॥ ২৮ ॥

শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণা-র্জ্জুনসম্বাদে তারকব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদন্ত তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১ ॥
রাজবিদ্যা রাজ গুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তু মব্যয়ম্ ॥ ২ ॥
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩ ॥
ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ ॥ ৪ ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ ।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ ॥ ৮ ॥
ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯ ॥
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥১০॥
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীন্তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে ।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬ ॥
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ১৯ ॥

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালম্।
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥২২॥
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্তে বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩ ॥
অহং হি সর্ব্ব যজ্ঞনাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপিমাম্ ॥২৫
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রয়তাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭ ॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯॥
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥৩৩॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে রাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ২ ॥
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩॥

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥৪॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোহযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥
মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসাজ্জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোহবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥
অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯ ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০ ॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১২ ॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥
বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥১৬॥
কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ ॥
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥
অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০ ॥
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩ ॥
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্ ।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭ ॥
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্ ।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮ ॥
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্ ।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥৩০ ॥
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্ ।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥৩১ ॥
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন ।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥৩২
অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥
মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্ ।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৪
বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্ ।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥৩৫ ॥
দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬॥
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥৩৭॥
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্ ।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥৩৮॥

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥৩৯॥
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্ব্বিস্তরো ময়া ॥৪০॥
যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥৪১॥
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২॥
ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশা
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥১॥
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥২॥
এবমেতদ্যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥৩॥
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪॥

শ্রীভগবানুবাচ।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫॥

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥৭॥
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥৮॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥৯॥
অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥১০॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥১১॥
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥১২॥
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥১৩॥
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥১৪॥

অর্জ্জুন উবাচ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥১৫॥

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা-
দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ ॥
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ ॥
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯ ॥
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০ ॥
অমী হি ত্বাং সুরসংঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসংঘা
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥ ২২ ॥

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥২৩॥

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥ ২৪ ॥

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি।
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭ ॥

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি ॥ ২৮ ॥
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥
লেলিহ্যসে গ্রাসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০ ॥
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ ॥
তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥ ৩৩ ॥
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪ ॥
সঞ্জয় উবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্য ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥
অর্জ্জুন উবাচ।
স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ ৩৬ ॥
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্তদেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭ ॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥ ৪০ ॥
সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২ ॥
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥৪৩॥
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ ৪৪॥

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥৪৫॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥৪৬॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭॥
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্যোঽহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥
মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯॥

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।

আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২॥
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম ॥ ৫৩ ॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥
মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ॥

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি নচিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১ ॥
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২ ॥
অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৫॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৭॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥ ১৮॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১৯॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥ ২০॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥ ১॥
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম॥ ২॥
তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৩॥

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪ ॥
মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥৫॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ । ৬ ॥
অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্ ।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥৭॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥৮॥
অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥৯॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥১০॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১
জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১২ ॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্ ।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪ ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫ ॥

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৬॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥ ১৭॥
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ১৮॥
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥ ১৯॥
কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ ২০॥
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥ ২১॥
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥ ২২॥
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥ ২৩॥
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥ ২৪॥
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥২৫॥
যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥ ২৬॥
সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ২৭॥

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৮ ॥
প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯ ॥
যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি ।
অতএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০ ॥
অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১ ॥
যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২ ॥
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩ ॥
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা ।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্ ।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১ ॥
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২ ॥

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥ ৩॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ ৪॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ ৫॥
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥ ৬॥
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ ৭॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥ ৮॥
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥ ৯॥
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥ ১০॥
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥ ১১॥
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥ ১২॥
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥ ১৩॥
যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥ ১৪॥

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥
কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬ ॥
সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥
নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ ॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ২৬॥
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ২৭॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ১॥
অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥ ২॥
ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা॥ ৩॥
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥ ৪॥

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্ ।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্ ।
যতন্তোহপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥
যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্ ।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২ ॥
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩ ॥
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ ।

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥১৫॥
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮॥
যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥ ১ ॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২ ॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩ ॥

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪ ॥
দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫ ॥
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ ॥
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭ ॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্ ॥ ৮ ॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯ ॥
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০ ॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩ ॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬ ॥
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥১৮ ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯ ॥
আসুরীংযোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০ ॥
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥
এতৈর্ব্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২ ॥
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩ ॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ ॥
সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ ॥
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥
কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥
আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ ॥
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥১২॥
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ ॥
সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ১৮ ॥
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥২০॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১ ॥
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪ ॥

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫ ॥

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫ ॥
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে ।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥
কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন ।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে ।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ ॥
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্ ।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥১২॥
পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে ।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥১৩॥
অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্ ।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪ ॥
শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ॥ ১৬ ॥
যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৭
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ॥ ১৮ ॥
জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥ ১৯ ॥
সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥ ২০॥
পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ২১ ॥
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২ ॥
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥ ২৩ ॥
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥ ২৪ ॥
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তত্তামসমুচ্যতে॥ ২৫ ॥
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ ২৬ ॥
রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২৭ ॥

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥ ২৮॥
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয়॥ ২৯॥
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ ৩০॥
যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥ ৩১॥
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥ ৩২॥
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ ৩৩॥
যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী॥ ৩৪॥
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা॥ ৩৫॥
সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি॥ ৩৬॥
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥ ৩৭॥
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥ ৩৮॥
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম॥ ৩৯॥

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০ ॥
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১ ॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২ ॥
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধেচাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম ॥ ৪৩ ॥
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বান্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭ ॥
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮ ॥
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১ ॥

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪ ॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥
সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥
চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥
যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০ ॥
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬২ ॥
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥৬৪॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥৬৫॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬॥
ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭ ॥
য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯ ॥
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ। ৭০॥
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভান্‌লোকান্‌প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্॥৭১॥
কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪ ॥

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥৭৫॥
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতং।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহু ॥ ৭৬ ॥
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মেমহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃপুনঃ ॥ ৭৭ ॥
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়।

সম্পূর্ণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(বাঙ্গালা)

প্রথম অধ্যায়।

হে সঞ্জয়! পরস্পর সমরেচ্ছু, আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডু-সন্ততিগণ, ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে একত্রিত হইয়া, কি করিতেছেন? অর্থাৎ যুদ্ধেই কৃতনিশ্চয় হইলেন, না, ধর্ম্মভূমি প্রভাবে (ক) ধর্ম্মবৃত্তির উত্তেজনায়, পাপসঙ্কুল যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, অথবা কিরূপ উপক্রম করিতেছেন? ॥ ১ ॥

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! সেখানে সকলে সমবেত হইলে, আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবসৈন্যদলকে ব্যূহরচনায় অবস্থিত দেখিয়া, দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমনপূর্ব্বক বলিলেন, (২)

আর্য্যদেব! ঐ দেখুন, পাণ্ডবদিগের মহান্ সৈন্যরাশি, আপনার শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক ব্যূহভাবে সংস্থাপিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন; (৩) ঐ দেখুন; ঐ সৈন্য মধ্যে, সমরক্ষেত্রে, ভীমার্জ্জুন সম মহাধনুর্দ্ধর বীর সকল যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান;

(ক) কুরুক্ষেত্র চিরপ্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র যথা,—বৃহস্পতিরুবাচ যাজ্ঞবল্ক্যং যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনমিতি জাবালশ্রুতেঃ।

ঐ দেখুন মহারথ সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ (৪) ধৃষ্টকেতু চেকিতান, মহাবল কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরপুঙ্গব শৈব্য, (৫) বিক্রমশালী যুধামন্যু, প্রবল বীর্য্যসম্পন্ন উত্তমৌজা, অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ অবস্থিত রহিয়াছেন; ইহাঁরা সকলেই মহারথ। (৬) হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমাদিগের মধ্যেও যাঁহারা প্রধান প্রধান বীর, তাঁহাদিগকে গণনা করিয়া দেখুন, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আমাদের মহাবীর সকল অসঙ্খ্য, তথাপি সেই বীরসমূহের মধ্যে যাঁহারা আমার সৈন্যের নায়কতা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আপনার নিকট নির্ব্বাচন করিতেছি, ইহাঁরা অন্যান্য বীরবর্গের উপলক্ষমাত্র। ৭॥ (খ) আমাদের পক্ষে আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, রণবিজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ এবং অন্যান্য বহুতর নানা শাস্ত্র-বিশারদ যুদ্ধপারগ বীরগণ আমার নিমিত্ত জীবন ত্যাগে প্রস্তুত আছেন॥ ৮॥

অতএব পাণ্ডব সৈন্যগণ আমাদের বল সহ্য করিতে অসমর্থ হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ পাণ্ডব সৈন্য নিবারণের (গ্রহণের) জন্য আমাদিগের পক্ষে, বীরাগ্রণী ভীষ্মদেব প্রস্তুত রহিয়াছেন; কিন্তু আমাদিগের এই সৈন্য, উহাদের দমন করা পক্ষে বিলক্ষণ উপযুক্ত বোধ হইতেছে,

---

(খ) দুর্য্যোধন যে পাণ্ডব বলের দ্বারা কিছুমাত্র ভীত হয়েন নাই, কারণ তাঁহার বল পাণ্ডব বল অপেক্ষায়ও অধিক, ইহা জানাইবার নিমিত্ত নিজ পক্ষীয় বীরবর্গের বর্ণনা করিতেছেন।

কারণ আমাদের সৈন্য গ্রহণের নিমিত্ত উহাঁরা স্থূলবুদ্ধি ভীষ্মকে নিযুক্ত করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

এখন আপনারা সকলেই সমস্ত অয়নেতে (গ) যথাস্থানে অবস্থিত হইয়া ভীষ্মদেবকেই রক্ষা করিতে থাকুন ॥ ১১ ॥

দুর্য্যোধনের একপ অন্তরে ভীতি ও বাহিরে সাহসব্যঞ্জক বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া মহাপ্রতাপশালী কুরুবৃন্দ ভীষ্ম, তাঁহার আন্তরিক সাহস বর্দ্ধনের নিমিত্ত অত্যুচ্চ সিংহনাদপূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ১২ ॥

তখন, মহাবীর ভীষ্মের এইরূপ যুদ্ধোৎসাহ বুঝিতে পারিয়া, কৌরব পক্ষীয় সেনামধ্যেও অসঙ্খ্য শঙ্খ, অসঙ্খ্য ভেরী এবং পণব, আনক ও গোমুখ প্রভৃতি বাদ্য সকল একত্রে ধ্বনিত হইয়া উঠিল এবং তাঁহাতে তুমুল শব্দ উত্থিত হইয়াছিল ॥ ১৩ ॥

কৌরবগণের, এইরূপ রণোৎসাহপ্রকাশক তুমুল ধ্বনি বজৃম্ভিত হইলে, কৌরবসম্মুখে বিরাজমান শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন সেই অসাধারণ শঙ্খদ্বয়ের গগণবিদারক ধ্বনি করিয়াছিলেন (১৪)। কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামক প্রসিদ্ধ শঙ্খ, এবং ধনঞ্জয় সেই দেবদত্ত নামক শঙ্খের ধ্বনি করিয়াছিলেন; ভীমকর্ম্মা ভীমসেন পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ ধ্বনি করিলেন, (১৫); কুন্তী পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ, নকুল সুঘোষ নামক শঙ্খ, এবং সহদেব

(গ) যুদ্ধকালে যোদ্ধাদিগের আপন আপন বল বুদ্ধির মর্য্যাদানুসারে অগ্রপশ্চাৎক্রমে অবস্থিতির স্থানকে এখানে "অয়ন" বলা হইয়াছে।

মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ ধ্বনি করিয়াছিলেন (১৬); তখন মহা-ধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজেয় সাত্যকী (১৭); দ্রুপদ, পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্র, এবং মহাবাহু অভিমন্যু প্রভৃতি সকলেই আপন আপন শঙ্খের ধ্বনি করিয়াছিলেন (১৮); হে পৃথিবীপতে! পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে সেই তুমুল শঙ্খ ধ্বনি উঠিয়া আকাশমণ্ডল এবং মেদিনী প্রতিধ্বনিত করিল এবং আপনার পুত্রগণের হৃদয়কে যেন বিদীর্ণ করিয়া অত্যন্ত ভয় বিহ্বল করিল॥ ১৯॥

হে মহারাজ! অনন্তর, সেই তুমুল শঙ্খধ্বনি দ্বারা হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হইলেও আপনার পুত্র দুর্যোধনাদিকে অবিচলিতভাবে দণ্ডায়মান এবং যুদ্ধার্থে অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণে সমুদ্যত দেখিয়া, পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয় তখন নির্ভীকচিত্তে শরাসনের উন্নয়নপূর্ব্বক বাসুদেবকে এই কথা বলিলেন। ২০।

হে অচ্যুত! আপনি কিছু কালের নিমিত্ত, এই উভয় সেনা-দল মধ্যে আমার রথখানি সংস্থাপিত করুন্ (২১), যে স্থানে রাখিলে আমাদের সহিত যুদ্ধার্থে সমুপস্থিত লোক-গুলিকে আমি একবার বিশেষ করিয়া দেখিতে পারি, যুদ্ধ প্রারম্ভে বহুসংখ্যক বীরগণ সমুপস্থিত দেখিতেছি, ইহাঁদের মধ্যে কাহার সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহা বিবেচনা করিব (২২); বর্ত্তমান যুদ্ধে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া যাঁহারা এখানে যুদ্ধার্থে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া দেখিব। ২৩।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতকুলজ! অন্তর্যামী বাসুদেব, বিজিত-নিদ্র ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইলে, উভয়-পক্ষীয়

সৈন্যরাশিমধ্যে সেই মহারথ স্থাপনপূর্ব্বক (২৪) ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য এবং অন্যান্য রাজগণের সমক্ষে অর্জ্জুনকে বলিলেন,—হে পার্থ! এই রথ রাখিলাম, তুমি যথেচ্ছায় সংগ্রামার্থে সমবেত কুরুগণকে অবলোকন কর (২৫)। তখন অর্জ্জুন, সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্য মধ্যে পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ, আচার্য্যগণ, মাতুলগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, শ্বশুরগণ, মিত্রগণ, ও বহুতর উপকারক ব্যক্তিকে যুদ্ধার্থে সমুপস্থিত দেখিতে পাইলেন। (২৬) কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন এই সমস্ত বন্ধু বান্ধবকে দেখিয়া অতিশয় করুণাবিষ্ট হইলেন, এবং অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন (২৭),—হে কৃষ্ণ এই সকল আত্মীয় জনগণকে সমরেচ্ছায় সমুপস্থিত দেখিয়া আমার অঙ্গ সকল অবসন্ন ও মুখ পরিশুষ্ক হইতেছে (২৮), শরীর বিকম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব বিশ্রস্ত (আলগা) হইয়া পড়িতেছে এবং শরীরের মধ্যে এক প্রকার দাহ উপস্থিত হইতেছে (২৯); আমি যেন আর বসিয়া থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন যেন বিঘূর্ণিত হইতেছে; হে কেশব! দেহ মধ্যে বামনেত্র স্পন্দনাদি যে সমস্ত লক্ষণ অনুভব করিতেছি, তাহাও সমীপবর্ত্তী ভয়াবহ দুঃখের সূচক; ইহাতে আমার মন আরও অধিক বিকল হইয়া উঠিতেছে (৩০); আমি এই সমস্ত আত্মীয় জনকে যুদ্ধে নিহত করিয়া পরিণামে কোন সুখ দেখিতেছি না, যদি বল "যুদ্ধেতে বিজয়লাভ হইয়া রাজ্যকায় সুখানুভব হইবে" কিন্তু আমি সেই সকল সুখ, স্বজনগণ বধজনিত দুঃখের ভয়ে অতি অকিঞ্চিৎকর মনে করি, অতএব হে কৃষ্ণ! আমি

বিজয়ের কামনা করি না, রাজ্য এবং রাজকীয় সুখেও আমার কিছুমাত্র বাঞ্ছা নাই (৩১); হে গোবিন্দ! যাঁহাদের জন্য আমরা রাজ্যভোগ ও সুখকামনা করিতেছি, ঐ দেখুন! তাঁহারা সকলেই ধন প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া সমরে সমুপস্থিত। এই যুদ্ধে ইহাঁরা সকলেই বিনষ্ট হইলে আমাদের রাজ্য লইয়াই বা কি লাভ হইবে, ভোগ এবং জীবনধারণেই বা কি ফল সংসাধিত হইবে? অতএব হে মধুসূদন! এই সকল আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, শ্যালক ও সম্বন্ধিগণ আমাকে বিনাশ করিলেও আমি ইহাঁদিগকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না, অধিক কি, সাধারণ পৃথিবী লাভ ত যৎসামান্যই মনে করি, কিন্তু ত্রৈলোক্য রাজ্য লাভের নিমিত্তও ইহাঁদিগকে নিধন করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। হে জনার্দ্দন! দুর্য্যোধনাদিকে বধ করিয়া আমাদের কি সুখ বোধ হইবে, তাহা আমি দেখিতে পাই না। যদিও ইহাঁরা আততায়ী এবং ইহাঁদের বধে কোনই পাপ নাই বটে, তথাপি কুলক্ষয়জনিত পাপরাশি আমাদের আশ্রয় করিবে (৩২-৩৫); অতএব আমি ইহাদিগকে সংহার করিতে পারিব না। হে মাধব! সমস্ত আত্মীয়জনবধে আমরা কেমন করিয়া সুখী হইব (৩৬)? যদিও ইহারা লোভাভিভূতচিত্ত হইয়া কুলক্ষয় ও মিত্রদ্রোহ জন্য পাতক-রাশি দেখিতে পাইতেছে না (৩৭), কিন্তু হে জনার্দ্দন! আমরা কুলক্ষয়জনিত দোষরাশি বুঝিতে পারিয়াও এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত বোধ করিব না কেন? (৩৮) আমি দেখিতেছি, কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্মগুলি বিনষ্ট হয়, কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলেই অবশিষ্ট সমস্ত কুল অধর্ম্মদ্বারা অভিভূত হইয়া যায়॥ ৩৯॥

অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলে কুলস্ত্রীগণ দূষিত হইয়া উঠে, স্ত্রীগণ দূষিত হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয় (৪০) সঙ্কর হইলে সেই কুল এবং কুলনাশক দুরাত্মাদিগের নরক হইয়া থাকে, তখন তাহাদের পিতৃগণও লুপ্তশ্রাদ্ধ হইয়া ঘোর নিরয়ে নিপতিত হয়েন, ॥ ৪১ ॥

এই সকল বর্ণসঙ্করকারক দোষের দ্বারা জাতি-ধর্ম্ম এবং সনাতন কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায় (৪২), হে জনার্দ্দন! আমরা গুরুপরম্পরা শুনিয়াছি যে, যাহাদের কুলধর্ম্মাদি উৎসন্ন হইয়া যায়, তাহাদের অনন্তকাল পর্য্যন্ত নিরয়বাস হইয়া থাকে, ॥ ৪৩ ॥

ওঃ! আমরা কি ভয়ানক মহাপাপ করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি। সাধারণ রাজ্যসুখলোভে আমরা সেই মহান্ অনর্থজনক স্বজনহত্যা কার্য্যে উদ্যত হইয়াছি। ॥ ৪৪ ॥

এখন আমার মনে হইতেছে যে, আমি যেরূপ কুকার্য্যে অধ্যবসায়ী হইয়াছি, আমার জীবনান্ত হওয়াই ইহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। অতএব বিবেচনা হইতেছে যে, এই যুদ্ধক্ষেত্রেতে আমি অশস্ত্র এবং প্রতিযুদ্ধবিহীন হইয়া থাকিলে যদি দুর্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ শস্ত্রপাণি হইয়া আমাকে নিহত করে; তাহা হইলেই আমার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়া, পাপনিষ্কৃতি স্বরূপ পরম মঙ্গল হইবে। (৪৫)। সঞ্জয় বলিলেন, হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণকে এই সমস্ত কথা বলিয়া ধনঞ্জয় অত্যন্ত শোক-সম্বিগ্ন মানসে, শর সহ গাণ্ডীব ধনু পরিত্যাগপূর্ব্বক সংগ্রামভূমে রথের উপর বসিয়া পড়িলেন ॥ ৪৫ ॥

প্রথমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, তখন মধুসূদন দয়ার্দ্রচিত্ত, অশ্রুধারায় আকুলিতনেত্র এবং বিষণ্ণভাবাপন্ন অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন। (১) অর্জ্জুন! এই ঘোর শঙ্কট সময়ে কি জন্য তোমার এরূপ অনার্য্যজনোচিত মোহ উপস্থিত হইল? ইহা স্বর্গাকাঙ্ক্ষীর অসেব্য এবং অযশস্কর। (২) হে পার্থ! (পৃথার-ঔরসজাত) তুমি অবসাদ অবলম্বন করিও না, হে পরন্তপ! (শত্রুদলনকারী) নীচতাপ্রকাশক হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক (যুদ্ধার্থ) উত্থান কর। (৩) অর্জ্জুন বলিলেন,—

হে মধুসূদন! হে অরিবিমর্দ্দন! আমি কিরূপে পূজার পাত্র ভীষ্মদেব এবং দ্রোণাচার্য্যকে এই রণভূমিতে বাণাঘাতের দ্বারা প্রতিযুদ্ধ করিব? (৪) তাহা কোন মতেই হইবে না; অতএব এই সকল মহানুভব গুরুগণকে বধ না করিয়া যদি ইহলোকে আমায় ভিক্ষান্ন ভোজন করিতে হয়, তাহাও আমি কল্যাণকর মনে করি। কিন্তু ইহাঁদিগকে নিধন করিলে, কেবল পরলোক কেন, ইহলোকেও আত্মীয়গণের রুধিরযুক্ত অর্থকামের উপভোগ করিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইবে; অতএব তদপেক্ষায় ভিক্ষান্নে জীবন-যাত্রা যেন অধিকতর সুখকর বলিয়া বোধ হইতেছে (৫)। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কি আমার হিংসাদিপাপশূন্য ভিক্ষাবৃত্তিই অধিকতর ধর্ম্মকরী হইবে, অথবা আমি ক্ষত্রিয়সন্তান বলিয়া, যুদ্ধ করাই অধিকতর ধর্ম্ম সাধন হইবে, তাহা আমি নিশ্চয়রূপে জানি না। আর, যে জয়াশায় মিত্র কুলোৎসাদন কার্য্যে ব্রতী হইব, তাহারই বা

নিশ্চয় কি? রণের যখন সমতা আছে, তখন উহারাও আমা-দিগকে পরাজয় করিতে পারে; তাহা হইলে যুদ্ধে কি লাভ হইল? যদিও আমরাই উহাদিগকে পরাজয় করিতে পারি, তাহা হইলেও ফলপক্ষে আমাদের একরূপ পরাজয় হইবে; কারণ যে সকল বন্ধুবান্ধবের বিনাশে আমাদের জীবনধারণ করাও অতি কষ্টকর মনে হইতেছে, সেই সকল গুরুগণ ও বন্ধুগণই যুদ্ধার্থে সম্মুখীন হইয়াছেন, সুতরাং ইহাদের পরাজয়ে আমাদের সুখের আশা নাই। অতএব জয়ও আমাদের একরূপ পরা-জয়ই হইবে; এ জন্য ভিক্ষাবৃত্তিই বোধ হয় শ্রেয়স্করী হইবে(৬)। হে বাসুদেব! আমি, আত্মীয় বন্ধুগণের ভবিতব্য বিনাশজনিত দুঃখ এবং কুলক্ষয়াদিজনিত দোষ অনুভব করিয়া আত্মহারা হইয়াছি; অতএব আমি বর্ত্তমান বিষয়ে ধর্ম্মান্ধ হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি;—আপনি, আমার পক্ষে যাহা প্রকৃত শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করেন, তাহা বলিয়া দিন। পুরুষো-ত্তম! আমি শিষ্যভাবে আপনাকে প্রপন্ন হইলাম; আপনি আমাকে বর্ত্তমান বিষয়ে সদুপদেশ প্রদান করুন (৭)। আমার স্বয়ং বিচারক্ষমতা বিনষ্ট হইয়াছে; আত্মীয় বন্ধুগণকে উৎসন্ন করিয়া, যদি পৃথিবীর মহাসমৃদ্ধিশালী অকণ্টক রাজ্য কিম্বা স্বর্গের ইন্দ্রত্বও লাভ করিতে পারি, তথাপি আমার এই সকল বন্ধুস্বজনাদিবিরহজনিত এইরূপ ইন্দ্রিয়বিশোষক শোক যে কিসের দ্বারা নিবারিত হইবে, তাহা দেখিতে পাই না ॥৮॥

সঞ্জয় বলিলেন,—হে মহারাজ! অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া শত্রুমর্দ্দনবিজিতালস্য অর্জ্জুন, "আমি যুদ্ধ করিব না" এই বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন, (৯) হে ভারত!

অনন্তর, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ, উভয় সেনাদল মধ্যে অর্জ্জুনকে এইরূপ বিষণ্ণ দেখিয়া, যেন উপহাস করিতে করিতে এই কথা বলিলেন (১০)। হে ধনঞ্জয়! তুমি সুবুদ্ধি লোকের ন্যায় অনেক কথা বলিলে, আবার বুদ্ধিমানের অকর্ত্তব্য কার্য্যও করিতেছ, কারণ যাঁহাদের নিমিত্ত দুঃখ করার কোন কারণ দেখিতে পাই না, তাঁহাদের নিমিত্ত তুমি দুঃখ করিতেছ, কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত পণ্ডিত, তাঁহারা মৃত বা জীবিত ব্যক্তির নিমিত্ত কোন প্রকার অনুশোচনা করেন না (১১)। তুমি যাহাদের বিরহ বা অভাব মনে করিয়া দুঃখী হইতেছ, বাস্তবিক তাঁহাদের অভাব হওয়া সম্ভবে না; কারণ ইহাঁরা সকলেই নিত্য পদার্থ। ইহা সত্য, যে, আমি, তুমি এবং এই সমস্ত জনাধিপগণ পূর্ব্বে কখনও ছিলাম না, তাহা নহে; এবং এই দেহের ভবিষ্যতে যে আমরা কেহ থাকিব না, তাহাও নহে; আমরা এই দেহোৎপত্তির পূর্ব্বেও ছিলাম, এবং ইহার বিনাশ হইলে ভবিষ্যতেও থাকিব (১২)। আত্মার এই দেহেতেই যেমন বাল্যাবস্থার পরিবর্ত্তনে, কৌমার, কৌমারের পরিবর্ত্তনে যৌবন, যৌবনের পরিবর্ত্তনেই বার্দ্ধক্য অবস্থা হইয়া থাকে, মৃত্যুও সেইরূপ একটা পরিবর্ত্তন অবস্থা মাত্র, মৃত্যুতেও আত্মার কেবল এই দেহেরই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, কিন্তু আত্মার কিছুই হয় না, অতএব পণ্ডিতগণ তাহাতে কিছুমাত্র বিমুগ্ধ হন না (১৩)। আর যদি বল,—স্বীকার করিলাম মৃত্যু কেবল, আত্মার একটী অবস্থান্তর মাত্র, মৃত্যুতে কেহই বিনষ্ট হয় না, কিন্তু এই দেহের অবস্থান্তর দ্বারা যে পরস্পরের মধ্যে একটা বিরহ উপস্থিত হইবে, তজ্জনিত দুঃখভোগ কিরূপে না

হইতে পারে? তাহাও তোমার ভ্রান্তি, কারণ হে ভারত! সুখদুঃখ আত্মাতে থাকে না, পরন্তু মন কিম্বা অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের সহিত নানাপ্রকার বিষয়ের সম্বন্ধ হইয়াই অসঙ্খ্য-প্রকার সুখ, দুঃখ ও শীতোষ্ণাদি অনুভব হইয়া থাকে। এক এক অবস্থায় একএক সময় একএকপ্রকার বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইয়া, মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের একএকটা অবস্থা বা ঘটনা-বিশেষ উপস্থিত হয়,—যাঁহাকে পণ্ডিতগণ মনোবৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহারই কোনটির নাম সুখ, কোনটির নাম দুঃখ, সুতরাং ইহারা (ক) মনেরই একটি অবস্থা বা গুণবিশেষ। কিন্তু আত্মার কোন গুণ নহে, উহা আত্মাকে সংস্পর্শ করে না। অতএব হে কৌন্তেয়! তোমার নিজের নয় বলিয়া, যেমন অন্যের সুখ দুঃখ তুমি আপনাতে গণ্য কর না, সেইরূপ মনোবৃত্তি স্বরূপ সুখ দুঃখকেও তোমার নিজের (আত্মার) বস্তু বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে। দ্বিতীয়তঃ, সুখ দুঃখাদি যখন উৎপন্ন পদার্থ, এবং উৎপত্তিমাত্রেই পুনর্ব্বার ইহাদের অভাব হইয়া যায়, তখন ইহাদের নিমিত্ত প্রফুল্ল বা অবসন্ন না হইয়া সহ্য করাই কর্ত্তব্য। (১৪) হে পুরুষপ্রবর! যে সমদুঃখসুখ-ধীরপুরুষকে এই অনিত্য মনোবৃত্তি স্বরূপ সুখদুঃখনিচয়ে বিচলিত করিতে না পারে, সেই মহাপুরুষ নির্ব্বাণ মোক্ষলাভের উপযুক্ত পাত্র। ॥১৫॥

সুখদুঃখের বাস্তবিক তত্ত্ববিষয়ে যদি আর একটু অন্বেষণ কর,

(ক) শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের "ধর্ম্মব্যাখ্যায়" এবিষয় অতি বিস্তারে ব্যাখ্যাত আছে।

তাহাতেও ইহা প্রমাণ হইবে যে, সুখদুঃখের দ্বারা বিচলিত হওয়া বুদ্ধিমান পুরুষের পক্ষে নিতান্ত অনুচিত। কারণ সুখ দুঃখাদি যখন উৎপত্তি ও বিনাশবিশিষ্ট পদার্থ, তখন উহার বাস্তবিক অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা নাই। কিন্তু ভ্রান্তিদৃষ্টিতে, মৃগতৃষ্ণায় প্রতীয়মান জল যেরূপ মিথ্যা পদার্থ, অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে বৃক্ষাদিতে প্রতীয়মান ভূতপ্রেতাদি যেরূপ মিথ্যা পদার্থ, সুখ দুঃখাদিও সেইরূপ মিথ্যা পদার্থমাত্র,—অতএব মৃগতৃষ্ণায় জল ভ্রম হইয়া কিম্বা বৃক্ষাদিতে ভূত প্রেতের ভ্রম হইয়া বিচলিত হওয়া যেরূপ সুবুদ্ধির কর্ত্তব্য কার্য্য নহে, সেইরূপ মিথ্যা পদার্থ সুখদুঃখাদি দ্বারাও বিচলিত হওয়াও বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য কার্য্য নহে।

সুখদুঃখাদি সর্ব্বদা অনুভূয়মান পদার্থ হইলেও, উহা মিথ্যা কেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ করা যাইতেছে। যে যে পদার্থ বিকারের মধ্যে গণ্য, তৎসমস্তই বাস্তবিকপক্ষে মিথ্যা পদার্থ অর্থাৎ কিছুই না। কিন্তু যাহার বিকার সেই জিনিষটিই সত্যপদার্থ, সেই সত্য পদার্থটিকেই নানাপ্রকারে ব্যবহার করার নিমিত্ত নানাপ্রকার নাম দেওয়া গিয়া থাকে এবং সেই একএকটি নামমাত্র লইয়াই কেবল মুখের কথায় একএকটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু কল্পনামাত্র করা হয়, বাস্তবিকপক্ষে উহা কিছুই নহে। মনে কর, লোকে "ঘট" বলিয়া একটা জিনিষ ব্যবহার করিয়া থাকে; আর উহা যে মৃত্তিকাখণ্ড হইতে একটি বিভিন্ন মত দ্রব্য তাহাও সকলের ধারণা আছে। কিন্তু বাস্তবিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে, ঐ ঘটটি কি মৃত্তিকা অপেক্ষায় অতিরিক্ত কোন পদার্থ বলিয়া নির্ণয় করা যায়? তাহা কদাচ নহে। মৃত্তিকারই একরূপ

অবস্থা-বিশেষ হইলে তাহাকে ঘট বলিয়া ব্যবহার করা যায়। আবার অন্যরূপ অবস্থা বিশেষ হইলে, সেই মৃত্তিকাকেই গৃহ বা কোটা বলা যায়, এবং আর একরূপ সংস্থান হইলে, তাহাকেই আবার ইষ্টকও বলা যায়; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে মৃত্তিকাও যে পদার্থ ঐ ঘট, গৃহ ও ইষ্টকাদিও ঠিক সেই একই পদার্থ। ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই। ভাব, যদি ঘট, গৃহ ও ইষ্টকাদি কথাগুলি প্রচলিত ও ব্যবহৃত না হইত, তবে সাধারণ মৃত্তিকা মনে করিয়া যেরূপ "মৃত্তিকা" এই কথাটি মাত্রই ব্যবহার করা হয়, ঘট, গৃহ ও ইষ্টকাদি পদার্থ-গুলি মনে করিয়াও সেইরূপ কেবল "মৃত্তিকা" কথাটি ভিন্ন আর কি কথা ব্যবহার করা হইত? ফলপক্ষে তাহা হইলে ঘটপটাদি প্রত্যেক বস্তুকেই কেবল মৃত্তিকা বলিয়া ব্যবহার করিতে হইত। কিন্তু ব্যবহার ক্ষেত্রেথাকিলে, ভিন্ন ভিন্ন রকমে অবস্থিত মৃত্তিকাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ব্যবহার না করিলে কোনমতেও চলে না। মনে কর, যদি ঘট আনিবার মানসেও "এক খণ্ড মৃত্তিকা আন" বলা হয়, আবার একখানি ইষ্টক আনিতে বলিলেও "এক খণ্ড মৃত্তিকা আন" এই কথাই বলা হয়, তবে যে লোকটিকে উহা আনিতে বলা হয়, সে নিতান্ত বিপদেই নিপতিত হয়; কিছুই বুঝিতে পারে না, তাহার কিছুই আয়ত্ত করা সম্ভবে না। আর যদি ঘটাকার মৃত্তিকা এবং ইষ্টকাদির আকার মৃত্তিকার আকৃতি বর্ণনাপূর্ব্বক বুঝাইয়া দিয়া পরে "এইরূপ মৃত্তিকা খণ্ড লইয়া আইস" এইরূপ বলা হয়, তাহাও অনেক সময়ের কর্ম্ম। এনিমিত্ত একই মৃত্তিকা-পদার্থকে "ঘট পটাদি" পৃথক্ পৃথক্ নামে ব্যবহার মাত্র

করা হয়। সুতরাং মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ করিয়া ঘট পটাদির অস্তিত্ব বা সত্তাও কেবল ব্যবহারের নিমিত্ত একটা মুখের কথায় সত্তা বা অস্তিত্ব মাত্র; বাস্তবিক কল্পে উহা কিছুই না। বাস্তবিক, মৃত্তিকাই সত্য পদার্থ। আবার আর একটু চিন্তা করিলে দেখিবে যে মৃত্তিকাও ঘটপটাদির ন্যায় একটা মুখের কথার পদার্থ, উহাও মিথ্যা, উহারও বাস্তবিক সত্যতা ঘটে না; কতকগুলি পরমাণুর একপ্রকার সন্নিবেশ হইলে তাহাকে মৃত্তিকা বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। আবার আর একপ্রকারে সন্নিবেশ হইলে, সেই পরমাণু-রাশিকেই কাষ্ঠাদি বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে; সুতরাং মৃত্তিকা ও কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্যগুলি কতকগুলি পরমাণুরাশি ব্যতীত আর কিছুই না। তাহা হইলে এখন জানা গেল যে, ঘটা পটও পরমাণু রাশি ব্যতীত আর কিছু না। আবার পরমাণু-রাশিও যখন উৎপন্ন পদার্থ, তখন তাহাও একটা কথার দ্রব্য মাত্র, বাস্তবিক কোন পদার্থ নহে। যে বস্তু হইতে পরমাণুরাশি বিকসিত হয়, তাহারই একটা নামান্তর মাত্র "পরমাণু,"—অতএব দৃশ্যমান ঘটপটাদিদ্রব্যগুলিকে পরমাণু-রাজি না বলিয়া যে দ্রব্য হইতে পরমাণুরাজি প্রকাশিত হইয়াছে, সেই দ্রব্য বলিলেই ঠিক হয়। এইরূপ সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনা করিতে করিতে ইহা নিশ্চয় হইয়া আইসে যে, সংসারে যত প্রকার বিকার পদার্থ আছে, তৎসমস্তই অসৎ অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে তাহা নাই, কেবল ব্যবহারের নিমিত্ত এক একটা মুখের কথা মাত্র।

যদি বিকার পদার্থমাত্রেরই বাস্তবিক অস্তিত্ব না থাকিল,

এবং কেবল মাত্র মুখের কথায় অস্তিত্ব ব্যবহার হয়, আর ঘট-পটাদি দৃশ্যমান বস্তুমাত্রেই বিকার পদার্থ হয়, তাহা হইলে দৃশ্যমান সমস্ত বস্তুইত মিথ্যা পদার্থ হইল। তবে কি এই সমস্ত জগৎ কেবল শূন্যময়,—অভাবময়? অভাব, শূন্য ব্যতীত কি আর কিছুই নাই? তাহাও নহে, তবে বাস্তবিক তত্ত্ব কি, তাহার বিবরণ করা যাইতেছে,—এই জগতে কেবল একটিমাত্র বস্তুই অবিকার আছে, তাহার কোন প্রকার বিকারই পরিলক্ষিত হয় না, সুতরাং সেই একটি মাত্র বস্তুরই বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে, সেই অস্তিত্ব কেবল মুখের কথার অস্তিত্ব নহে, সেইটিই জগতের সারভূত পদার্থ। অতএব এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড শূন্যময় বা অভাবময় নহে, সেটি কি পদার্থ? সেইটি সত্তা, বা বিদ্যমানতা পদার্থ, বিদ্যমানতা বা সত্তার কোনরূপ উৎপত্তিবিশেষ, পরিবর্ত্তন, হ্রাস, বৃদ্ধি এবং সংহত ভাবে অবস্থিতি ইহার কোন প্রকার বিকার পরিলক্ষিত হয় না, সুতরাং সত্তাপদার্থটিই সৎ বা সত্য বস্তু। যাহার উৎপত্তি, বিনাশ, ও হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ যে বস্তুর অস্তিত্ব একবার দেখা যায়, আবার দেখা যায় না, তাহাই অসৎ পদার্থ। আর যাহার অস্তিত্ব সর্ব্বদাই দেখাযায়, কখনই অভাব হইয়া যায় না; তাহাই সৎ বা সত্য, বা নিত্য। ঘটপটাদি দ্রব্যগুলি কখনও থাকে, আবার কখনও থাকে না, অতএব উহারা অসৎ পদার্থ, আর সত্তাপদার্থটী, সর্ব্বদাই অনুভব হয়, কখনই উহার অভাব দৃষ্ট হয় না, সুতরাং সত্তা সৎ পদার্থ।

কথাটা আর একটু বিস্তার করিয়া বুঝান যাইতেছে, লোকে সকল বস্তু সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে তৎসমস্ত

স্থলেই তাহাদের দুটি বিষয়ের দুটি জ্ঞান হইয়া থাকে, একটি জ্ঞান অসৎবস্তু বিষয়ক, আর একটি জ্ঞান সৎবস্তু বিষয়ক। মনে কর, একটি ঘট দৃষ্ট হইতেছে, এখন এই ঘট্‌টি দেখা মাত্রেই যেমন ঘট্‌টির জ্ঞান হয়, তেমন তৎসঙ্গে তাহার একটা অস্তিত্বেরও জ্ঞান হয়, অর্থাৎ ঘটটিও বুঝিতে পারা যায় আবার ঘটটি যে আছে, তাহাও বুঝিতে পারা যায়; এই দুই প্রকার জ্ঞানের মধ্যে ঘটপ্রকাশক বা ঘটবিষয়ক জ্ঞানটি অসৎ বিষয়ক আর ঐ ঘটের অস্তিত্ব বা সত্তা বা বিদ্যমানতার প্রকাশক জ্ঞানটি সৎ বিষয়ক। কারণ ঘট্‌টি সর্ব্বদা থাকে না ঘট্‌টি যখন ভাঙ্গিয়া যায়, তখন তাহাকে দেখাও যায় না, অতএব ঘট মিথ্যা বা অসৎ পদার্থ। কিন্তু ঐ ঘটের সঙ্গে সঙ্গে যে একটা সত্তা বা বিদ্যমানতা অথবা অস্তিত্বের অনুভব হইতে ছিল, সেই জ্ঞান এখনও হইতেছে। তবে অবশ্যই ঐ বিনষ্ট ঘট্‌টি সম্বন্ধে আর বিদ্যমানতার জ্ঞান হইতেছে না সত্য, কিন্তু অন্য ঘট, কিম্বা পটাদি সম্বন্ধে ঐ অস্তিত্ব, বা বিদ্য-মানতা বা সত্তা পদার্থের জ্ঞান হইতেছে। এরূপ ঘটনা কখনই হয় না যে, অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতার জ্ঞান হইতেছে না, অথচ অন্য কোন পদার্থের জ্ঞান হইতেছে। যাহার যে কোন পদার্থের জ্ঞান হয় তাহারই সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতার জ্ঞান হইয়া থাকে অর্থাৎ বিদ্যমানতা বা অস্তিত্ব বাদ দিয়া কোন পদার্থেরই জ্ঞান হইতে পারে না। এইরূপ প্রত্যেক বস্তুতে সত্তার অনুভব হয়। উহা নানা নহে, একই সত্তা সকল বস্তুতে অনুভূত হইয়া থাকে, এজন্য অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতাটিই সৎ, নিত্য, বা সত্য, এবং অদ্বিতীয়

পদার্থ। অতএব ঘটাদি বিকার পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্ব না থাকিলেও সত্তার যখন অস্তিত্ব থাকিল, তখন সমস্ত সংসারকে অভাবময় বা শূন্যময় বলিতে পারা যায় না।

ঘটাদি যে মিথ্যা পদার্থ, তাহা যেমন বুঝিতে পারিলে, তেমন তোমার, আমার এবং ঐ সকল ভীষ্মদ্রোণাচার্য্যাদি সমস্ত প্রাণীর দেহ, দেহের উপাদান, এবং দেহের মধ্যে ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, আর শীতোষ্ণ ও সুখ দুঃখাদি এবং তাহার কারণ এতৎ সমস্তই মিথ্যা পদার্থ, ইহার কিছুরই বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, কেবল মুখের কথায় অস্তিত্ব মাত্র।

ভাবিয়া দেখ, এই দেহটা যদিও অস্থি, মাংস, মজ্জা, মেদ, ও নাড়ী প্রভৃতির সমষ্টি স্বরূপ বটে, তথাপি বাস্তবিক ইহা, অন্ন, ব্যঞ্জন, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি কতকগুলি ভুক্ত পীত দ্রব্যের একটু রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। লোকে যে সকল দ্রব্য আহার করে সেই সকল বস্তুই, নানা প্রকার কৌশল ও ক্রিয়ার দ্বারা ২০। ২২ দণ্ড পরে, দেহের অস্থি, মাংসাদি আকারে পরিণত হয়, অতএব দেহ সম্বন্ধে সেই অন্ন ব্যঞ্জনাদি পদার্থই সত্য, আর এই অস্থি মাংসাদির সমষ্টি দেহটা মিথ্যা পদার্থ। তবে কি না কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারের সুবিধার নিমিত্ত, একটু অবস্থান্তরে পরিণত সেই অন্ন ব্যঞ্জনাদি দ্রব্যগুলিকেই "দেহ" বলিয়া একটা সংজ্ঞা বা নাম দেওয়া হয়। বাস্তবিক ইহা কেবল সেই দাইল তরকারী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আবার সেই অন্ন ব্যঞ্জনাদির তত্ত্বানুসন্ধান করিলেও জানা

যাইবে যে, উহাও মিথ্যা পদার্থ, উহারও বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, কারণ কতকগুলি পার্থিব পরমাণু সমষ্টি কিছু একটু অবস্থান্তর হইয়াই অন্ন ব্যঞ্জনাদি অবস্থা হইয়াছে, অতএব ব্যবহারের সুবিধার জন্য একটু পরিবর্ত্তিত অবস্থাগত পার্থিব পরমাণুরাশিকেই "দাইল" "তরকারী" প্রভৃতি নাম ব্যবহার করা গিয়া থাকে।

যখন অন্নব্যঞ্জন প্রভৃতি, মিথ্যা পদার্থ কেবল পার্থিব পরমাণুরাশির একটা নামান্তর মাত্র, তখন দেহটাও সেই পার্থিব পরমাণুরাশির সমষ্টিই হইল, তদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে। আবার পরমাণুও যখন উৎপন্ন ও বিনাশী এবং বিকার পদার্থ, তখন উহাদেরও বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, উহারাও মিথ্যা পদার্থ। যাহা হইতে পরমাণুরাশির উৎপত্তি হইয়াছে, কিম্বা যাহার রূপান্তর হইয়া পরমাণুর অবস্থা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহারই একটা নামান্তর "পরমাণু"। অতএব অন্নব্যঞ্জন, ও দেহপদার্থটাও সেই পরমাণুর মূল কারণ যে পদার্থটা (তন্মাত্র) তাহারই নামান্তর মাত্র। সুতরাং সকারণক দেহাদি সমস্ত পদার্থই মিথ্যা, কেবল মৃগতৃষ্ণায় জলের ন্যায় একটা মুখের কথার দ্রব্য মাত্র। ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও শীতোষ্ণ সুখ দুঃখাদিও এইরূপ উৎপত্তি বিনাশবিশিষ্ট বিকার পদার্থ অতএব উহারাও বাস্তবিক মিথ্যা পদার্থ, অতএব ইহাদের কাহারই অস্তিত্ব নাই।

আবার, যাহা সৎ বা সত্যপদার্থ (অর্থাৎ আত্মা,—যাহা পূর্ব্বে সত্তা স্বরূপ বলিয়াছি) তাহারও কখন অভাব হইতে পারে না। (কারণ সত্তা পদার্থের অভাব কখনই পরিদৃষ্ট হয় না, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি।) ব্রহ্ম-স্বরূপ-বিৎপণ্ডিতগণ

সৎ আর অসৎ এতদুভয়ের এইরূপ ব্যবস্থাই অবগত আছেন। অতএব, তুমিও সেই তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণের পন্থাই স্মরণ করিয়া শোক মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক শীতোষ্ণ ও সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বকে মৃগতৃষ্ণার জলের ন্যায় মিথ্যাবোধে সহ্য করিয়া লও (১৬)। আকাশের দ্বারা, যেরূপ ঘট পটাদি সমস্ত দ্রব্য পরিব্যাপ্তভাবে আছে, সেইরূপ যাহার দ্বারা এই জগত পরিব্যাপ্তভাবে আছে, তিনিই সেই সত্তারূপ এবং সৎ বা সত্য পদার্থ, তাহাকে অবিনাশী বলিয়া জানিও। কারণ, অবয়বের ক্ষয় বা বৃদ্ধি হইয়াই এক এক বস্তুর বিনাশ ও অন্যথা হইয়া থাকে কিন্তু তাঁহার কোন প্রকার অবয়বও নাই তাহার হ্রাস বৃদ্ধিও নাই এজন্য তিনি অব্যয়, সুতরাং তাঁহাকে কেহ বিনষ্ট করিতে পারে না (১৭)।

সেই ইন্দ্রিয়, মনের প্রত্যক্ষাদির অবিষয় অবিনাশী ও নিত্য সত্তাস্বরূপ পদার্থই সমস্ত দেহের আত্মা, তাহার এই দেহ সকল, মৃগতৃষ্ণার জল, ও স্বপ্ন এবং ইন্দ্রজালাদির পদার্থের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া কথিত হয়, অতএব হে ভারত! এই মিথ্যা দেহাদির জন্য শোক মোহাদি করিয়া যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া তোমার উচিত নহে (১৮)।

তুমি যে মনে করিতেছ যে, "ভীষ্ম দ্রোণাদি গুরুগণ আমা কর্ত্তৃক নিহত হইবেন। আমিই তাঁহাদের নিহন্তা হইব?" তাহা তোমার নিতান্তই ভ্রান্তি হইতেছে। দেখ, শ্রুতিও বলিতেছেন যে, যিনি আত্মাকে কাহারও নিহন্তা বলিয়া মনে করেন অথবা যিনি আত্মাকে নিহত বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা উভয়েই প্রকৃত তত্ত্বের অনভিজ্ঞ. কারণ আত্মা কখনই

কাহার বধ করার কর্ত্তা হইতে পারে না, এবং কখন বধ্যও হইতে পারে না (১৯)। কেন না, আত্মা ষড়্‌বিকাররহিত পদার্থ, আত্মা কখনই জন্মে না, কারণ আত্মা ঘটপটাদি পদার্থের ন্যায় পূর্ব্বে না থাকিয়া কখনও নূতন অস্তিত্ব গ্রহণ করে না। এবং আত্মা কখন মরেও না, কারণ আত্মা, ঘটপটাদির ন্যায় একবার অস্তিত্ব গ্রহণ করিয়া আবার অস্তিত্ব হারা হয় না। এজন্য আত্মাকে অজ আর নিত্য বলা হইয়া থাকে। এবং আত্মার কোন প্রকার হ্রাস বা বৃদ্ধিও নাই অতএব ইঁহাকে শাশ্বত আর পুরাণ বলা হয়। এবং শরীরের অবস্থান্তর হইলেও ইঁহার অবস্থান্তর বা রূপান্তর হয় না, আত্মা কখনই ঘটপটাদি জড় দ্রব্যের ন্যায় সংপিণ্ডিতভাবেও থাকেন না (২০)।

অতএব, হে পার্থ! যিনি আত্মাকে এইরূপ অবিনাশী, নিত্য, ও অজ, অব্যয় বলিয়া অবগত থাকেন, তিনি এই আত্মাতে বধাদি ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্মত্ব আরোপ করিবেন কিরূপে? কারণ কোন বস্তুর অবস্থার কিছু মাত্রও পরিবর্ত্তন না হইয়া তাহার মধ্যে কোন প্রকার ঘটনা বা ব্যাপার হইতে পারে না। কর্তৃত্ব, অর্থাৎ স্বয়ং কোন ক্রিয়া করা, এবং কর্ম্মত্ব অর্থাৎ অপর কৃত ক্রিয়ার দ্বারা অভিভূত হওয়া, এই উভয়ই এক একটী ঘটনাবিশেষ মাত্র। সুতরাং কোন বস্তুর কোন পরিবর্ত্তন না হইলে তাহার কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব সম্ভবেনা। অতএব আত্মা অপরিবর্ত্তনীয় ও নিত্য বলিয়া আত্মারও কোন কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব হইতে পারে না (২১) *।

---

* এই শ্লোক দ্বারা স্পষ্ট উপদিষ্ট হইল যে, ব্রহ্মের কোন প্রকার কর্ত্তৃত্বাদি কিছুই নাই।

মানবগণ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নব বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও সেই প্রকার জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অভিনব দেহান্তর পরিগ্রহ করেন। ইহারই নাম মৃত্যু। পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নববস্ত্র পরিধান কালে যেমন দেহের কোন প্রকার পরিণাম বা বিকৃতি হয় না, সেইরূপ পূর্ব্ব দেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দেহান্তর গ্রহণ কালেও আত্মার কোন প্রকার বিকৃতি বা অবস্থান্তর হয় না। (২১) (খ) কারণ, অস্ত্রশস্ত্রাদি এই আত্মাকে

(খ) এই শ্লোকের দ্বারা অনেকের সন্দেহ হইতে পারে যে "মৃত্যু কালে একদেহ পরিত্যাগ করিয়াই যদি জীব অন্য দেহ গ্রহণ করে, তবে আর পরকালই বা কি, এবং স্বর্গ নরকাদি ভোগ বা ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তিই বা কি, আর শ্রাদ্ধ শান্তিই বা কি নিমিত্ত করা হয়"। কিন্তু ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলে, এ সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ঠিক্ মরণ কালে অমনি তৎক্ষণাৎ অন্য দেহ গ্রহণ করা, এই শ্লোকের তাৎপর্য্য নহে। কিন্তু জীবগণ, মৃত্যুর পর স্বর্গ-নরকাদি পারলৌকিক ফল ভোগ করিয়া ভবিষ্যতে যে সকল উৎকৃষ্ট অথবা চণ্ডাল, যবন, ম্লেচ্ছ, বা গো, অশ্ব, মহিষাদির দেহ ধারণ করিবে, সেই সকল দেহ ধারণ জীবের যে জাতীয় ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কার বা বাসনায় * বিকাশ হওয়া আবশ্যক, সেই সকল সংস্কার ও বাসনার পরিস্ফুরণ হয়। সুতরাং ভবিষ্যতে ঐ সকল দেহ গ্রহণ

---

* ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কার, বাসনা এবং কি প্রকার ইহাদের দ্বারা দেহ সংগঠন হয়, তাহা "ধর্ম্মব্যাখ্যা" গ্রন্থে বিস্তার-মতে লিখিত আছে।

ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাঁকে দহন করিতে পারে না, জলও ইহাঁকে দ্রব করিতে পারে না, এবং বায়ু ইহাঁকে শোষণ করিতে পারে না (২৩)। এই জন্য

করা অবশ্যম্ভাবী, এ নিমিত্ত ইহাকেই সেই সেই দেহ গ্রহণ করা বলিয়া ধরিয়া লইয়া এই শ্লোকে এইরূপ বলিয়াছেন। বাস্তবিক মৃত্যুকালে আত্মা যখন বাহির হইয়া যায়, তখন অতি সূক্ষ্ম এক প্রকার দেহ (লিঙ্গ ও আতিবাহিক দেহ) লইয়া যায়। সেই দেহেই স্বর্গ নরকাদি ভোগ হইতে থাকে। বেদান্ত দর্শনের ৩য় অধ্যায়ের ১ম পাদ ও তদায় ভাষ্যাদির দ্বারা এই রূপ মীমাংসা করা হইয়াছে, "তদন্তর প্রতিপত্তৌরংহতি সম্পরিষক্তঃ প্রশ্ন নিরূপণাভ্যাম্" (১ম সূ) * * "নম্বন্যাশ্রুতিঃ, –"জলোকাবৎ পূর্ব্বদেহং নমুঞ্চতি যাবন্ন দেহান্তরমাক্রমতীতি দর্শয়তি, ইতি। তদন্যথা তৃণ জলায়ুকেতি, তত্রাপ্যপরিবেষ্টিতস্যৈব জীবস্য কর্ম্মোপস্থাপিত প্রতিপত্তব্য দেহ বিষয় ভাবনা দার্ঘীভাবমাত্রং জলুকয়োপমীয়ত ইত্যবিরোধঃ—(শঙ্করভাষ্য) দেহ গ্রহণ ব্যতীত জীবের পরলোক গমনের শ্রুতি,—বাচাসৌবাবলোকো গৌতমাগ্নি স্তত্রশ্রদ্ধাখ্যাআপ আহুতিঃ, পর্য্যন্যাগ্নৌ সোমরূপা, ইহখল্বগ্নি-হোত্রে শ্রদ্ধয়াহুতা দধ্যাখ্যাদি রূপা আপো যজমানসংলগ্নাঃ স্বর্গং লোকং প্রাপ্য সোমাখ্যা দিব্য দেহাত্মনা স্থিতাঃ কর্ম্মান্তে হুতাঃ পর্জ্জন্যেভূয়ন্তে, ততো বৃষ্টি রূপাঃ পৃথিব্যামন্নরূপাঃ পুরুষে, রেতো রূপা যোষিতি হুতা আপঃ পুরুষশব্দ বাচ্যা ভবন্তি"। সাঙ্খ্যাদি দর্শন এবং নির্ব্বাণতন্ত্রাদিতেও পূর্ব্বোক্ত মীমাংসাই লিখিত আছে।

এই আত্মাকে, অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, এবং অসোধ্য বলা যায়। সুতরাং ইনি নিত্য পদার্থ, যে হেতুক নিত্য অতএব ইনি সর্ব্বব্যাপক, যে হেতু সর্ব্বব্যাপক অতএব স্থিতিশীল, যেহেতু স্থিতিশীল অতএব অচল, এজন্য ইনি সনাতন (গ) (২৪)। তুমি মনে করিতে পার যে "আত্মা যদি এইরূপ পদার্থই হয়েন, তবে আমি তাঁহাকে সেইরূপে অনুভব করিতে পারি না কেন? কিন্তু তাহা সহজে সম্ভবে না। কারণ আত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির অগোচর বস্তু। যাঁহার কোন প্রকার প্রত্যক্ষ করা যায় না তাহার অনুমানও

(গ) সাংসারিক লোক সকল এত বিমুগ্ধ যে চিরসংস্কারের বিরুদ্ধ কোন কথা কেবল শুনা কেন, যদি কখনও প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তথাপি তাহা ধারণা করিতে পারে না, আবার সেই পূর্ব্ব সংস্কারানুসারেই কার্য্য করিয়া থাকে। ভগবান্, আত্মা সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিতেছেন, তাহা অর্জ্জুন এবং অন্যান্য সংসারী লোকের ধারণার বিরুদ্ধ বা বিপরীত। কারণ সংসারী লোক মাত্রেরই এই স্থূল দেহকেই আত্মা বলিয়া ধারণা আছে। সুতরাং আত্মা অবিনাশী এবং দেহাদি সমস্ত জড় পদার্থ হইতে বিভিন্ন। এক আধ্ বার মাত্র বলিলে অর্জ্জুনের পূর্ব্ব ধারণা বিনষ্ট হওয়া সম্ভবপর নহে, এই জন্য ভগবান্ এক বিষয়কেই একটু রূপান্তর কিম্বা কথান্তর করিয়া একই প্রসঙ্গের ছলে দুই, তিনবার বলিয়াছেন, অতএব ইহা পুনরুক্তি দোষ বলিয়া কেহ গণ্য করিবেন না, কারণ অকারণে এক কথা বারম্বার বলাকেই পুনরুক্তি বলে, কিন্তু এখানে অকারণ নহে।

হইতে পারে না। অতএব ইনি অনুমান চিন্তারও অবিষয়। দেহাভ্যন্তরস্থ বুদ্ধি, মন প্রভৃতি অনেকগুলি অতীন্দ্রিয় পদার্থের কার্য্য দর্শনাধীন অনুমান বা চিন্তা হইয়া থাকে বটে কিন্তু আত্মার কোন প্রকার ক্রিয়া বা কার্য্য নাই, যেহেতু ইনি অবিকার্য্য পদার্থ, অবিকার্য্য পদার্থের কোন ক্রিয়া সম্ভবে না। কেন না কোন প্রকার ক্রিয়া হওয়াও এক প্রকার বিকৃতিই বটে, সুতরাং দেহাভ্যন্তরবর্ত্তী ইন্দ্রিয় শক্ত্যাদির ন্যায় আত্মার অনুমান অসম্ভব। অতএব আত্মার এইরূপ গূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া তোমার কোনরূপ শোক করা কিম্বা "ভীষ্ম প্রভৃতিকে আমি নিহত করিব, আমার দ্বারা তাঁহারা নিহত হইবেন" এইরূপ অনুতাপ করা উচিত নহে (২৫)। (ঘ) অথবা আত্মা সম্বন্ধে যে সকল দুর্ব্বোধ গূঢ় রহস্য বলা হইল, তাহা ধারণা করিতে না পারিয়া যদি সাধারণ ভ্রান্তিজ্ঞানানুসারেই তুমি এই আত্মাকে এক এক শরীরোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন, এবং এক এক শরীরের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট বলিয়া মনে কর, হে মহাবাহো! তথাপি এইরূপ শোক করিতে পার না। কারণ তুমি নাকি পাপের ভয়েই অনুতাপ করিতেছিলে, কিন্তু দেহের সঙ্গে সঙ্গে যদি আত্মাও বিনষ্ট হয়, তবে তোমারও দেহের সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হইবে সুতরাং পরকালাদি থাকিল না, অতএব পাপজনিত দুঃখভোগও হইল না (২৬)।

(ঘ) ব্রহ্ম সম্বন্ধে এখানেও যাহা বলা হইল ইহা স্মরণ থাকিলে কোন হিন্দুর ব্রহ্মোপাসনার অসম্ভবিত বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না, সর্ব্বথা অগোচর পদার্থ কিরূপে উপাসনা করে।

তৃতীয়তঃ, যদি ইহাতে মনে কর, যে "আত্মা শরীরের সঙ্গে সঙ্গে জন্মায় না, কিম্বা শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই মৃতও হয় না বটে, কিন্তু একবার জন্মিয়া মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া বারম্বার জন্ম মৃত্যুভাগী হইয়া থাকে, তাহা হইলেও বলিতেছি যে, এ সংসারে যখন জন্ম হইলে তাঁহার মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী এবং কর্ম্মক্ষয় হইয়া মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত মৃত্যুর পরেও আবার নিশ্চয়ই পুনর্জ্জন্ম—দুঃখ হইয়া থাকে, অতএব, এই অপরিহার্য্য, বিষয়ে শোক করা, তোমার নিতান্ত অযোগ্য (২৭)।

আর যদি ইহাদের ভৌতিকদেহের বিয়োগ মনে করিয়া অনুশোচন কর, তাহাও নিতান্ত অযোগ্য, কারণ ভূত ভৌতিক পদার্থ দ্বারা গঠিত—এই পুত্র কলত্রাদি যাহা কিছু দেখিতেছ, ইহার কিছুই পূর্ব্বে ছিল না, ভবিষ্যতেও ইহার অস্তিত্ব দৃষ্ট হইবে না, কেবল বর্ত্তমান কালেই কিছু দিনের নিমিত্ত ইহাদের অস্তিত্ব প্রকাশ পাইতেছে, অতএব ইহার নিমিত্ত আর দুঃখ কি? (২৮)। অথবা, কেবল একা তোমাকেই এবিষয়ে অনুযোগ করিয়া কি করিব, সংসারীলোক মাত্রেই এবিষয়ে নানাপ্রকার ভ্রমজালে নিপতিত হয়েন। আমি যে স্বতঃসিদ্ধ আত্মতত্ত্বের কথা তোমায় বলিয়া আসিলাম, ইহাকে কেহবা অকস্মাদৃশ্যমান এক অপূর্ব্বদৃষ্টবস্তু (যেন পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই এইরূপ) মনে করেন, কেহ বা সেইরূপই বলিয়া থাকেন, কেহবা আশ্চর্য্যবৎ শুনেন, কেহবা, শুনিয়া বলিয়া এবং দেখিয়াও ইহাকে কিছুই বুঝিতে পারেন না (২৯)।

ফলপক্ষে, সকলেরই, এই দেহটা বিনষ্ট হইলেও, আত্মা সর্ব্বদাই থাকে, উহা কখনই বিনাশ করার উপযুক্ত বস্তু নহে, অতএব কাহারও নিমিত্ত শোক করা, তোমার উচিত হইতে পারে না (৩০)।

বাস্তবিক তত্ত্বান্বেষণ করিলে যে কাহারও নিমিত্ত শোক মোহাদি হওয়া সম্ভবে না তাহা বলিলাম, পরন্তু ব্যবহার তত্ত্বানুসারেও তোমার বিচলিত হওয়ার কোনই কারণ দৃষ্ট হয় না; কেন না, তুমি যদি স্বজাতীয় ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি কর তবেও তোমার বিচলিত-মনস্ক হওয়া উচিত মনে করি না, কারণ ক্ষাত্রিয়ের পক্ষে, ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষায় শ্রেয়স্কর কার্য্য আর কিছুই নাই (৩১)। ধর্ম্মযুদ্ধে হিংসাজনিত পাপ হইতে পারে না, প্রত্যুত ইহাকে অবলীলালব্ধ অপাবৃত-স্বর্গ দ্বারবিশেষই বলিতে পারা যায়, ওঃ! পার্থ! যে ক্ষত্রিয়দিগের ভাগ্যে এইরূপ ধর্ম্মসংগ্রাম ঘটে, তাহারা কি সুখী পুরুষ (৩২)। অতএব তুমি যদি এই ধর্ম্মসংগ্রাম না কর, তবে তোমাকে জাতীয়ধর্ম্মচ্যুত এবং কীর্ত্তিচ্যুত হইয়া পাপান্বিত হইতে হইবে (৩৩)। সকলে তোমার অক্ষয় অপকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে, কিন্তু সমর্থ ব্যক্তির অকীর্ত্তি হওয়া মরণ অপেক্ষারও অধিকতর ক্লেশকর হইয়া থাকে (৩৪) এবং দুর্য্যোধনাদি বিপক্ষগণও মনে করিবে যে, তুমি কর্ণাদি বীরগণ হইতে ভীত হইয়াই এই যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইলে। তবেই দেখ, যে দুর্য্যোধনাদির নিকট তুমি অনেকগুণে শ্রেষ্ঠতম হইয়াও তাহাদিগের নিকটও এইরূপ লাঘব প্রাপ্ত হইবে (৩৫)। কেবল ইহাও নহে, শত্রুগণ, তোমার বলবীর্য্যকে নিন্দাবাদ করত কত শত অবাচ্য কথা বলিবে, তাহা হইতে অধিকতর ক্লেশকর

সামগ্রী আর কি হইতে পারে? (৩৬)। আরও দেখ, এই যুদ্ধেতে, আমি কোন প্রকারেই তোমার অলাভ দেখিতেছি না; কারণ রণভূমিতে যদি নিহতও হও, তাহা হইলেও স্বর্গ লাভ করিবে, আর যদি জয়ী হইতে পার তবে সমস্ত বসুন্ধরা ভোগ করিতে পারিবে, অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি জয় ও পরাজয় এই দুইকেই সমান জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থে গাত্রোত্থান কর (৩৭)। অবশ্যই, এস্থলে তুমি মনে করিতে পার যে "স্বর্গফল কামনায় যদি সংগ্রাম করা হয় তবে এই যুদ্ধ করা, অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ন্যায় একটা কাম্য কর্ম্মের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু কাম্যকর্ম্ম না করিলে কখনই পাপ হইতে পারে না। অশ্বমেধাদি যজ্ঞ কাম্যকর্ম্ম, তাহা না করিলে কোনখানেও পাপশ্রুতি শুনি নাই। অতএব এই যুদ্ধ না করিলে, আপনি পাপ হওয়ার কথা কি প্রকারে বলিবেন? আর যদি পৃথিবী লাভের উদ্দেশেই যুদ্ধ করিতে হয় তাহাতো অতীব নীচ কামনা এবং আমার অপ্রার্থিত। তৃতীয়তঃ, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গুরু ব্রাহ্মণাদি বধই বা কি প্রকারে ধর্ম্ম হইতে পারে?" অতএব ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে হইলে কি ভাবে করিতে হয় তাহা বলিতেছি,—সুখের প্রতি অনুরাগ এবং দুঃখের প্রতি বিদ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুখ,দুঃখ এবং রাজ্যাদি লাভ,বা রাজ্যাদি বিনাশ, আর জয় এবং পরাজয়কে তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আর হিংসাদি পাপ হইতে পারে না। এইরূপ ফলাভি-সন্ধিবিহীন কেবল কর্ত্তব্যতামাত্রবোধে যুদ্ধের অনুষ্ঠান করিলে তাহা কামযুদ্ধ হয় না তাহাই ধর্ম্মযুদ্ধ। এইরূপ যুদ্ধ না করিলেই পাপ হইয়া থাকে, এইরূপ নিষ্কাম যুদ্ধে যদি গুরু ব্রাহ্মণ বধাদিও হয়, তাহাও পাপ নহে। কিন্তু কামযুদ্ধে অর্থাৎ

ফলাভিসন্ধিযুক্ত যে সংগ্রাম তাহাতে ইহার বিপরীত ফলই ঘটিয়া থাকে (ঘ) (৩৮)।

এই যাহা বলিলাম [৩১ শ্লোক অবধি ৩৮ শ্লোক পর্য্যন্ত] তৎ সমস্তই ব্যবহার জগতের কথা, এবং প্রাসঙ্গিক মাত্র। ফলপক্ষে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি (আত্মার বিনাশ নাই উৎপত্তি নাই ইত্যাদি) তাহাই পারমার্থিক তত্ত্ব, এবং তাহাই এ প্রস্তাবের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়, অতএব তদ্বিষয়েই অন্যান্য কথা এখন বলা যাইতেছে,—সেই যে তোমাকে, সাঙ্খ্য জ্ঞানের (পরমার্থ তত্ত্বের, বিবেকজ্ঞানের) বিষয় বলিয়াছি, ঐ জ্ঞান যখন জন্মে তখন তিনি সমস্ত বিধিনিষেধের অতীত হয়েন। সুতরাং কোন অনুষ্ঠানই তাঁহার কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইতে পারে না। কিন্তু তোমার বোধ হয় এই গূঢ়তম রহস্য একবার মাত্র শুনিয়াই তাদৃশ জ্ঞানোদয় হয় নাই ; কারণ এইক্ষণেও তোমার চিত্তে অবিদ্যা দোষ রহিয়াছে। অবিদ্যা অতি দুষ্পরিহার্য্য বিষয়, এজন্য এইক্ষণে তোমাকে যোগজ্ঞান (কর্ম্মানুষ্ঠান জ্ঞান ও সমাধিজ্ঞান) বিষয়ের তত্ত্ব বলিতেছি, হে পার্থ! যে জ্ঞানানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভানন্তর ; কর্ম্মবন্ধন (ধর্ম্মাধর্ম্মের বন্ধন) ছেদ করিতে পারিবে (৩৯)। আমি যেরূপ কর্ম্মযোগের কথা তোমায় বলিব ঐরূপ কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান কখনই নিষ্ফল হইতে পারে না। এবং উহা অতি বিশুদ্ধমতে না করিতে পারিলেও প্রত্যবায় হয় না। অধিক কি ঐরূপ কর্ম্মযোগের যদি অতি অল্পও অনুষ্ঠান করা যায় তাহাও মহান্ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে (৪০)।

(ঘ) ইহার কারণ পরে ব্যাখ্যাত হইবে।

হে কুরুনন্দন! পূর্ব্বে যে সাঙ্খ্য জ্ঞানের কথা বলিয়াছি, আর এইক্ষণে যে যোগ জ্ঞানের বিষয় বলিব, এই জ্ঞানই কেবল সত্য, এবং শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির সহায়; এতদ্ব্যতীত আর যে সকল জ্ঞান আছে,—যাহার অসঙ্খ্য বিভাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে,—যাহার আশ্রয়ে জন্মমরণ পরম্পরাস্বরূপ সংসার হইয়া থাকে, সেই জ্ঞান সত্য নহে, সেই অসত্য জ্ঞান কেবল বিবেকবুদ্ধিবিরহিত লোকদিগেরই থাকে (৪১)।

যে সাঙ্খ্যজ্ঞান ও যোগজ্ঞানের কথা তোমাকে বলিতেছি, তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটিতে পারে না; সর্ব্বাকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য মহাত্মাদিগের চিত্তেই ঐ জ্ঞান প্রকাশিত হইতে পারে। তদ্ব্যতীত, অবিবেকী ব্যক্তিগণ যাঁহারা বেদবাদরত, অর্থাৎ বেদে যে সকল স্বর্গাদি ফল প্রাপ্তি বোধক বাক্য আছে তাহাতেই অনুরক্ত, এবং যাঁহারা "পারত্রিক স্বর্গ এবং ঐহিক ধনজনাদি সংসাধক কর্ম্ম অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠতম বিষয় আর কিছুই নাই" এইরূপ বিশ্বাসশালী, সুতরাং কামনাবশগ এবং স্বর্গপরায়ণ; তাঁহারা "যে কামনাপূর্ব্বক করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুখদায়ক" ইত্যাদি আশু প্রীতিজনক বাক্য সকল, বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের সেই সকল বাক্যগুলি কেবলই জন্ম-কর্ম্ম-ফলপ্রদ অর্থাৎ বারম্বার জন্ম স্বরূপ কর্ম্ম ফল সাধনের সাহায্য করে, এবং ইহকালে ও পরকালে নানা প্রকার সুখভোগ ও ইন্দ্রত্বাদি লাভের উপায় স্বরূপ যে সকল যজ্ঞাদি ক্রিয়া আছে তাহাই প্রকাশ করে। (৪২।৪৩) সেই লোভজনক বাক্য দ্বারা যাহাদের চিত্ত বিমোহিত হইয়াছে, সেই ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্ত ব্যক্তিদিগের চিত্তে উক্ত সাঙ্খ্যজ্ঞান ও যোগজ্ঞান কখনই স্থান পাইতে পারে না।৪৪।

কিন্তু ইহা যেন তোমার মনে হয় না, যে, "কামনাশূন্য হইয়াও যদি বেদোক্ত স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, (যাহা ৩৭।৩৮ শ্লোকে বলিয়াছি,) তাহা হইলেও সেই কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল (স্বর্গাদিপ্রাপ্তি) হইবে; সুতরাং মুক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানের বাধাই থাকিল। কারণ স্বর্গভোগাদি হইলে আর মুক্তি হইবে কখন?" কেন না, বেদের যে কর্ম্মকাণ্ড অংশ আছে তাহা ত্রৈগুণ্য বিষয়ক—ত্রিগুণ সম্লিষ্ট যে সকল কামনামূলক স্বর্গাদি ফল, তাহারই প্রতিপাদক অর্থাৎ "কামনা করিলেই স্বর্গাদি ফল লাভ হইবে" এইরূপ অর্থের প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব যদি কোন কামনা না থাকে তবে আর ঐ সকল কাম্যফল হইতে পারে না, মনে কর! ধনের দ্বারা সকল প্রকার কাম্যবস্তু লাভ হইতে পারে, তাই বলিয়া যে, ধন ঘরে হইলেই, (ক্রয় না করিলেও) ধনলব্ধ বস্তু সকল আপনি আপনি লব্ধ হইবে তাহা কদাচ নহে। কিন্তু ধন আছে বলিয়া কেবল একটু উৎফুল্লতা মাত্রই হইবে। সেইরূপ বেদের কর্ম্মকাণ্ডোক্ত ক্রিয়া সকল অনুষ্ঠান করিলে, যদি সেই সেই ফলে কামনা থাকে, তবেই স্বর্গাদিফল জন্মিবে এবং তদ্দ্বারা মুক্তি আর তত্ত্বজ্ঞানের ব্যাঘাত ঘটিবে। কিন্তু ঐ যজ্ঞাদিজনিত ধর্ম্মের বিনিময়ে যদি ঐ সকল স্বর্গাদিফলের কামনা না করা যায়, তাহা হইলে ঐ সকল ফল লাভ না হইয়া কেবল মনের শুদ্ধি বা তৃপ্তিমাত্রই হয় সুতরাং তদ্দ্বারা মুক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যই হইয়া থাকে। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও অর্থাৎ ত্রিগুণ সংশ্লিষ্ট যে সকল স্বর্গাদি কামনা, তাহা পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, তবেই মুক্তি মার্গের

অধিকারী হইতে পারিবে যদি শীতোষ্ণাদি নিবারণের নিমিত্তে বস্ত্রাদির কামনা মনে হয় তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত মতে (১৪ শ্লোকানুসারে) সর্ব্বদা ধৈর্য্যাবলম্বন কর। লাভ এবং লব্ধ বস্তুর রক্ষণ বিষয়ে প্রবৃত্তি বিহীন হও, এবং অপ্রমত্ত হও। (ক) ॥ ৪৫ ॥

(ক) বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অনেকে এই ৪২।৪৩ ৪৪ ও ৪৫ শ্লোকের নূতন নূতন অর্থের আবিষ্কার করেন, কেহ বলেন যে এতদ্দ্বারা বেদের নিন্দা করা হইয়াছে, কেহ বলেন যে কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা করা হইয়াছে, আবার কেহ বলেন, বেদোক্ত কর্ম্ম সকলের অনাবশ্যকতা বা নিষ্ফলতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে ইত্যাদি।

অবশ্যই এ সকল মতের প্রতিবাদের কোন প্রয়োজন নাই, কারণ যাঁহারা কেবল গীতা কেন, সংস্কৃত ভাষারও কোন ধার ধারেন না, ইহা তাঁহাদেরই মত; সুতরাং এই সকল শ্লোকের সঙ্গে ঐ সমস্ত মতের সহিত কোনই সংস্রব নাই, কিন্তু এই শ্লোকের নামে ঐরূপ মিথ্যা কলঙ্ক কিপ্রকারে তুলিল তাহা ভাবিতেও বিস্ময় বোধ হয়; মনুষ্যকে আকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করা অতি চমৎকার ব্যাপার নয় কি?

ফলে আমরা দেখিতেছিলাম যে এই কয়েকটি শ্লোকের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কামনা পূর্ব্বক বৈদিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা ঐহিক পারত্রিক এই উভয়বিধ সুখভোগ হয়, এবং উহারই আবার নিষ্কাম অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইয়া চিত্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হয়।

হে ধনঞ্জয়! ইহা তুমি মনে করিও না, যে, "নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মাদি করিলে স্বর্গভোগাদি সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইল"; কারণ, যেমন কলসী দ্বারা জল তুলিয়া স্নান করিলে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়, নদ্যাদি বিস্তৃত জলাশয়ে স্নান করিলেও তাহাতো হয়ই বটে, প্রত্যুত আরও কত অধিক শীতলতাদি লাভ হইয়া থাকে। সেইরূপ কামনাপূর্ব্বক সমস্ত বৈদিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, যে পরিমাণের স্বর্গ ভোগাদি সুখ অনুভূত হয় তাহা, নিষ্কাম অনুষ্ঠানের দ্বারা জ্ঞান লাভ হইলে যে বিপুল সুখ উৎপন্ন হয় উহাও তাহারই অন্তর্গত ॥ ৪৬ ॥

যদিচ শ্রেয়ঃসাধন পক্ষে, তত্ত্বজ্ঞানই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ, এবং নিষ্কামভাবে বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা, উহার পরম্পরারূপে কারণ; কেন না, ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, প্রথমে অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি বা নির্ম্মলতা বা আত্মজ্ঞান ধারণের ক্ষমতা উৎপন্ন হয়, তৎপর সমাধি যোগের দ্বারা আত্মজ্ঞান বিকসিত হয়, তৎপরে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি তোমার সেই পরম্পরারূপে মুক্তির কারণ কর্ম্ম মার্গেতেই অধিকার, যেহেতু এখনও তুমি জ্ঞান নিষ্ঠায় অধিকারী হও নাই। পরন্তু স্বর্গাদি কর্ম্মফলে যেন কদাচ তোমার অভিলাষ না হয়; কারণ যদি ফলের অভিলাষ বশবর্ত্তী হইয়া বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তবে তাহার ফল (জন্মাদি) না হইয়াই পারে না, অতএব ফলাভিলাষে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া তুমি সেই জন্মাদি বন্ধনের হেতুভূত হইও না। আবার "ফলই যদি না হইল, তবে আর এত পরিশ্রম করিয়া বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান

করিব কেন ?” এই বলিয়াও যেন তোমার কর্ম্মত্যাগের প্রবৃত্তি না হয় (ইহার বিশেষ কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি (৪৭)।

হে ধনঞ্জয়! তুমি যোগস্থ হইয়া কেবল ঈশ্বরের উদ্দেশেই বেদবিহিত কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান কর, কিন্তু তাহাতেও, “ঈশ্বর আমার প্রতি প্রীত হউন” এইরূপ তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং ফলাকাঙ্ক্ষা বিরহিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে চিত্ত বিশুদ্ধি হইয়া যে তত্ত্বজ্ঞান বিকাশ স্বরূপ সিদ্ধিলাভ হয়, তাহাতেও যেন তোমার মনের আসঙ্গ না থাকে ; কারণ ঐরূপ সিদ্ধি আর অসিদ্ধিকে তোমার তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে, অর্থাৎ সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা আর অসিদ্ধির উপর বিদ্বেষ এতদুভয়ই নিঃশেষ পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই যে সিদ্ধি, অসিদ্ধি বা লাভ, অলাভের সমতা জ্ঞান করিতে বলিলাম, এই সমতার নামই যোগ, তোমাকে এই সমতারই আশ্রয় করিতে হইবে (৪৮)। ফলকামনায় কর্ম্মানুষ্ঠান করা, এই সমতাজ্ঞানে কর্ম্ম করা অপেক্ষায়, অতি দূরবর্ত্তী নীচে অবস্থিতি করে। অতএব তুমি এই সমতা জ্ঞান বা যোগ জ্ঞানেরই শরণ লও। হে ধনঞ্জয়! কামনাবশগ হইয়া যাহারা কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহারা পরমার্থকল্পে অতি ক্ষুদ্রাশয় বলিয়া গণ্য (৪৯)।

যাঁহারা সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমতা জ্ঞানপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা সেই কর্ম্মজনিত কোন প্রকার সুকৃত বা দুষ্কৃত ভোগ করেন না; কেন না, বুদ্ধিশুদ্ধি হইয়া তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া যায়। অতএব তুমি সেই লাভালাভের সমতাজ্ঞানস্বরূপ-যোগের নিমিত্ত যত্ন কর কারণ স্বধর্ম্মনিরত ব্যক্তিদিগের যোগই একমাত্র কৌশল। যোগজ্ঞান থাকিলে,

এই সংসারবন্ধনজনক কর্ম্মও মুক্তিরই কারণ হইয়া থাকে(৫০)। কেন না লাভালাভে সমত্বজ্ঞানযুক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে জন্মাদিস্বরূপ কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভপূর্ব্বক জীব জন্মবন্ধন বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সেই অনাময় পদ প্রাপ্ত হয়েন (৫১)।

লাভালাভের সমতাজ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধি হইয়া প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ কখন হইবে তাহা বলিতেছি,—যখন তোমার বুদ্ধি, এই মোহস্বরূপ অবিদ্যা মালিন্য অতিক্রম করিতে পারিবে, তখনই তুমি পরম বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে, তখন অধ্যাত্মবিষয়ক শাস্ত্র ব্যতীত শ্রুত ও শ্রোতব্য সমস্ত বাক্যেই তোমার বিরক্তি হইবে (৫২)।

মোহ মলিনতার অপনয়ন হইলে বিবেকজ্ঞান বিকাশ হইয়া এই কর্ম্মযোগের ফলস্বরূপ পরমার্থযোগ বা সমাধিযোগ কখন বিকসিত হইবে,– যদ্দ্বারা নির্ব্বাণ মুক্তি হয়, তাহাও বলিতেছি,—নানা প্রকার শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারা নানারূপে তরঙ্গায়িত বুদ্ধি যখন সমস্ত বাহ্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আত্মাতেই অচল অটলভাবে অবস্থিতি করিবে তখনই তুমি সমাধি প্রাপ্ত হইবে (৫৩)। [ক]

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কেশব! কিরূপ অবস্থা হইলে সমাধিস্থ ব্যক্তিকে স্থিতপ্রজ্ঞ, 'ব্রহ্মজ্ঞান' সম্পন্ন বলে, এবং সেই ব্রহ্মজ্ঞানীই বা কিরূপ কথা বার্ত্তা বলেন, কিরূপে থাকেন কিরূপ চলাচলতি করেন, (৫৪) তদ্বিষয় আমাকে বলুন।

[ক] এই অবস্থা কি প্রকারে হয়. এবং ইহার বিশেষ বিবরণ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্মব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে।

ভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ! যোগী ব্যক্তি, অন্তঃকরণের মধ্যে যত প্রকার আশা তৃষ্ণা বা অভিলাষ আছে, তৎসমস্তই যখন এক কালে পরিত্যাগ করেন, কোন বিষয়েই কোন প্রকার তৃষ্ণা বা কামনা অল্পমাত্রও থাকে না, কেবল মাত্র পরমার্থ তত্ত্ব স্বরূপ আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, সেই অবস্থায় তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞানী বলে। (৫৫) যখন দুঃখেতে কোন প্রকার উদ্বেগ বোধ না হয়; সুখেতেও কোন প্রকার স্পৃহা না থাকে, আর যিনি আসক্তি, ভয়, ও ক্রোধাদি প্রবৃত্তিকে সমূলে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাকে স্থিতধী বা ব্রহ্মজ্ঞানী মুনি বলাযায় (৫৬); যিনি ধন, ঐশ্বর্য্য, ও পুত্র, কলত্র দেহাদিতে এক কালে নিঃস্নেহ, যিনি শুভ বা অশুভ ঘটনা হইলে কোন প্রকার আনন্দ বা বিদ্বেষ অনুভব না করেন তাঁহারই ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে বলা যায় (৫৭)। কূর্ম্ম যেমন হস্তপদাদি অঙ্গগুলিকে বাহির হইতে গুটিয়া লইয়া দেহের মধ্যে সন্নিবেশিত করে, সেই প্রকার আপন ইন্দ্রিয়গণকে রূপ, রসাদি বিষয় হইতে প্রত্যাকর্ষণ পূর্ব্বক যিনি আত্মাতে বিলীন করিতে পারেন, তখনই ব্রহ্মজ্ঞান হয়।৫৮।

যে ব্যক্তি পীড়াদি নিবন্ধন অথবা আহার্য্য দ্রবের অভাবে নিরাহার হয় তাহারও সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি শিথিল হইয়া বিলীন প্রায় হয় বটে, কিন্তু তাহাতে বিষয়ানুরাগের কিছুমাত্র ক্ষয় হইতে পারে না। আর যাঁহারা আত্মাকে দেখিতে পান, তাহাদের অনুরাগের সহিতই ইন্দ্রিয়াদির প্রতিসংহার হইয়া যায় অর্থাৎ অনুরাগও বিনষ্ট হইয়া যায়, ইন্দ্রিয়গণ প্রতিসংহৃত হয়। অতএব পীড়াদি জনিত ইন্দ্রিয় শৈথিল্য কোনই কার্য্যের নহে, অনুরাগ সহিত যে ইন্দ্রিয়ের লয় হয় তাহাই উন্নতির চিহ্ন। ৫৯।

কিন্তু, হে কৌন্তেয়! পূর্ব্বোক্ত প্রজ্ঞাস্থৈর্য্য লাভ করিতে হইলে প্রথম ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করা আবশ্যক; কারণ, ইন্দ্রিয়গণ যাঁহাদের বশীভূত হয় নাই, সেই বিদ্বান্ পুরুষগণ প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যের নিমিত্ত অতিশয় প্রযত্ন করিলেও প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ, বলাৎকার পূর্ব্বক তাঁহাদের মনকে বিষয়াভিমুখে লইয়া যায়।৬০।

অতএব, প্রথম সেই ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া সমাধির অনুষ্ঠান করত "সোঽহং" (আমিই ব্রহ্ম) এইরূপ জ্ঞানে অবস্থিতি করিবে, কারণ ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশীভূত, তাহারই প্রজ্ঞা স্থিরতা লাভ করিতে পারে।৬১।

ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে হইলে, প্রথমতঃ বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ করা আবশ্যক; কারণ বিষয়ের চিন্তা হইলেই ক্রমে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, সর্ব্বদা নানা প্রকার ভোগ্য বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে তাহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইলেই তাহা প্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত অভিলাষ হয়, এবং তখন যদি সেই তীব্র অভিলাষ কোন প্রকারে ব্যাঘাত পায় (পাইয়াই থাকে) তাহা হইলেই ক্রোধ আসিয়া পড়ে (৬২), ক্রোধ হইলেই লোকের হিতাহিত বিষয়ে মোহ হইয়া থাকে, তখন সদুপদেশ সকল বিস্মৃত হইয়া যায়, সুতরাং তখন বুদ্ধির বিবেকশক্তি বিনষ্ট হয়; কার্য্যাকার্য্যের বিবেক শক্তি বিনষ্ট হইলেই, পুরুষ এক কালে অধঃপতিত হইল (৬৩)। অপর যাঁহারা অনুরাগ এবং বিদ্বেষের সহিত অসংশ্লিষ্ট হইয়া নিজবশীকৃত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়রাজ্যে বিচরণ করেন, সেই বিজিত মনাঃ মহাত্মাই প্রকৃত প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন (৬৪)। প্রসন্নতা শক্তির বিকাশ হইলে তাঁহার সমস্ত দুঃখের অভাব হইয়া যায়। প্রসন্ন মনা

ব্যক্তিরই অবিলম্বে প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠিত বা ব্রহ্ম সংস্থিতি হইয়া থাকে। ৬৫।

চিত্ত প্রসাদ না থাকিলে আত্মা বা ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞান হইতে পারে না। এবং প্রসাদ শূন্য ব্যক্তির আত্মজ্ঞানে অভিনিবেশও হইতে পারে না। অভিনিবেশ না হইলে শান্তি আসিতে পায় না। ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের শান্তি বা বিরাম না হইলে আর সুখ হইবে কেন? অর্থাৎ বিষয় তৃষ্ণাদি স্বরূপ দুঃখই থাকিবে। ৬৬।

ইন্দ্রিয়গণের বিষয় বিচরণকালে যদি মনও তাহার অনুকূলেই চলে তাহা হইলে, বায়ু যেমন নৌকাকে জলমধ্যে নিমগ্ন করে, মনও সেইরূপ সংযমীর বিবেকবুদ্ধিকে হরণ করিয়া ফেলে (৬৭)। অতএব হে মহাবাহো! যাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ, বিষয় হইতে নিগৃহীত হইয়াছে তাঁহারই ব্রহ্মসংস্থিতি হইতে পারে (৬৮)।

হে ধনঞ্জয়! অবিবেকী মনুষ্যাদি প্রাণীগণের যাহা রাত্রি অর্থাৎ অন্ধকারময়, সেইখানে সংযমী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা জাগ্রত থাকেন, আর অবিবেকিগণ যেখানে জাগ্রত থাকেন, সেখানে আত্মদর্শী মহাত্মার নিশা; (৬৯) [ক] অতএব সংসার-রাজ্যে

[ক] অবিবেকির বুদ্ধি সর্ব্বদা অবিদ্যা বা মায়ান্ধকারের দ্বারা আবৃত থাকে; সুতরাং তাহারা আত্মতত্ত্ব অবলোকন করিতে পায় না। তাই আত্মতত্ত্ববিষয়ে তাহাদের নিশা, আর বিষয়রাজ্য বাস্তবিক স্বপ্নবৎ মিথ্যাপদার্থ হইলেও অবিবেকী অর্থাৎ অবিদ্যাচ্ছন্নচিত্ত-পুরুষগণ তাহাকে সত্যবৎ সন্দর্শন করেন; সুতরাং বিষয়-রাজ্যে তাঁহারা জাগ্রত থাকেন বলিতে পারা যায়। আর যাঁহাদের অবিদ্যা বা মায়ান্ধকার ছুটিয়া গিয়াছে

আসক্তি থাকিলে আত্মসংস্থিতি হওয়া অসম্ভব। আবার আত্ম-সংস্থিতি হইয়াগেলেও কর্ম্মানুষ্ঠান করা নিতান্ত অসম্ভব। পর্ব্বতাদি হইতে নানারূপে নিষ্যন্দিত নদনদী সমূহ যেমন অচলভাবে অবস্থিত জলরাশি-পরিপূরিত সমুদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ, অবিদ্যা বিজৃম্ভিত সমস্ত কামনা বা বাসনা যাঁহার সেই সমুদ্রস্থানীয় অনন্ত আত্মাতে প্রত্যাহারের দ্বারা বিলীন হইয়া যায়, তিনিই মোক্ষ পাইতে পারেন; যিনি বিষয় বাসনা পরবশ তিনি কখনই মুক্তি পাইতে পারেন না (৭০)। অধিক কি বলিব, যিনি সমস্ত প্রকার বাসনা নিঃশেষরূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক অবশেষে জীবনের উপরেও নিস্পৃহ হইয়া অহং মদীয়ত্বভাব বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বিচরণ করেন, তিনিই নির্ব্বাণ নামক মুক্তি পাইতে পারেন (৭১)।

হে পার্থ! উক্তরূপ অবস্থাকে ব্রহ্মসংস্থান বলে। এই ব্রহ্ম সংস্থা বা ব্রাহ্মীস্থিতি প্রাপ্ত হইলে জীব পুনর্ব্বার মুগ্ধ হইতে পারে না। জীবনের শেষ দশাতেও যদি এইরূপ ব্রহ্ম নিষ্ঠায় অবস্থিতি করে তাহা হইলেও জীব ব্রহ্মতেই বিলীন হইয়া যায় (৭২)। [খ]

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তাহারা ইন্দ্রজালরচনাসদৃশ বিষয়-রাজ্য, দেখিতে পান না, কেবল আত্মা বা ব্রহ্মমাত্রই দেখিতে পান, সুতরাং এই বিষয়-রাজ্যেই তাঁহাদের নিশাবৎ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

[খ]. ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মনিষ্ঠা কিরূপ জিনিষটি, তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইলেও পাঠকগণ একরূপ বুঝিতে পারিবেন, অতএব যেন স্মরণ থাকে যে "ইহারই নাম যথাশাস্ত্র ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মনিষ্ঠা।"

তৃতীয় অধ্যায়।

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে জনার্দ্দন! আপনার এই সমস্ত উপদেশ হইতে ইহাই বুঝিতে পারিলাম যে, ব্রহ্মনিষ্ঠা বা জ্ঞাননিষ্ঠা সর্ব্বাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ এবং আশ্রয়নীয়; অতএব আমার নিবেদন এই যে শ্রেয় প্রাপ্তি পক্ষে, যদি নিষ্কাম বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান অপেক্ষায়, বিবেক জ্ঞানই শ্রেষ্ঠতর উপায় বলিয়া আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে হে কেশব! সেই ঘোর নিষ্কাম কর্ম্ম মাগেই আমাকে নিয়োগ করিতেছেন কেন? আমাকেও তবে সেই জ্ঞাননিষ্ঠায় থাকার উপদেশ করুন না কেন?(১) আপনার বিমিশ্রিতবৎ বাক্যজাল দ্বারা, আমার বুদ্ধি যেন মোহাক্রান্ত হইতেছে! অতএব আমি জ্ঞাননিষ্ঠায় চলিলেই মুক্তি লাভ করিতে পারিব, কিম্বা নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠায় থাকিয়াই মুক্তিভাজন হইব, তাহার একতর নিশ্চয় করিয়া আমাকে আদেশ করুন (২)।

শ্রীমদ্ভগবান্ বলিলেন,- আমি বিমিশ্রিত প্রায় বাক্য বলি নাই, তোমারই বুঝিতে ভ্রম হইয়াছে,—অতএব আবার বিস্তার ক্রমে বলিতেছি শুন,—হে অনঘ! এই সংসারে, যাঁহারা প্রকৃত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের নিমিত্ত আমি পূর্ব্বে বেদের মধ্যেই দ্বিবিধ নিষ্ঠার কথা বলিয়াছি, একটী জ্ঞাননিষ্ঠা আর একটী নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠা। এতদুভয়ের মধ্যে যাঁহারা সাঙ্খ্য অর্থাৎ আত্মা বিষয়ে বিবেকজ্ঞান সম্পন্ন এবং ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পরেই সমস্ত, যাহারা কামনাদি পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, বেদান্ত বিজ্ঞানদ্বারা যাঁহারা পরমার্থতত্ত্ব নিশ্চয়

করিতে পারিয়াছেন, যাহারা পরমহংস পরিব্রাজক, যাঁহারা একমাত্র আত্মারাম, তাঁহাদের পক্ষেই জ্ঞাননিষ্ঠা; আর যাঁহারা কর্ম্মেতেই অধিকারী, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত নহেন তাঁহাদের নিমিত্ত কর্ম্মনিষ্ঠা নির্দ্দেশ করিয়াছি (৩)। কারণ নিষ্কামভাবে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া পুরুষ কখনই জ্ঞাননিষ্ঠা অর্থাৎ নিঃশেষে সমস্ত কর্ম্ম বিরহিত হইয়া কেবল মাত্র ব্রহ্মস্বরূপেই অবস্থিতি লাভ করিতে পারে না; কেন না নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে করিতেই ক্রমে বুদ্ধি বিশুদ্ধি হয়, তত্ত্বজ্ঞান গ্রহণের উপযুক্ত হয়, তৎপরেই জ্ঞাননিষ্ঠা হইতে পারে। যাহারা ব্রহ্মচর্য্যের পরেই বুদ্ধি বিশুদ্ধি হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠার অধিকারী হয়েন, তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারাই বুদ্ধিশুদ্ধি হইয়া থাকে, সুতরাং এজন্মে আর কর্ম্মানুষ্ঠানের অপেক্ষা থাকে না। তত্ত্বজ্ঞান পরিস্ফুরণ না হইলেও কেবল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না, (৪); কেন না, তত্ত্বজ্ঞান না হইতে যদি সমস্ত ক্রিয়া পরিত্যাগ করা হয়, তবে তাহা কেবল বাহিরের হস্তপদাদি ক্রিয়া সম্বন্ধেই সম্ভবে, অন্তরের ক্রিয়া কিছুই পরিত্যক্ত হয় না; কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মা, মন হইতে সমস্ত কামনা নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করিতে না পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ক্ষণ কালের নিমিত্তও কদাচ কেহ নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকে না; কারণ সত্ত্ব, রজ ও তমগুণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, হয় অন্তরে অন্তরে না হয় বাহিরেই সেই অবশপুরুষ সকলকে কোন না কোন কার্য্য করিতেই হইবে (৫)।

যে ব্যক্তি হস্ত, পদ, শিশ্নাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সবল

বাহিরে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি স্মরণ করিতে থাকে, সেই বিমূঢ়াত্মা ব্যক্তিকে মিথ্যাচার বা কপটাচার (৬) বলা যায়। আর যিনি কামনা জয়েরদ্বারা মনে মনে ইন্দ্রিয়গণকে আয়ত্ত করিয়া অনাসক্তভাবে কেবল বাহিরেই কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিহিত কর্ম্ম করিয়া থাকেন, হে অর্জ্জুন! তিনিই শ্রেষ্ঠ (৭)।

অতএব তুমিও ফল কামনা শূন্য হইয়া আপনার জাত্যুচিত যে কর্ম্ম বিহিত আছে এবং যাহা নিত্ত এবং নৈমিত্তিক, অর্থাৎ কাম্য নহে, সেই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, তোমার ন্যায় অধিকারীর পক্ষে কর্ম্ম পরিত্যাগ অপেক্ষায় কর্ম্মকরাই শ্রেষ্ঠতর কল্প, বিশেষতঃ তুমি যদি হস্তপদাদি সমস্ত বাহ্যেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াই এককালে পরিত্যাগ কর তাহা হইলে তোমার শরীর যাত্রা কিরূপে চলিবে? (৮) [ক]।

উক্তরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাঁহার কর্ম্মফলস্বরূপ সংসারবন্ধন হয় না, কারণ নিষ্কামভাবে কেবলমাত্র ঈশ্বরার্থ যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায় তদ্ব্যতীত অন্য কর্ম্মের দ্বারাই অর্থাৎ কামনামূলক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই লোকের সংসারবন্ধন হইয়া থাকে, অতএব হে কৌন্তেয়! তুমিও, সমস্ত কামনা বা আসক্তি

[ক] অনেকে আপনাপন সুবিধার নিমিত্ত এই সকল স্থলে কেবল কালীপূজা ও দুর্গাপূজাকেই কর্ম্ম বলিয়া ধরিয়া লয়েন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, মনুষ্য হস্তপদাদি কোন না কোন ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে কোন প্রকার ক্রিয়া করিতে পারে তৎসমস্তই এই সকল স্থলে কর্ম্ম শব্দে বুঝাইতেছে।

পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল ঈশ্বরার্থেই বিহিত ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিতে থাক। কিন্তু ঈশ্বরের প্রীতিতেও যেন তোমার কামনা থাকে না; কেমনা তাহা হইলেও তোমার সকাম ক্রিয়াই করা হইল, অতএব কেবল "ঈশ্বরের প্রেরণা আছে অতএব করি" এইমাত্র তোমাকে মনে করিতে হইবে (৯)।

পূরাকালে, মনুষ্য এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকল সৃষ্টি করিয়া প্রজাপতি বলিয়াছিলেন যে, "হে মনুষ্যগণ! মদ্দত্ত এই নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তোমার বৃদ্ধি সম্পন্ন হইতে থাক, এই কর্ম্মই তোমাদের সমস্ত প্রকার অভীষ্টসিদ্ধি করিয়া দিবে (১০)। উক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তোমরা ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে সম্বর্দ্ধিত বা আপ্যায়িত কর, তাহা হইলে ঐদেবতারাও তোমাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করিবেন, এইরূপ পরস্পর সম্বর্দ্ধনের দ্বারা ক্রমে তোমরা মুক্তিস্বরূপ পরম শ্রেয় পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিবে (১১)। কারণ উক্ত কর্ম্মস্বরূপ যজ্ঞের দ্বারা পরিতোষিত হইয়া দেবতাগণ তোমাদিগকে নানা প্রকার অভিলষিত ভোগ প্রদান করিবেন।" অতএব তাঁহাদের দত্ত সেই সকল ভোগ্যদ্রব্য যদি আবার তাঁহাদিগকে সমর্পণ না করিয়া কেবল স্বয়ং ভোগ করে, তবে তাহাকে চোর বলিতে পারা যায় (১২)। যাঁহারা দেবযজ্ঞাদি সমাপনান্তে তদবশিষ্ট ভোজন করেন, সেই সাধুগণ সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন, আর যে দুরাত্মাগণ নিজের উদর পূর্ত্তিমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া পাকাদি করে তাহারা পাপই ভোজন করে (১৩)। অন্নদ্বারা প্রাণী সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এবং পর্জ্জন্য হইতে অন্নের উৎপত্তি, আবার পর্জ্জন্যের উৎপত্তি যজ্ঞ হইতে, যজ্ঞ কর্ম্মদ্বারা

নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, বেদ হইতে কর্ম্মের উদ্ভব, বেদ পরমাত্মা ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন, অতএব সর্ব্বদাই কর্ম্মের মধ্যে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন। কেবল এই কারণেও নহে, ব্রহ্ম যখন সর্ব্বব্যাপক পদার্থ তখন তিনি কর্ম্মমধ্যেও অনুস্যূত আছেন, অতএব এইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করা তোমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। হে পার্থ! যাহারা উক্ত প্রকারে প্রবর্ত্তিত কর্ম্মচক্রের অনুবর্ত্তন না করে, সেই ইন্দ্রিয়রমণশীল পাপজীবন ব্যক্তি নিরর্থক দেহধারণ করে (১৬)। অতএব নিষ্কামভাবে সমস্ত প্রকার নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ানুষ্ঠান করা তোমার কর্ত্তব্য।

যিনি আত্মারাম, আত্মাতেই পরিতৃপ্ত আত্মাতেই সন্তুষ্ট এবং এককালীন নিঃশেষরূপে সমস্ত কামনা বাসনাদি শূন্য হইয়াছেন, তাঁহার এইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করার প্রয়োজন নাই (১৭)। আত্মারাম মহাত্মার কর্ম্ম করিয়া কোন প্রয়োজন সাধিত হয় না; কেননা বুদ্ধি শুদ্ধিই নিষ্কাম কর্ম্মের ফল। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধিশুদ্ধি পূর্ব্বেই হইয়াছে, এবং কর্ম্ম না করিলেও তাঁহার কোন পাপ হইতে পারে না; কারণ তাঁহার অবিদ্যামোহ অতীত হইয়াছে, এবং দেবতা বা মনুষ্যাদির দ্বারাও তাঁহার সাধনীয় কিছু নাই, যে তাহাদের সন্তোষের নিমিত্তই তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন (১৮)।

তুমি কিন্তু সেই অবস্থার লোক নও, অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়া সর্ব্বদা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, কারণ অনাসক্ত অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই, বুদ্ধি শুদ্ধির দ্বারা পুরুষ মোক্ষ লাভ করিতে পারেন। ভাবিয়া দেখ!

জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ কর্ম্ম দ্বারাই বুদ্ধি শুদ্ধি পূর্ব্বক জ্ঞান লাভ হইয়া মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন (১৯)।

দ্বিতীয়তঃ লোক সংগ্রহ করা অর্থাৎ সাধারণ লোকের উন্মার্গ প্রবৃত্তি নিবারণ করা লক্ষ্য করিয়াও তোমাকে কর্ম্ম করা উচিত ; (২০) কারণ সংসারের ইহাই নিয়ম আছে যে,শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে যে আচরণ করিয়া থাকে সাধারণ লোকও সেইরূপই আচরণ করে, এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা সপ্রমাণ বলিয়া গণ্য করেন, সাধারণ লোকও তাহারই অনুবর্ত্তী হয় (২১)।

হে পার্থ? এই দেখ! আমার কিছুই কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই অর্থাৎ কোন কর্ম্ম করাই প্রয়োজন নাই, কারণ এই ত্রিভুবন মধ্যে আমার কিছুই অপ্রাপ্ত পদার্থ নাই, এবং প্রাপ্তব্যও কিছুই নাই, তথাপি আমি বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি, (২২) কারণ আমি যদি অতীন্দ্রিত ভাবে কদাপি কার্য্যানুষ্ঠান না করি, হে পার্থ! তবে সমস্ত মনুষ্যই আমার পথের অনুসরণ করিবে (২৩)। সুতরাং আমি যদি কর্ম্ম না করি তবে কর্ম্মহীন হইয়া সমস্ত লোক উৎসন্ন হইবে, বিহিতানুষ্ঠান এবং নিষিদ্ধের বর্জ্জনাভাবে, সংসারে ধর্ম্ম সঙ্কর, আশ্রম সঙ্কর ও বর্ণ সঙ্করাদি হইবে, সুতরাং আমার দ্বারাই এই ঘটনা ঘটিল, তাহা হইলেই সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হইবে, সুতরাং তাহারও কারণ হইলাম (২৪) এ নিমিত্ত আমি সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকি।

অতএব, হে ভারত! অবিদ্বানেরা আসক্ত বা কামনা পরবশ হইয়া যেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করে, বিদ্বান্ ব্যক্তি অনাসক্ত হইয়াও লোক সংগ্রহের নিমিত্ত সেইরূপ অনুষ্ঠানই করিবেন(২৫)। কদাচ অবিবেকী কর্ম্মাসক্ত লোকদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না,

প্রত্যুত অনাসক্ত ভাবে স্বয়ং ঐ সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করত তাহাদিগকেও কর্ম্মেতেই যোজিত করিবেন (২৬)।

অবিদ্যা বা মায়া প্রভাবে, যাহাদের দেহাদি জড় পদার্থ এবং চিৎস্বরূপ আত্মা এ উভয়ের পার্থক্য বোধ না হইয়া উহাদের একতা জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ "দেহই আমি" এই জ্ঞান দ্বারা আত্মা বিমুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, সেই ব্যক্তিই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির বিকার স্বরূপ ঐ দেহ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা ক্রিয়মাণ কার্য্য সকলকে 'আমি করিতেছি" বলিয়া মনে করে (২৭)। আর যাঁহারা গুণ কর্ম্ম বিভাগের তত্ত্ববিদ্ অর্থাৎ প্রকৃতির কোন্ গুণের দ্বারা কোন্ ক্রিয়া হইতেছে এ সকল বিষয় বিশেষ রূপে অবগত আছেন তাঁহারা দর্শন স্পর্শন চিন্তা ইত্যাদি যাবতীয় কর্ম্মকেই এক "একটী প্রাকৃত পদার্থ আর এক একটী প্রাকৃত পদার্থের সহিত সংমিলিত হইতেছে" বলিয়া মনে করেন অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় রূপের সহিত সংযুক্ত হইতেছে, মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল চিন্তনীয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইতেছে, চিৎস্বরূপ আত্মা কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হন না, এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহারা কোন বিষয়েই আশক্ত হন না (২৮)।

যাহারা প্রকৃতির গুণের দ্বারা বিমোহিত হইয়া প্রকৃতির কর্ম্মকেই আমার (আত্মার) কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন, সেই কর্ম্মাসক্ত অসম্পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে সম্পূর্ণ তত্ত্ববিৎ মহাত্মা কখনই বিচলিত করিবেন না (২৯)। অতএব হে মহাবাহো! তুমিও বিবেকবুদ্ধি দ্বারা সমস্ত কর্ম্মের ফল পরমেশ্বরে সমর্পণ করিয়া অর্থাৎ "ঈশ্বরই সকল বিষয়ের কর্ত্তা আমি কেবল ভৃত্যবৎ তাঁহার আদেশ পালন করিতেছি, সুতরাং ইহার

ফলাফল ভোগী তিনি" এরূপ মনে করিয়া এবং সমস্ত সন্তাপ আশা ও মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে পারে (৩০)।

যাহারা অসূয়া শূন্য এবং শ্রদ্ধাবান্ হইয়া নিত্য আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে, তাহারাই সমস্ত কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে(৩১)। এবং যাহারা অসূয়া পরবশ হইয়া আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে না, সেই জ্ঞানান্ধদিগকে তুমি হতবুদ্ধি বলিয়া জানিবে, (৩২)। যাহারা হতবুদ্ধি তাহাদিগের পক্ষে বিধি বা নিষেধ কিছুই কার্য্যে আসে না; কারণ ইহা নিশ্চয় যে কেবল মূর্খ কেন, জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও পূর্ব্বসঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্মের সংস্কার স্বরূপ প্রকৃতির অনুসারেই সমস্ত কার্য্যের চেষ্টা করিয়া থাকে। সকলেই আপনাপন প্রকৃতির অনুগমন করে, সুতরাং আমার কিংবা অন্যের নিষেধ তাহার কি করিবে (৩৩)।

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে লক্ষ্য করিয়াই যথা সম্ভব অনুরাগ এবং বিদ্বেষ অবস্থিতি করে অর্থাৎ অনুরাগ অথবা বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়াই লোকে দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি এক এক ইন্দ্রিয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে রাগ দ্বেষাদির বশীভূত হওয়া উচিত নয়। কারণ রাগ আর দ্বেষই মনুষ্যের ভয়ানক শত্রু (৩৪)।

রাগ দ্বেষাদির বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে স্বজাতীয়ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য জাতীয় ধর্ম্মের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ধর্ম্মের এবং ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ইচ্ছা করিতে পারেন, কিন্তু তাহা অতি অকর্ত্তব্য; কারণ স্বধর্ম্ম যদি অন্যজাতি ধর্ম্মের তুলনায় অপ্রশস্ত বলিয়া মনে হয়, তাহাও অন্যের প্রশস্ত ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেয়স্কর। অধিক কি স্বধর্ম্মে নিধনও কল্যাণজনক

তথাপি পরধর্ম্মকে ভয়াবহ মনে করিবে। অতএব তুমি যখন ক্ষত্রিয়, তখন ভাল মন্দ বিচার না করিয়া, তোমার ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অর্থাৎ যুদ্ধাদির অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য (৩৫) [ক]

অর্জ্জুন কহিলেন, হে বাষ্ণেয়! কাহার প্রেরণাতে পুরুষ পাপাচরণ করে, এমন কি অনিচ্ছা করিলেও যেন বলপূর্ব্বক সেই কর্ম্মে নিয়োযিত হয়, ইহা কে করায় তাহা আমাকে উপদেশ দেন (৩৬)।

ভগবান কহিলেন, এই যে রজোগুণ সমুদ্ভব মহাশন (অর্থাৎ যাহা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না) এবং মহাপাপস্বরূপ অনুরাগ ও বিদ্বেষ দেখিতেছ ইহাকেই প্রবল বৈরী বলিয়া জানিবে ইহারাই লোককে পাপে প্রবৃত্ত করায় (৩৭); অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত হয়, দর্পণ যেমন মল দ্বারা আবৃত হয়, গর্ভ যেমন উল্বের (অর্থাৎ উদরস্থ ভ্রূণের গর্ভাবরণ থলিয়া বিশেষ দ্বারায়) আবৃত হয়, সেইরূপ রাগ দ্বেষ দ্বারা ইহা (জ্ঞান) আবৃত আছে, হে কৌন্তেয় জ্ঞানীর নিত্যবৈরীস্বরূপ এই অনুরাগ বিদ্বেষই অপর্য্যাপ্ত ও দুষ্পূরণীয় কামনারূপে জ্ঞানকে আবরণ করিয়া রহিয়াছে (৩৯)। ইন্দ্রিয় মন এবং বুদ্ধিই রাগ দ্বেষের অধিষ্ঠানভূমা, ইহাদের আশ্রয় করিয়াই উক্ত রাগ এবং দ্বেষ, জ্ঞান আবরণপূর্ব্বক দেহীকে মোহিত করিয়া ফেলে (৪০)।

[ক] যে লোক যে ধর্ম্মের অনধিকারী সে সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে গেলে ঘোর বিপদ্ উপস্থিত হয়, এই জন্য ভগবান্ এইরূপ আদেশ করিলেন।

অতএব, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রথমে রাগদ্বেষাদির আশ্রয় স্বরূপ ইন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান বিনাশক পাপ স্বরূপ এই রাগ দ্বেষকে জয় কর (৪১)।

কাহার আশ্রয় লইয়া এই শত্রুস্বরূপ রাগ দ্বেষকে জয় করিতে হইবে তাহাও বলিতেছি শুন, স্থূলদেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয় সকল সূক্ষ্ম এবং ইন্দ্রিয় সকল অপেক্ষা সূক্ষ্ম মন, মনঅপেক্ষা সূক্ষ্ম বুদ্ধি, বুদ্ধির পর যিনি, তিনিই জীবের আশ্রয়নীয় (৪২)। [ক] এইরূপ বুদ্ধি অপেক্ষা সূক্ষ্মতর আত্মতত্ত্বকে, জ্ঞান বলে আশ্রয় করিয়া হে মহাবাহো! দুরাশদ রাগদ্বেষরূপ শত্রুকে জয় কর (৪৩)।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

[ক] ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি ইত্যাদি কাহাকে বলে তাহা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি কৃত, ধর্ম্মব্যাখ্যায় বিস্তার মতে লিখিত আছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—এই অক্ষয় ফলদায়ক সাঙ্খ্যযোগ এবং কর্ম্মযোগ প্রথমে আমি সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম, সূর্য্য আপন পুত্র মনুকে বলিয়াছিলেন, এবং মনু আবার ইক্ষাকুকে বলিয়াছিলেন, (১) এইরূপ পরম্পরাগত এই যোগকে অবশেষে অন্যান্য রাজর্ষিগণ জানিয়াছিলেন, কিন্তু হে পরন্তপ! কাল মহিমায়, লোকের নানা প্রকার মতি গতি ও দুর্ব্বলতা হইয়া এখন সেই যোগ আবার প্রকৃতভাবে অজ্ঞাতপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল, (২) তাই আমি অদ্য তোমাকে আবার সেই পুরাতন যোগধর্ম্মের উপদেশ করিলাম; কারণ তুমি আমার ভক্ত, সুতরাং প্রিয়, এজন্য তুমি ইহার অধিকারী পাত্র। এই শ্রেষ্ঠতম যোগজ্ঞান অতীব গোপনীয় ইহা অনধিকারীকে বলা যায় না (৩)।

অর্জ্জুন বলিলেন,—আপনার একটী কথা আমি বুঝিতে পারি নাই। আপনি বলিলেন সৃষ্টির প্রথমে সূর্য্যকে এই যোগজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু সূর্য্যের জন্ম হইয়াছে সেই পুরাকালে, আর আপনি কেবল এই অল্প দিন যাবৎ বসুদেবের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব আপনি পূর্ব্বে সূর্য্যকে উপদেশ করিয়াছিলেন, ইহা কিরূপে বুঝিব? (৪)

ভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে। আমি তাহা সমস্তই অবগত আছি, কিন্তু হে পরন্তপ! তোমার জ্ঞানশক্তি আবৃত থাকা নিবন্ধন, তাহা কিছুই জানিতেছ না (৫)।

কিন্তু, ফল পক্ষে আমার কখনই জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই। আমিই সকলের ঈশ্বর, তথাপি, আমি আপন প্রকৃতির আশ্রয় করিয়া, আপন মায়ায় দেহবানের অবস্থা (দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ, রাম, প্রভৃতি অবস্থা) গ্রহণ করি, বাস্তবিক অন্য লোকের যেরূপ জন্ম হয়, আমার সেরূপ নহে (৬)। যে যে সময়ে ধর্ম্মের ক্ষয় এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়া আইসে, হে ভারত! তখনই আমি মায়াদ্বারা জন্ম গ্রহণ করি (৭)। এমন কি,—সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুরাত্মাদের বিনাশ এবং ধর্ম্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত, এইবারের ন্যায় যুগেযুগেই আমি জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি (৮)।

হে অর্জ্জুন! আমার, এইরূপ অলৌকিক জন্ম ও কর্ম্মের সবিশেষ মর্ম্ম, যিনি তত্ত্বতঃ অবগত হইতে পারেন, তিনি এই দেহ বিনাশের পর আর জন্ম গ্রহণ করেন না। আমাকেই (ব্রহ্মই) প্রাপ্ত হইতে পারেন। আর যে ব্যক্তি আমাকে বসুদেব পুত্র, যশোদা পুত্র, কিম্বা বাস্তবিক দেহধারী, অর্থাৎ মনুষ্যের মত দেহধারী পুরুষ বলিয়া জানে, সে আমাকে পাইতে পারে না (৯)। কিন্তু তুমি ইহাও মনে করিও না, যে আমার এই জন্ম কর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির আর কোন উপায় নাই; কেন না, যাঁহারা বাসনা, ভয় ও ক্রোধাদি আবরণকে নিঃশেষে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্ম এবং জীবাত্মার অভেদ অনুভব করিয়া, কেবল মাত্র পূর্ব্বোক্ত সাঙ্খ্য জ্ঞাননিষ্ঠ হয়েন, তাঁহারা কেবল সেই জ্ঞানস্বরূপ তপস্যা দ্বারাই পূত হইয়া, ব্রহ্মপদ বা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন (১০)। (ক)

(ক) যদিও অনুবাদেই স্পষ্টকৃত হইয়াছে, তথাপি পাছে

হে ধনঞ্জয়! "যাঁহারা ঈশ্বরের জন্ম কর্ম্মাদিতত্ত্ববিৎ এবং পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহারাই ব্রহ্মলাভ করিবেন, আর অন্যে নহে", এতদ্দ্বারায় যে আমার কাহার উপর অনুরাগ, আর কাহার প্রতি বিদ্বেষ আছে তাহা মনে করিও না; কারণ আমার সকলের প্রতিই সমান দৃষ্টি আছে। তবে আমাকে যে ভাবে যে প্রপন্ন হয়, অর্থাৎ যে, যে ফলের কামনায় আমার আশ্রয় লয়, সেই ফল প্রদানের দ্বারাই, আমি তাহাকে পরিতৃপ্ত করি। অতএব, যাহারা ঐহিক ধন পুত্র কলত্রাদি প্রার্থী তাহাদের তাহাই দেই, এবং স্বর্গার্থীকে স্বর্গ, জ্ঞানার্থীকে জ্ঞান, এবং জ্ঞানীকে মোক্ষ দিয়া থাকি। হে পার্থ! মনুষ্য যে কোন ফলার্থী হইয়া অনুষ্ঠান করুক না কেন, সকল প্রকারেই আমারই পন্থার অনুসরণ করে। কিন্তু যে ফল যাহার প্রার্থিত নহে, সে

কাহারও অনবধান থাকে, এই জন্য আবার বলিতেছি, যে ভগবান্ নারায়ণ যত স্থানে "আমি, আমাকে" ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিতেছেন তাহার কোনখানেই কেবল কৃষ্ণাকৃতি মাত্র লক্ষ্য করিতেছেন না। অর্থাৎ তৎপদের বাচ্য ও লক্ষ্যার্থ লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন। ইহা যদি সহজে বুঝিতে চান, তবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কালী দুর্গাদি সকল আকৃতি বুঝিলেও ক্ষতি নাই। এই জন্যই যেখানে "আমি, আমার" ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ আছে, প্রায় সকল স্থানেই বেষ্টন মধ্যে "ঈশ্বর, ব্রহ্ম, আত্মা ইত্যাদি কথা সন্নিবেশিত হইল। শঙ্করাচার্য্যাদি ভাষ্যকারগণও ঐরূপ করিয়াছেন। ইহার কারণাদি আর একবার বিস্তার মতে দেখাইব

তাহা পাইবে কেন? (১১)। মনুষ্যলোকে যাহারা স্বর্গভোগাদি ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া, ফলদানে সমর্থ আমারই রূপান্তর মাত্র ইন্দ্র বরুণাদি দেবতাকে পূজা করেন, তাঁহাদের সেই সেই কর্ম্মজনিত সিদ্ধি অতি সত্বরেই হইয়া থাকে (১২)।

সত্ব, রজ, ও তম আদি গুণ বিভাগদ্বারা এবং চেষ্টা বা ক্রিয়া বিভাগদ্বারা আমি ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। সত্ব গুণের আধিক্য এবং সম, দম, তপস্যাদির প্রবৃত্তি বা চেষ্টা বা ক্রিয়াদ্বারা সংযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছি। সত্বগুণের অপ্রাধান্য এবং রজো গুণের প্রাধান্য দ্বারা, আর সৌর্য্য তেজঃ প্রভৃতি ক্রিয়াদ্বারা ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিয়াছি। তমোগুণের অপ্রাধান্য এবং রজো গুণের প্রাধান্য দ্বারা, আর কৃষি বাণিজ্যাদি বিষয়ক প্রবৃত্তি বা চেষ্টা বা ক্রিয়াদ্বারা বৈশ্য সৃষ্টি করিয়াছি। এবং রজো গুণ অপ্রধান ও তমো গুণ প্রধানতার দ্বারা, আর সুশ্রূষা শক্তি প্রবৃত্তি বা ক্রিয়ার দ্বারা শূদ্রদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি। (ক) কিন্তু আমি কেবল জাতিকেন

(ক) এই শ্লোকের দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যে মনুষ্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এক এক জাতীয় আত্মার গুণও শক্তি বা ক্ষমতা বা প্রবৃত্তির তারতম্যে চারিজাতীয় মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছে,—যাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র বলিয়া খ্যাত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই শ্লোকেই প্রমাণ করিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করেন, যে পূর্ব্বে সকলে এক জাতিই ছিল, তৎপর এক এক জনে এক এক ব্যবসা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন এক এক শ্রেণী হইল, ইহারই নাম জাতি, অতএব জাতি

সমস্ত বিষয়েরই সৃষ্টি কর্ত্তা সত্য, অথচ আমাকে অকর্ত্তা বলিয়াই বুঝিবে, কারণ আমি অব্যয়, অর্থাৎ আমার অবস্থার কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। আমি চির দিনই ঠিক এক অবস্থায় আছি, কিন্তু যাঁহাকে সৃষ্টি কার্য্য করিতে হয়, তাঁহাকে কোন প্রকার ক্রিয়াবান্ বা ব্যাপারবান্ হইতে হয়। একটি ক্রিয়া বা ব্যাপার ব্যতীত কোন কার্য্যই করা হইতে পারেনা। ব্যাপার বা কোন একটা ক্রিয়া হইতে হইলেই, তাহার মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন ঘটনা হইল, সুতরাং যাঁহার পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভবে না, তাঁহার সৃষ্টি কর্ত্তৃত্বাদিও কোন মতেই ঘটেনা, তাই আমার কোন কর্ত্তৃত্বাদি নাই। কিন্তু কর্ত্তৃত্ব নাই, অথচ আমি কর্ত্তা, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কর্ত্তৃত্বাদি ক্রিয়া আমাতে নাই তাহা নহে, কিন্তু জল যেরূপ পদ্মপত্রে বিলিপ্ত হয় না, কর্ত্তৃত্বাদি কোন ক্রিয়াও সেইরূপ আমাতে বিলিপ্ত হয় না (১৩)।

আমি যে কর্ত্তা হইয়াও বাস্তবিকপক্ষে কর্ত্তা নহি, তাহার তাৎপর্য্য বলিতেছি,—

সুখ দুঃখ স্বরূপ কোন প্রকার কর্ম্মফলের নিমিত্ত, আমার কিছুমাত্র স্পৃহা (অনুরাগ) এবং বিদ্বেষ নাই। অনুরাগ, লিপ্সা, বা আসক্তিশূন্য হইয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তদ্দ্বারা কোন প্রকার শুভাদৃষ্ট বা দুরদৃষ্ট অর্থাৎ সংস্কার স্বরূপ

কিছুই না," এই অর্থটা, এই শ্লোকের কোন্ কথাটী হইতে আবিষ্কৃত হইল তাহা আমরা কিম্বা অন্য কোন সংস্কৃত ভাষাবিৎ পণ্ডিত খুঁজিয়া পান না।

ধর্ম্মাধর্ম্ম জন্মে না।* অতএব আমি যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, তাহা আমাতে বিলিপ্ত হয় না; অর্থাৎ কোন প্রকার ধর্ম্মাধর্ম্ম জন্মাইয়া উহা আমার সুখ দুঃখাদি জন্মাইতে পারে না। যে ব্যক্তি আমার (ঈশ্বরের) এইরূপ গূঢ়তত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহারও কর্ম্মবন্ধন থাকে না (১৪)। পূর্ব্বতন যে সকল মুমুক্ষু ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারাও এইরূপ জ্ঞানেই কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন, অর্থাৎ "আমার (আত্মার) কোন প্রকার ক্রিয়া নাই; সুতরাং আমি কোন কর্ম্ম করি না, যাহা কিছু কর্ম্ম তাহা প্রকৃতিই করিতেছে" ইত্যাদি জানিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। তুমিও সেইরূপ জ্ঞানেই কর্ম্মানুষ্ঠান কর; কারণ পূর্ব্বতন জনকাদি রাজর্ষিগণ এই পুরাতন আচার পালন করিয়াছেন (১৫)।

হে ধনঞ্জয়! অনুষ্ঠাতা ব্যক্তি কিরূপভাবে কর্ম্ম করিলে, তাহা প্রকৃতপক্ষে কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়, আর কিরূপে অনুষ্ঠান করিলে তাহা অকর্ম্ম (কর্ম্ম নয়) বলিয়া গণ্য হয়, তাহা বুঝিতে বুদ্ধিমান্ লোকও মুগ্ধ হইয়া থাকেন, অতএব সেই প্রভেদ তোমাকে বলিতেছি,—যাহা জানিতে পারিলে তুমি সংসারদুঃখ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে (১৬)। অবশ্যই, সাধারণ দৃষ্টিতে, লোকে বিহিত কর্ম্মকেই কর্ম্ম বলিয়া বুঝে, এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মকেই বিকর্ম্ম, আর কিছুমাত্র না করিয়া কেবল তূষ্ণীং

* এই বিষয়ের কারণ এবং অদৃষ্ট, সংস্কার, ধর্ম্মাধর্ম্ম কাহাকে বলে তদ্বিষয় "ধর্ম্মব্যাখ্যায়" অতি বিস্তার মতে বুঝান হইয়াছে।

ভাবে থাকাকেই "অকর্ম্ম" বলিয়া গণ্য করে। কিন্তু তাহা নহে, বাস্তবিকপক্ষে কর্ম্ম, বিকর্ম্ম, আর অকর্ম্ম ইহার তত্ত্ব বিচার পূর্ব্বক অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, কারণ কর্ম্ম, অকর্ম্ম, এবং বিকর্ম্ম ইহার প্রকৃততত্ত্ব বড়ই দুর্জ্ঞেয় (১৭)।

দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদির নিষ্পাদ্য যতপ্রকার বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম আছে, তৎসমস্তেতেই যিনি আত্মার অকর্ত্তৃত্ব বুঝিতে পারেন, এবং "বাহিরের সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুষ্ণীং ভাবে থাকিলেও যদি দেহাদিতে আত্মা বলিয়া বিশ্বাস থাকে, তবে অন্তরে অন্তরে যে শারীরিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহাও বাস্তবিক পক্ষে আত্মার কর্ম্ম মধ্যেই গণ্য হইল, কারণ তদ্দারা আত্মার সংসার দুঃখ হইয়া থাকে," এইরূপ যিনি অবগত থাকেন, তিনিই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী, এবং তিনিই সমস্ত কর্ম্মতত্ত্ব বুঝিয়াছেন (১৮)। নিত্য নৈমিত্তিক সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠান, যাঁহার সংকল্প বিবর্জ্জিত, অর্থাৎ ফললিপ্সা, এবং আত্মার কর্ত্তৃত্বাদি বোধ বিরহিত ভাবে, সম্পন্ন হয়, তাঁহার সেই জ্ঞানাদি দ্বারা কর্ম্মজনিত শুভাশুভ অদৃষ্ট দগ্ধ হইয়া যায়। পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই—"পণ্ডিত" বলিয়া গণ্য করেন (১৯) যিনি সমস্ত কর্ম্মের ফলকামনা স্বরূপ আশক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য-তৃপ্ত ও নিরাশ্রয় ভাবে, অর্থাৎ ক্রিয়া সাধনের নিমিত্ত যে যে উপায়ের আবশ্যক হয়, তাহার অন্বেষন না করিয়া, যদি যদৃচ্ছাক্রমে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে প্রবৃত্তও থাকেন তথাপি তিনি "কোন কর্ম্মই করেন না" বলিতে হইবে (২০)। আর যিনি ইহজন্মে, কর্ম্মানুষ্ঠানের

ফল (জ্ঞান) উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং সেই জ্ঞাননিষ্ঠ ষতির, আর নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের কিছুমাত্র প্রয়োজনই থাকেনা অতএব সেই সমস্তকৃষ্ণা পরিশূন্য, সর্ব্ব পরিগ্রহ বিরহিত সংযতেন্দ্রিয় সংযতচিত্ত মহাত্মা, কেবল শরীরটি মাত্র রক্ষিত হইতে পারে এইরূপ কর্ম্ম করিলেই বিমুক্ত হইতে পারেন, তদ্দ্বারা কোন প্রকার পাপ পুণ্যই তাঁহাকে সংস্পর্শ করিতে পারে না (২১)।

শরীর সংস্থিতিকারক কর্ম্মানুষ্ঠান পক্ষেও বিশেষ নিয়ম আছে তাহা এই;—শীতোষ্ণ, সুখদুঃখাদি দ্বন্দের দ্বারা কিছু-মাত্র বিষন্ন না হইয়া, সর্ব্বত্র নির্ব্বৈর বুদ্ধি, এবং প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিতে সমদৃষ্ট হইয়া, অর্থাৎ আহার প্রাপ্তি হইলেও উৎফুল্লতা শূন্য, আর না পাইলেও উৎকণ্ঠতা পরিশূন্য হইয়া, যিনি যদৃচ্ছা লাভে সন্তুষ্ট; অর্থাৎ যাচ্ঞা কিম্বা যত্নাদি না করিয়া, যাহা কিছু আহার পাওয়া যায় তদ্দ্বারাই সন্তুষ্ট থাকেন, তিনি যে ঐ শরীর সিদ্ধির নিমিত্ত ভিক্ষাটনাদি কর্ম্ম করিয়া থাকেন তদ্দ্বারা, সংসারে নিবদ্ধ হয়েন না; কারণ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম (শুভাশুভ অদৃষ্ট) দগ্ধ হইয়া গিয়াছে (২২)।

পূর্ব্বে যে নিষ্কাম কর্ম্মীর বিষয় বলিয়াছি, তিনি যদি সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্তাসক্তি হয়েন, তবে তাঁহার ধর্ম্মা-ধর্ম্মের বন্ধন ছুটিয়া যায়। সেই জ্ঞানে নিবিষ্ট চেতা মহা-ত্মারও ঈশ্বরার্থে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে বর্ত্তমান এবং অতীত অদৃষ্ট সকল বিলীন হইয়া যায় (২৩), কারণ যাঁহার উক্ত প্রকার জ্ঞানের বিকাশ হয়, তিনি ব্রহ্ম ব্যতীত আর

কিছুই দেখিতে পান না, বৃক্ষেতে ভূত বুদ্ধি হইয়া, পরে আবার যখন প্রকৃত বৃক্ষ জ্ঞান জন্মে, তখন যেমন বৃক্ষ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায়না, জ্ঞানী ব্যক্তিও সেইরূপ, অজ্ঞান মোহ ঘুচিয়া ব্রহ্ম ব্যতীত আর সমস্তই শূন্য দেখেন; কোন যজ্ঞ করিতে হইলে যে প্রক্রিয়া দ্বারা হোম করিতে হয়, তাহা তিনি দেখিতে পান না, কেবল ব্রহ্ম স্বরূপ মাত্রই দেখিতে পান, যে হবি আহুতি প্রদান করা হয়, তাহাও কেবল ব্রহ্মই দেখেন, আহুতি প্রদানের অগ্নিতেও অগ্নিত্ব না দেখিয়া ব্রহ্মত্ব দেখিতে পান, যিনি হোতা (জীবাত্মা) তাঁহাকেও ব্রহ্ম স্বরূপই দেখিতে পান, এবং সেই ব্রহ্মার্পিতমনা মহাত্মা, কর্ম্মের দ্বারা যে ফল লাভ হইয়া থাকে, তাহাও ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত ভাবে দেখেন না। এইরূপ যখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই দেখিবেন না, তখন আর, বিশের ধর্ম্মাধর্ম্ম, কাহাকে সংস্পর্শ করিবে (২৪)। অবশ্যই, এতদ্বারা যে আত্মজ্ঞান সম্পন্ন মহাত্মাকে এইরূপ ভাবে যজ্ঞ করার বিধি দেওয়া হইতেছে তাহা নহে, কিন্তু ব্রহ্ম জ্ঞানই যে তাঁহাদের সমস্ত কর্ম্ম, ও সমস্ত যজ্ঞ, এবং ব্রহ্ম ভিন্ন যে আর কিছুই দেখিতে পান না, তাহাই "ব্রহ্মার্পন" এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্যিতব্য বিষয়। এখন অন্যান্য যজ্ঞের কথা শুন,—অনেক কর্ম্মীগণ দৈবযজ্ঞ অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবোদ্দেশ্যক যজ্ঞ করিয়া থাকেন, আর ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বদর্শী সংন্যাসীগণ ব্রহ্মাগ্নিতেই আপনাকে আহুতি প্রদান করেন, অর্থাৎ পরব্রহ্মেতেসমাধি করিয়া জীবাত্মার লয় স্বরূপ যজ্ঞ করিয়া থাকেন; (২৫)

অন্য যোগীগণ সংযমস্বরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকল আহুতি প্রদান করেন; অপর যোগীগণ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়-শব্দাদিগুণকে ইন্দ্রিয়াগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন (২৬)। কোন যোগীগণ জ্ঞানদীপিত আত্মসংযম স্বরূপ-যোগাগ্নিতে সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণের ক্রিয়াকে আহুতি প্রদান করেন, অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণের ক্রিয়া আত্মাতে বিলীন করেন। (২৭) কোন সাধুগণ দানকেই যজ্ঞ জ্ঞানে অনুষ্ঠান করেন, কেহ বা কৃচ্ছ্র চন্দ্রায়ণাদি তপশ্চর্য্যা স্বরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, কেহ বা চিত্তবৃত্তি নিরোধ স্বরূপ সমাধিকেই যজ্ঞ জ্ঞানে অনুষ্ঠান করেন, কেহ বা বেদ পাঠ স্বরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন (২৮)। আর কোন কোন তীব্র ব্রতচারী যতিগণ বেদার্থ জ্ঞানস্বরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কোন কোন ব্যক্তিগণ পূরক করিয়া অপানাগ্নিতে প্রাণের আহুতি দিয়া থাকেন, কেহ বা রেচক দ্বারা প্রাণাগ্নিতে অপানের হোম করেন, কেহ বা কুম্ভকের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রাণাপানের গতি অবরুদ্ধ করিয়া প্রাণায়াম পরায়ণ হইয়া থাকেন। অপর যোগীগণ নিয়তাহার হইয়া পঞ্চ প্রাণে পঞ্চ প্রাণ আহুতি দিয়া থাকেন, অর্থাৎ প্রাণ ও অপানাদির মধ্যে যাহাকে জয় করিতে পারেন, তাহাতেই অন্যান্য প্রাণ বর্গের বিলয় করিয়া থাকেন (২৯)।

এই সকল যজ্ঞ তত্ত্ববিৎ, যজ্ঞের অবশিষ্টান্ন ভোজী, মহাত্মাগণ সকলেই উপরিউক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা ক্ষয়িত কল্মষ হইয়া অবশেষে জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা সনাতন ব্রহ্মলাভ করিতে পারেন (৩০)।

হে কুরুসত্তম! যাহাদের ইহার কোন প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান নাই, তাহারা এই স্বল্পসুখসম্পন্ন মনুষ্যলোকও প্রাপ্ত হইতে পারে না; অতএব দেবলোকাদি অন্য কোন প্রকার লোক, তাঁহারা কিরূপে লাভ করিবে? (৩১) এই যে বেদ প্রতিপাদিত বহু বিধযজ্ঞের কথা বলিলাম, এতৎ সমস্তই, কায়িক, বাচনিক, ও মানসিক ক্রিয়া হইতে সমুৎপন্ন হয়, আত্মা ইহার কোন যজ্ঞই নিষ্পন্ন করেন না, ইহাই বুঝিতে হইবে; কারণ আত্মাতে কোনপ্রকার ক্রিয়াই নাই, তিনি নিষ্ক্রিয় পদার্থ। এইরূপ জ্ঞান দৃঢ় মূল হইয়া হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ ধারণা হইলে এই সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে (৩২)। হে পরন্তপ! যত প্রকার দ্রব্যময় যজ্ঞ বলা হইল তৎসমস্ত অপেক্ষায়ই জ্ঞানযজ্ঞ অধিকতর শ্রেয়স্কর, কারণ সমস্ত প্রকার দ্রব্যময় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, যে ফল সংসাধিত হয়, তৎসমস্তই এক মাত্র জ্ঞানযজ্ঞ নিষ্পন্ন ব্রহ্মানন্দে অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে, (৩৩) অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইলে যে অপরিমিত সুখ সমুদ্রের প্রকাশ হয়, কণিকা মাত্রোপম স্বর্গীয় সুখাদিও তাহার মধ্যেই আছে।

যে উপায়ের দ্বারা ঐ জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা বলিতেছি। প্রথম গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত ও শুশ্রূষা সহকারে তাঁহাকে জ্ঞাতব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিও; তাহা হইলেই সেই তত্ত্বদর্শী ও তত্ত্বজ্ঞানীগণ * তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান উপ-

---

* কেবল অধ্যয়নের দ্বারা অর্থাৎ কার্য্যতায় নহে, যাহার অধ্যাত্মতত্ত্বের জ্ঞান জন্মে তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞানী বলে. আর

দেশ করিবেন (৩৪); যে তত্বজ্ঞান পাইলে আর তুমি এই রূপ মোহ প্রাপ্ত হইবে না; হে পাণ্ডব! যে জ্ঞান হইলে সমস্ত জগৎই তোমার আত্মা এবং আমাতে, বিবর্ত্তিতভাবে অবস্থিত দেখিতে পাইবে, অর্থাৎ জীবাত্মা আর পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান হইবে, তদ্ব্যতীত আর কোন জড় পদার্থই দৃষ্ট হইবে না(৩৫)। হে ধনঞ্জয়! এ জ্ঞানের মহিমা অধিক আর কি বলিব, তুমি যদি সমস্ত পাপী অপেক্ষায় ও অধিকতম পাপী হও, তাহা হইলেও, এই জ্ঞান তরণির দ্বারা, সেই সমস্ত দুস্তর পাপরাশি সন্তরণ করিতে পারিবে (৩৬)। কারণ উচ্ছিথ বহ্নি যেমন শুষ্কতৃণ রাশিকে ভস্মীভূত করে, হে অর্জ্জুন! উদ্দীপ্ত জ্ঞানাগ্নিও তেমন, সমস্ত পাপ পুণ্যকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে (৩৭)। অতএব তত্বজ্ঞানের তুল্য পাবন বস্তু এ ত্রিভুবনেও নাই, যিনি কর্ম্মযোগ এবং (পাতঞ্জল দর্শনোক্ত) সমাধিযোগের দ্বারা চিত্তের মালিন্যরাশি নির্ধূত করিতে পারেন, কালেতে তিনি স্বয়ংই, আত্মাতে এই জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। কিন্তু ইহা যে সকলেই পারেন তাহা নহে; যিনি অতিশয় শ্রদ্ধাবান, যিনি গুরূপা-

---

যিনি সেই অধ্যাত্ম তত্বগুলি মনে মনে অনুভব বা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তিনিই তত্বদর্শী। যিনি তত্বদর্শী নহেন, কেবল তত্বজ্ঞানী, তিনি প্রকৃত জ্ঞানোপদেশে সমর্থ নহেন, আর যিনি তত্বদর্শী তাঁহারই নিকটে জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ করা উচিত, এই জন্য এই শ্লোকে তত্বজ্ঞানী বলিয়া, আবার তত্বদর্শী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে।

সনাদি তৎপর, যিনি বিজিতেন্দ্রিয় তিনিই পূর্ব্বোক্ত মত নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে অচিরে জ্ঞানলাভ করিয়া পরম সান্তি স্বরূপ মোক্ষ লাভ করিতে পারেন (৩৯)। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞ, অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব জানে না, এবং শ্রদ্ধা সম্পন্নও নহে, যে ব্যক্তি সংশয়াত্মা তাহারা এই প্রকৃত স্বার্থস্বরূপ মোক্ষফল হইতে বঞ্চিত হয়, তন্মধ্যে যে ব্যক্তি সংশয়াত্মা তাহার ইহলোক পরলোক কিছুই নাই, প্রকৃত সুখও নাই (৪০)। হে ধনঞ্জয়! তুমিও কখনই সংশয়াদি করিও না, কারণ আত্মা এবং ঈশ্বরের একত্বানুভবস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা যাহার সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং উক্ত পরমার্থ দর্শনস্বরূপ যোগের দ্বারা যাঁহার সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই আত্মবান্ মহাত্মাকেই, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিজনিত কোন প্রকার কর্ম্মে বন্ধন করিতে পারে না (৪১)। অতএব হে ভারত! তুমি জ্ঞানাসিরদ্বারা, আত্মবিনাশাদি সম্বন্ধীয় সমস্ত সংশয় রাশিকে ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া গাত্রোত্থান কর, তুমি উক্ত যোগেরই আশ্রয় গ্রহণ কর (৪২)।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

অর্জ্জুন বলিলেন, ভগবন্! আপনি কর্ম্মসংন্যাস আর কর্ম্ম-যোগ এতদুভয়কেই জ্ঞানের কারণ বলিয়া, নির্দ্দেশ করিলেন, এতদ্দ্বারা আমি অত্যন্ত সন্দিহান হইয়াছি, অতএব এতদুভয়ের মধ্যে প্রকৃত শ্রেয়স্কর কি, তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলুন (১)। [ক]

[ক] কর্ম্মের সংন্যাস বা কর্ম্মপরিত্যাগ করা দুই প্রকারে সম্ভব হইতে পারে, (১ম) যখন জীবাত্মা আর পরমাত্মার অভেদজ্ঞান উৎপন্ন হয়, যখন এই ত্রিভুবন মধ্যে একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, রজ্জুতে সর্প ভ্রম ছুটিয়া গেলে, যেমন আর সেই সর্প জ্ঞান হয় না, কেবলমাত্র রজ্জুরই জ্ঞান হইয়া থাকে; সেইরূপ, একমাত্র ব্রহ্মপদার্থেই যে এই মায়াময় সচরাচর জগতের ভ্রমজ্ঞান হইতেছে, এই ভ্রম ছুটিয়া গেলে তখন এই জগতের জ্ঞান না হইয়া, কেবলমাত্র ব্রহ্মেরই জ্ঞান হয়, তখন কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া, কারণ ইত্যাদি কিছুই আর অনুভবে আসে না; সুতরাং কোন প্রকার কর্ম্ম করাও সম্ভবে না, এবং আত্মজ্ঞানস্বরূপ ফল উৎপন্ন হইলে, আর কর্ম্ম করার কোন প্রয়োজনও থাকে না; অতএব তখন আপনা হইতেই সকল প্রকার কর্ম্ম করা বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং অগত্যাই কর্ম্মসংন্যাস বা কর্ম্মপরিত্যাগ হইল।

দ্বিতীয়ত, নিষ্কামভাবে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে, যখন চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া যায়, [তমোগুণ এবং রজোগুণ

ভগবান্ বলিলেন,—অধিকারীভেদে কর্ম্মসন্ন্যাস আর কর্ম্মযোগ এতদুভয়ই, জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা মোক্ষসাধন করে।

নিঃশেষে বিদূরিত হইয়া, পরিপূর্ণ সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইলে, চিত্ত যখন নিতান্ত নির্ম্মলভাব গ্রহণ করে, কাম, ক্রোধ, ঈর্ষা, অসূয়া, অভিমান, কপটতা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি যখন এককালে নিবৃত্ত হইয়া যায়, এদিকে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, বিবেক, বৈরাগ্য ও ঔদাসীন্যাদি সাত্ত্বিক শক্তিগুলি যখন পূর্ণমাত্রায় বিকসিত হয়, তখন নিত্যনৈমিত্তিক সমস্ত কর্ম্মের ফল সাধিত হইয়া যায়, সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠান করার প্রয়োজন থাকে না; কেন না উক্তরূপ চিত্তশুদ্ধিই সমস্ত কর্ম্মের মুখ্যতম প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, চিত্তের যখন ঐরূপ অবস্থা জন্মে, তখন সমাধির অনুষ্ঠানাদির দ্বারা আত্মার উপলব্ধি করার সময় উপস্থিত হয়, চিত্ত তখন আত্মসাক্ষাৎকারের উপযুক্ত হয়, এই সময়ে যদি আবার নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই সমস্ত সময় ব্যয়িত করা হয়, তবে আত্মসাক্ষাৎকারের মুখ্যতম উপায়ানুষ্ঠানের অবকাশ পাওয়া যায় না; সুতরাং আত্মসাক্ষাৎ-কারের বাধা জন্মে, এই জন্য তখন নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মেরও পরিত্যাগ করিয়া, কেবল সমাধি অনুষ্ঠানেরই চেষ্টা করিতে হয়। সমাধির চেষ্টা করিতে করিতে পরে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া মুক্তি হইতে পারে, এই হইল দ্বিতীয় প্রকারের কর্ম্মসংন্যাস বা কর্ম্ম পরিত্যাগ।

তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বারা এই দ্বিতীয় প্রকারের কর্ম্মত্যাগ আর নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করা এতদুভয়কেই

তন্মধ্যে, কেবলমাত্র কর্ম্মসংন্যাস অপেক্ষায়, কর্ম্মযোগকেহ প্রশস্ত বলিতে হইবে (২)। কারণ যে কর্ম্মযোগী, সুখ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ এবং দুঃখবিষয়েও সর্ব্বতোভাবে বিদ্বেষশূন্য, তিনি নিত্যই সংন্যাসী বলিয়া গণ্য, হে মহাবাহো! যে মহাত্মা শীতোষ্ণ-সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্ব অতিক্রম করিতে পারেন, তিনি অনায়াসে সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন (৩)।

বাস্তবিকপক্ষে, প্রকৃত অধিকারঅবস্থায় কর্ম্মসংন্যাস আর কর্ম্মযোগ এতদুভয়ের একই ফল হইয়া থাকে, ইহা পণ্ডিতগণ বলেন। কিন্তু যাহারা অল্পদর্শী তাহারা ইহা বুঝে না, তাহারা ইহার পৃথক্ পৃথক্ ফল মনে করিয়া থাকে, ফলপক্ষে অধিকারিত্ব অনুসারে রীতিমত কর্ম্মসংন্যাস আর কর্ম্মযোগ এতদুভয়ের মধ্যে যেটির সম্যক্ অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাতেই সংন্যাস আর কর্ম্ম-

---

অনেক স্থলে জ্ঞানের হেতু বলিয়া ভগবান্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং অর্জ্জুনের সন্দেহের কারণ হইয়াছে, কেন না, নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করা আর কর্ম্ম পরিত্যাগ করা এতদুভয়ে নিতান্ত বিরুদ্ধ ও বিভিন্ন, তাই এস্থলে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে "কর্ম্মসংন্যাস আর কর্ম্মযোগ এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টা প্রকৃত শ্রেয়স্কর হইবে।" ফলতঃ প্রথম প্রণালীর কর্ম্মসংন্যাস এখানে মনে করা হয় নাই, অর্থাৎ প্রথম প্রণালীর কর্ম্মসংন্যাস আর কর্ম্মযোগ এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টা অধিক শ্রেয়স্কর তাহা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। ভগবানের প্রশ্নোত্তরও এই দ্বিতীয় প্রকারের কর্ম্মসংন্যাস লক্ষ্য করিয়া, ইহাই জানিবেন।

যোগ এতদুভয়ের ফল (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করিতে পারে, (৪) অর্থাৎ সম্যক্ অনুষ্ঠাবান্ সংন্যাসীগণও জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারা যে লক্ষ্য না করিতে পারেন, কর্ম্মযোগী সমস্ত জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা সেই মোক্ষই পাইতে পারেন, অতএব সংন্যাস আর কর্ম্মযোগকে যিনি তুল্য বলিয়া জানেন, তিনিই তত্ত্বজ্ঞ (৫)।

হে মহাবাহো! কর্ম্মযোগ ব্যতীত যদি কেহ কর্ম্মসংন্যাস করে এবং আত্মসাক্ষাৎকারের মুখ্যতম উপায়স্বরূপ সমাধি প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে না পারে, তবে তাহা কেবল দুঃখ সাধনই হইয়া থাকে, আর যিনি কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানকরত ব্রহ্মমনন তৎপর, তিনি অচিরেই পরমাত্মজ্ঞান নিষ্ঠাস্বরূপ সংন্যাস প্রাপ্ত হইতে পারেন (৬)। যিনি জিতেন্দ্রিয়, জিতান্তঃকরণ, এবং নির্ম্মলাত্মা হইয়া, কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যাঁহার আত্মা সর্ব্বভূতের আত্মা হইতে, অপৃথক্‌ভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া যায়, তিনি কর্ম্ম করিলেও বিলিপ্ত হইতে পারেন না (৭)

যিনি তত্ত্ববিৎ এবং সমাহিতচেতাঃ তিনি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, শয়ন, শ্বাস প্রশ্বাস, বাক্যোচ্চারণ, মল মূত্রোৎসর্গ, এবং উন্মেষ নিমেষ প্রভৃতি যত প্রকার কার্য্য করেন "তৎসমস্তই কেবল ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও বুদ্ধি প্রভৃতির আপন আপন বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া এক একটা ঘটনা বিশেষ মাত্র, তৎব্যতীত আর কিছুই না" এইরূপ অবধারণ করত "আমার নিজের (আত্মার) কোনই ক্রিয়া নাই" এইরূপ মনে করিয়া থাকেন (৮।৯)। কর্ম্মের আসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল পরমেশ্বরার্থেই কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, জলের সহিত যেমন পদ্মপত্র বিমিশ্রিত হয় না, সেইরূপ

কোন পুণ্য, পাপের দ্বারা তিনি বিলুপ্ত হয়েন না (১০)। তাঁহারা সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কায় মন, বুদ্ধি ও কেবল ইন্দ্রিয়-গণের দ্বারা যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তদ্দ্বারা আত্ম শুদ্ধি মাত্রই ফল হইয়া থাকে (১১)। অতএব তুমিও নিষ্কাম ভাবেই কর্ম্মানুষ্ঠান কর। যিনি ফলাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল মাত্র পরমেশ্বরার্থে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনি, ক্রমে জ্ঞান লাভ হইয়া, মোক্ষ লাভ করিতে পারেন; আর যিনি স্বর্গাদি কামনা প্রেরিত হইয়া আসক্তভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন তিনি সংসারেতে নিবদ্ধ হয়েন (১২)। যিনি পরমার্থ-দর্শী তিনি দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে সকল ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহা কিছুই আত্মার কর্ম্ম নহে, এইরূপ স্থির করিয়া সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব পরিশূন্য হইয়া এই নবদ্বার বিশিষ্ট দেহ স্বরূপগৃহে সুখে বসতি করেন (১৩)। আত্মা প্রেরণের দ্বারা কাহারও কর্ত্তৃত্ব উৎপাদন করেন না, এবং কাহারও কোন কার্য্যও করেন না। কোন কর্ম্মফলের সহিত তাঁহার বাস্তবিক সংযোগও নাই, কিন্তু জড়াত্মিকা প্রকৃতি দ্বারাই সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া, থাকে, (১৪)। ব্রহ্ম বা আত্মা কাহারও কোন প্রকার পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। অজ্ঞান বা অবিদ্যা দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকা নিবন্ধন সমস্ত প্রাণী বিমোহিত হইয়া "আমি কর্ত্তা, আমি কারয়িতা, আমি প্রভু, আমি পাপী, আমি পুণ্যবান"* এইরূপ মনে করিয়া থাকে (১৫)। যে মহাত্মাদের, জ্ঞানবিকাশ হইয়া, আত্মা হইতে সেই অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশিত হইয়াছে, তাঁহাদের সেই জ্ঞান, সূর্য্য প্রকাশিত হইয়া যেরূপ সমস্ত অন্ধকার বিনাশ পূর্ব্বক নিখিল বস্তু সকল প্রকাশিত

করেন, সেইরূপ আত্মাকে প্রকাশিত করে, (১৬)। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন, ব্রহ্মই যাঁহাদের আত্মাস্বরূপে অবগত হইয়াছেন, যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মপরায়ণ, তাঁহারা সেই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নির্দ্ধূতকল্মষ হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন; (১৭) কারণ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই তাঁহাদের দৃষ্টি হয় না। আত্ম তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর, এবং ব্যাধ ইত্যাদি সমস্ত বস্তু-তেই সমদর্শী হয়েন; অর্থাৎ সকল দিকেই ব্রহ্ম দর্শন মাত্র করিয়া থাকেন। যে তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণের মন, পূর্ব্বোক্ত মত সাম্যে অবস্থিত আছে, তাঁহারা জীবিত থাকিতেই জন্ম বিমুক্ত হইয়াছেন; কারণ ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই সমান, তিনি কুক্কুরেও যেমন শূকরেও তেমন; গোতেও তেমন, মনুষ্যেও তেমন, আবার মল মূত্রাদিতেও ঠিক সেইরূপ, নির্দ্দোষ ভাবেই, অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব, যাঁহারা সমতায় অবস্থিত পুরুষ, তাঁহারা ব্রহ্মেতেই অবস্থিত (১৯)। যিনি ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মমাত্রেই যাঁহার নিষ্ঠা, তিনি সর্ব্বদা স্থিরবুদ্ধি এবং অবিমোহিতভাবে অব-স্থিতি করত কোন প্রকার প্রিয়বিষয় পাইলেও প্রহৃষ্ট হইবেন না, এবং অপ্রিয় বিষয় প্রাপ্ত হইলেও উদ্বিগ্ন হইবেন না (২০)। বাহ্য সুখ সংস্পর্শে, যাহার আত্মা কিছুমাত্র আসক্ত নহে, তিনি কেবল আত্মাতেই যে সুখের অনুভব হয় তাহাই ভোগ করেন, তিনি সমাধি যোগের দ্বারা ব্রহ্মেতে বিলীন হইয়া মুক্তিস্বরূপ অক্ষয় সুখ ভোগ করিয়া থাকেন (২১)। বাহ্যবিষয়ের সংসর্গজনিত এই যে সকল সুখ তৎসমস্তই দুঃখ বিমিশ্রিত এবং ভবিষ্যৎ দুঃখের কারণ হইয়া থাকে;

কেননা ঐ সকল সুখ, আদি এবং অন্তবস্ত, অর্থাৎ উৎপত্তি এবং বিনাশশালী, অতএব ঐ সুখের বিনাশ হইলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, এই জন্য, হে কৌন্তেয়! ঐ সকল সুখের দ্বারা পণ্ডিতগণ পরিতৃপ্ত হয়েন না (২২)।

যিনি এই শরীর থাকিতেই কাম, ক্রোধ জনিত বেগ সম্বরণ করিতে পারেন, সেই মনুষ্যই যোগী, তিনিই সুখী। (২৩) যিনি সর্ব্বদা অন্তঃসুখের সুখী, অন্তরে অন্তরেই যিনি বিহার করিয়া থাকেন, অন্তরেই যাঁহার জ্যোতি দেদীপ্যমান সেই যোগীই ব্রহ্মস্বরূপে পরিণত হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, (২৪)। যাঁহাদের পরমার্থ তত্ত্ব সন্দর্শন হইয়া সমস্ত সন্দেহ বিদূরিত হইয়াছে, সেই সংযত চেতা সর্ব্বপ্রাণিহিতনিরত ঋষিগণই সমস্ত পাপ পুণ্য হইতে বিমুক্ত হইয়া, ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, (২৫)। যে যতিগণ কামক্রোধাদি হইতে বিমুক্ত, ও সংযত নেতা হইয়া সমাধিযোগের দ্বারা আত্মার অনুভব করিতে পারেন, তাঁহারা এই জীবনে, এবং মৃত্যুর পরে, এতদুভয়ত্রই ব্রহ্ম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; অর্থাৎ জীবিত থাকিতেও তিনি মুক্ত, এবং দেহপাতের পরেও তিনি মুক্তই থাকেন। তাঁহার আর মরা বাঁচা নাই (২৬)। শব্দাদি বাহ্য বিষয় সকল মন হইতে বিদূরিত করিয়া, চক্ষুদ্বয়কে ভ্রূমধ্যে সংস্থাপিত করিয়া প্রাণ ও আপনাকে (ক) নাসাভ্যন্তরে

(ক) প্রাণ ও অপানাদি কাহাকে বলে তাহা তর্ক চূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্মব্যাখ্যার অতি বিস্তারে লিখিত আছে।

প্রত্যাকৃষ্ট করিয়া, যে মোক্ষপরায়ণ মহাত্মা ইন্দ্রিয়, মন, এবং বুদ্ধিকে জয় পূর্ব্বক আত্মার অন্বেষণ করত ইচ্ছা, ভয়, ও ক্রোধাদিকে নিঃশেষে পরিহার করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বদাই মুক্ত (২৮)। ফল কথা, এই সকল হইলে পর অবশেষে সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার ভোক্তা, সর্ব্বলোকের অধীশ্বর সর্ব্ব প্রাণীর সুহৃৎস্বরূপ আমাকে (আত্মাব্রহ্মকে) জানিয়াই মুক্তি লাভ করে (২৯)।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভগবান্ বলিলেন,—যিনি কর্ম্মফলের কামনা না করিয়া বেদবিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি কর্ম্মী হইলেও একপ্রকারে সংন্যাসী, এবং কর্ম্মযোগী বলিয়া গণ্য। তদ্ব্যতিত কেবল অগ্নিহোত্রাদি বেদবিহিত কর্ম্ম, এবং মানসিক ঐন্দ্রিয়িক ও দৈহিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিলেই সংন্যাসী বা যোগী হয়; তাহা নহে, (১) অর্থাৎ রীতিমত ক্রিয়াপরিত্যাগীর ন্যায়, নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠাতাও সংন্যাসী এবং যোগী বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, কারণ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানেও যখন কামনা ও সঙ্কল্পের পরিত্যাগ করা হইল, তখন সংন্যাসও যোগের তুল্যই হইল; যেহেতু সংন্যাস এবং যোগেও কামনা, সংকল্প পরিত্যাগ করিতে

হয়। [ক] হে পাণ্ডব! শ্রুতি যাহাকে প্রকৃত সংন্যাস বলিয়া কীর্ত্তিত করেন, যোগকেও তাহাই বলিয়া বুঝিতে পার; কারণ সমস্ত ফল কামনা বা অভিলাষ অথবা সঙ্কল্প পরিত্যাগ না করিলে, যখন কেহই কর্ম্মযোগী হইতে পারেন না, এবং সংন্যাসেতেও সমস্ত কর্ম্ম আর কর্ম্মফল নিঃশেষে পরিত্যাগ করা আবশ্যক, তখন সংন্যাসের সঙ্গে নিষ্কাম কর্ম্মের আংশিক ঐক্য থাকিল। কেবল বিশেষ এই যে কর্ম্মযোগে কেবল ফলকামনাই পরিত্যাগ করিতে হয়, আর সংন্যাসে সমস্ত কর্ম্মই পরিত্যাগ করিতে হয় (২)।

যে মুনি সমাধিযোগ অবলম্বনে ইচ্ছু, তাঁহার নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠান করা নিতান্ত আবশ্যক, কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধি না হইলে সমাধিযোগ করিতে পারে না। পরে যখন যোগারূঢ় হয়েন, তখন ক্রমে ক্রমে কর্ম্মপরিত্যাগ করিতে হয়। ফলতঃ ইচ্ছা করিয়া যে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয়, তাহা নহে, কিন্তু সমাধির অনুষ্ঠান করিতে করিতে আত্মার অদ্বৈতভাব উদিত হইতে থাকে। তখন কর্ম্মানুষ্ঠান করা ক্রমে অসম্ভব হইয়া পড়ে; কারণ "আমি উপাসক, ঈশ্বর উপাস্য" ইত্যাদিরূপ দ্বৈতজ্ঞান বা ভেদজ্ঞান না থাকিলে কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করাই সম্ভবে না। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলে উপাস্য উপাসকাদি জ্ঞান আর থাকে না, তাই কর্ম্ম করাও হয় না (৩)।

[ক] এতদ্দ্বারা নিষ্কামকর্ম্মের প্রশংসামাত্র বুঝিতে হইবে, প্রকৃতপক্ষেই নিষ্কাম কর্ম্মকে সংন্যাস বলিয়া বুঝিতে হইবে না।

যোগারূঢ় কখন হয় তাহা বলিতেছি,—সমাহিত চিত্ত হইতে হইতে যখন শব্দস্পর্শাদি কোন প্রকার ঐন্দ্রিয়িক বিষয়ের নিমিত্ত কিছুমাত্র আসক্তি বা কর্ত্তব্যতা বোধ না থাকে, যখন কোন প্রকার শারীরিক ক্রিয়া বা মানসিক ক্রিয়াদিতে কিছুমাত্র অভিলাষ বা কর্ত্তৃত্ববোধ না থাকে, সমস্ত সঙ্কল্প বা বাসনা যখন নিঃশেষে বিদূরিত হইয়া যায়, তখন যোগারূঢ় বলা যাইতে পারে (৪)।

বিবেকশক্তি বিশিষ্ট হইয়া নিজের দ্বারাই নিজের উদ্ধার করিতে হয়। অবিবেকী হইয়া কখনও নিজকে নিমগ্ন বা অধঃপতিত করিবে না; অর্থাৎ বিষয়ানুষঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমে আপনাদ্বারাই আপনাকে যোগারূঢ় করিবে, দুঃখময় সংসার সমুদ্রে ডুবাইবেনা; কারণ একমাত্র আত্মাই আত্মার বন্ধু, (সংসার সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ করার হেতু), আবার আত্মাই আত্মার রিপু, (সংসার দুঃখে ডুবাইবার হেতু) (৫)। যিনি আপনার দ্বারা আপনাকে জয় অর্থাৎ বশীভূত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই নিজের বন্ধু, আর যিনি অনাত্মা, আত্ম শূন্য ব্যক্তি, অর্থাৎ যাহার আত্মা বিবেকবলের দ্বারা বশীভূত হয় নাই, সে নিজেই নিজের শত্রুত্বে পরিণত হয়; কারণ অবিবেকজনিত অসৎ বুদ্ধিদ্বারা সে নিজকেই নিজে বিনষ্ট করে (৬)। যিনি জিতাত্মা, যিনি শান্তি সম্পন্ন, তাঁহারই আত্মা, পরমাত্মায় অভেদ স্বরূপে প্রকাশিত হয়, তাহারই আত্মা শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান অপমানে সমভাবে অবস্থিতি করে (৭)। জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের দ্বারা [ক]

[ক] শাস্ত্র, অনুমান, এবং যুক্ত্যাদির দ্বারা যে জ্ঞান লাভ

যাঁহার, আত্মা পরিতৃপ্ত অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে ছিন্নসংশয় হইয়া বিজিতেন্দ্রিয় হইয়াছে, এবং মৃত্‌কাঞ্চনে সমজ্ঞান সম্পন হইয়া, সর্ব্বতোভাবে অবিচলিত রূপে অবস্থিতি করে, সেই যোগীকেই যুক্ত বলা যাইতে পারে (৮)। যিনি, সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন (যিনি কোন পক্ষেই নহেন) মধ্যস্থ (যিনি উভয়ের হিতৈষী) দ্বেষ্য (অপ্রিয় কার্য্যকারী) বন্ধু (কুটুম্ব), সাধু (শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্যকারী) পাপী (নিষিদ্ধ কার্য্যকারী),—এতত্‌ সমস্তেই সমবুদ্ধি সম্পন্ন অর্থাৎ রাগ দ্বেষ শূন্য, তিনিই যোগারূঢ়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য (৯)।

যোগীর লক্ষণ বলিলাম, এখন, সমাধি যোগের অনুষ্ঠান কি প্রকার করিতে হয় তাহা বলিতেছি শুন। ধ্যানশীল ব্যক্তি গিরিগুহাদি নির্জ্জন স্থানে একাকী থাকিয়া আশা ও পরিগ্রহ শূন্য এবং সংযতেন্দ্রিয় সংযতচিত্ত, ও সংযতদেহ হইয়া মনকে সমাধিস্থ করিবেন (১০)। তাহার নিয়ম এই,—প্রথম, উক্তরূপ স্থানেতে গিয়া একটি পবিত্র স্থানে (যেখানে গেলে আপনা হইতেই যেন মনের মধ্যে একটা বিশুদ্ধ প্রফুল্লতা বা শান্তির ভাব আসিতে চায়, এবং কোন প্রকার উদ্বেগ বোধ না হয় এইরূপ স্থান) দেখিয়া নিজের আসন স্থাপন করিতে হয়, আসন খানি অতিশয় নীচও হইবে না, বড় উচ্চও হইবে না এবং প্রথম কুশ, তদুপরি ব্যাঘ্র বা হরিণ

হয় তাহাকে জ্ঞান বলে, আর সেই সকল তত্ত্বকে মনে মনে প্রত্যক্ষ্যানুভব করাকে বিজ্ঞান বলে।

চর্ম্ম, তদুপরি বস্ত্রধারী আসন রচনা করিতে হয়, (১১) সেই আসনে উপবিষ্ট হইয়া দেহ, ইন্দ্রিয়, এবং চিত্তের ক্রিয়া সংযত করত মনকে একাগ্র করিয়া আত্ম বিশুদ্ধির নিমিত্ত যোগানুষ্ঠান করিবে, (১২) দৃঢ় প্রযত্ন সহকারে কায়, শির, এবং গ্রীবাকে সোজা ও অচল ভাবে রাখিয়া নয়নদ্বয় সমস্ত দিক্ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া এরূপ অবস্থায় রাখিবে যে যদি লক্ষ্য করে তবে নিজের নাসিকা প্রদেশ মাত্র লক্ষিত হইতে পারে, এবং কোন দিকেই দৃষ্টিপাত করিবে না (১৩)। এইরূপ হইয়া প্রশান্তচিত্ত অর্থাৎ নিঃশেষে রাগদ্বেষাদিদোষ রহিত, সমস্ত ভয়োদ্বেগ শূন্য, এবং গুরু শুশ্রূষা ও ভিক্ষা ভোজনাদি রূপ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত নিরত ব্যক্তি, মনঃসংযম পূর্ব্বক অর্থাৎ সকল প্রকার মনোবৃত্তি এবং মনের স্বরূপের নিরোধ পূর্ব্বক (ক) আমাতেই (আত্মাতেই) মন বিলীন করিবে, এবং আমাতেই (আত্মাতেই) নিজের অস্তিত্ব ঢালিয়া দিয়া থাকিবে (১৪)।

সংযতমনা যোগী, উক্ত প্রকারে মনের সমাধি করিলে তাঁহার আত্মা পরমাত্মাতে মিলিয়া যায় তাঁহার নিজের পৃথক অস্তিত্বটী নিবাইয়া যায়, তাহা হইলেই এক কালে পরম শান্তি (মোক্ষ) লাভ হইল (১৫)।

যে ব্যক্তি অতিরিক্তাহারী, তাহার যোগ হইতে পারে না,

(ক) বৃত্তির নিরোধ এবং স্বরূপের নিরোধ কাহাকে বলে তদ্বিষয় চূড়ামণি মহাশয়ের "ধর্ম্মব্যাখ্যায়"! অতি বিস্তারমতে বর্ণিত আছে

আর যে অতিশয় অল্প আহার করে তাহারও যোগ অসম্ভব। হে অর্জ্জুন! অতিশয় নিদ্রাশীল আর একবারে জাগরণ শীলের ও যোগ আয়ত্ত হয় না (১৬)। কিন্তু যিনি পরিমিত আহার, পরিমিত গমনাগমন, পরিমিত পরিশ্রমশীল, এবং পরিমিত নিদ্রাব্যক্তি, তাঁহারই সর্ব্বসংসার দুঃখের বিনাশক যোগ-ক্রিয়া সাধিত হইতে পারে (১৭)।

লব্ধযোগ ব্যক্তির অনেকগুলি লক্ষণ আছে তাহাও বলিতেছি শুন,—কোন প্রকার ভোগ্য বিষয়ের উপর যদি কোন প্রকার অভিলাষ বা কামনাদি না থাকে, তবে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় বা মন ইহারা কেহই কোন ক্রিয়া করে না; তাহা হইলেই মনের বৃত্তির নিরোধ হইতে পারে, বিষয়ের সম্বন্ধাধীন সকল প্রকার মনোবৃত্তি নিরোধ হইয়া গেলে মন কেবল নিজের স্বরূপেই অবস্থিতি করে। (খ) সমস্ত বিষয়ে নিস্পৃহ হইলে (অনুষ্ঠানের দ্বারা) সমস্ত বৃত্তির নিরোধ হইয়া মন যখন কেবল নিজের স্বরূপেই অবস্থিতি করে তখন তাঁহাকে প্রথম অবস্থার সমাধিযুক্ত বলা যাইতে পারে (১৮)। এইরূপ অবস্থা হইলে সমাধি অনুষ্ঠানকারী যোগীর চিত্ত বা মনও বায়ু প্রবাহ রহিত স্থানের দীপকলিকার ন্যায় নিশ্চল ভাবে অবস্থিতি করে (১৯)। এইরূপে সমাধির অভ্যাস করিতে করিতে অবশেষে যখন স্বরূপ নিরোধের দ্বারা (গ) চিত্ত

(খ) এবিষয়ও "ধর্ম্মব্যাখ্যায়" বিস্তারমতে লিখিয়াছেন।

(গ) স্বরূপ নিরোধ এবং ইহারও প্রণালী বিস্তারমতে "ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় দেখিবেন।"

বিনষ্ট প্রায় হইয়া যায়, যখন কোন প্রকার চিন্তা, ধ্যানাদি কিছুই থাকেনা, যখন আত্মা আপনা দ্বারা আপনাকেই সন্দর্শন করিয়া আপনাতেই পরিতৃপ্ত থাকে, (২০) যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়াতীত এবং কেবল মাত্র বুদ্ধির দ্বারা কিছু একটু আভাস মাত্র লক্ষ্য করা যায় এইরূপ অপরিমিত আনন্দ সমুদ্র উত্তোলিয়া উঠে, এবং তাদৃশ আনন্দাভিষিক্ত হইয়াও যোগী সমস্ত গুণশূন্য প্রকৃত আত্মতত্ত্ব হইতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া স্থির ভাবেই থাকেন, (২১) যাহা লাভ করিলে, তদপেক্ষায় অধিক লব্ধব্য আর কিছু আছে বলিয়া বিবেচনা হয় না, যে অবলম্বনে অবস্থিত হইয়া শস্ত্রাঘাতাদি জনিত গুরুতর দুঃখের দ্বারাও বিচলিত হয় না, (২২) সেই অবস্থাই সমস্ত দুঃখ বিয়োগ স্বরূপ পরিপূর্ণ যোগ বলিয়া জানিবে। কিন্তু সমস্ত প্রকার নির্ব্বেদ শূন্য চিত্তে দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে এই যোগের অভ্যাস করিতে হয় তদ্ব্যতীত যথাকথঞ্চিৎ অবস্থায় বা যথাকথঞ্চিৎ রূপে ইহা সংসাধিত হয় না (২৩)।

যোগানুষ্ঠান কালে কি প্রকার মানসিক উপায়ের আবশ্যক তাহাও বলিতেছি,—মনুষ্যের যে নানা প্রকার বিষয়ের উপর কামনা থাকে, তাহারি মুল প্রভূত কারণ কেবল একমাত্র অবিবেক জনিত ভ্রান্তি; ভ্রান্তিদ্বারাই লোক এক বস্তুকে অন্য রূপে জানিয়া তাহার নিমিত্ত লোলুপ হয়। ভাবিয়া দেখ, প্রায় প্রত্যেক প্রাণীই, একটা অপূর্ব্ব ভোগ্য বস্তু মনে করিয়া, এই স্ত্রীলোকের প্রতি লুব্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু যদি বিবেকের দ্বারা স্ত্রীদেহের তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করা যায়, তবে বিলক্ষণ জানা

যায়, যে, উহা রজ্জু সর্পের ন্যায় মিথ্যা পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ আত্মা বা ব্রহ্ম ব্যতীত, আর সমস্তই যখন শুক্তি-রজতের ন্যায় মিথ্যা পদার্থ, তখন ঐ স্ত্রীদেহের সত্যতা কোথা হইতে আসিবে? আর যদি তত উচ্চ বিবেকও না হয় তথাপি অতি স্থূল বিবেকের দ্বারাও ইহা প্রতীতি হইতে পারে যে, কি স্ত্রীদেহ কি পুরুষদেহ সমস্তই ভুক্ত, পীত অন্ন ব্যঞ্জনাদির বিকার স্বরূপ এক একটা জড়পিণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে, অথবা কতকগুলি জড়যন্ত্রের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু লোকে ভ্রান্তিদৃষ্টিতে এই স্ত্রীদেহকে একটা কি রকম অদ্ভুত পদার্থ মনে করিয়া লোভ করিয়া থাকে। প্রত্যেক ভোগ্য-বস্তু বিষয়েই এইরূপ ভ্রান্ত কল্পনা দ্বারা জীবগণ লুব্ধ হইয়া থাকে; অতএব বিবেকের দ্বারা, প্রথম ভ্রান্ত দৃষ্টিকে নিবারণ পূর্ব্বক সমস্ত প্রকার বিষয় কামনা নিঃশেষে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বিবেক বলে বলিষ্ঠ মনের দ্বারাই, ইন্দ্রিয় সমূহকে চতুর্দ্দিক হইতে সংযত করিবে (২৫)। পরে ধৈর্য্যশালিনী বুদ্ধির দ্বারা ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিষয় হইতেই উপরত হইবে, পরে মনকে সেই আত্মতত্ত্বে বিলীন করার চেষ্টা করিতে থাকিবে, তখন কোন প্রকার চিন্তা করিতে হয় না (২৫)। চঞ্চল এবং অধীর হইয়া মন যখন এক একদিকে ছুটিয়া যাইতে চায়, তখন তৎক্ষণাৎ সেই দিক্ হইতে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আবার আত্মাতেই টানিয়া আনিবে (২৬)। এইরূপ করিতে করিতে মন যখন সমস্ত রজোগুণ এবং সমস্ত মলিনতা বিমুক্ত হইয়া প্রশান্ত ভাব

গ্রহণ করে তখন সেই ব্রহ্মভাবাপন্ন যোগীর অনুপমেয় সুখ সমুদ্র অধিগত হয় (৭)। (ক)

উক্ত প্রকারে যোগান্তরায় সকল অতিক্রমণ পূর্ব্বক, সমস্ত মলিনতা শূন্য হইয়া, আত্মাতে মনের লয় হইলে, জীবাত্মা অনায়াসেই পরমাত্মার একতাপত্তিজনিত পরম সুখ ভোগ করিয়া থাকেন (২৮)। যোগানুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইলে, তখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন পদার্থই দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি সমস্ত বস্তুর মধ্যেই আপনাকে (আত্মাকে) দেখিতে পান, এবং আপনাতেও (আত্মাতেও) সমস্ত বস্তু নিহিত দেখিতে পান (২৯)। যিনি সমস্ত ভূতেই আমাকে (আত্মা বা ব্রহ্মকে *) দেখিতে পান এবং আমাতেই (আত্ম বা ব্রহ্ম-

---

(ক) এই যে সমাধির নিয়ম বলা হইল ইহা ঈশ্বর সমাধি নহে ইহার নাম "আত্মসমাধি" এইরূপ সমাধি করিলেও মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। ইহার বিশেষ বিবরণ পাতঞ্জলদর্শনে প্রদর্শিত হইয়াছে, তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্মব্যাখ্যাতেও অতি বিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে, এই গীতারও অনেক পরে এই সকল কথার বিস্তার করা যাইবে।

* ভগবান যে যে স্থলে "আমি" "আমাকে" ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণ করিতেছেন সেই সমস্ত স্থলেই ঈশ্বর বা পরমাত্মা বুঝিতে হইবে, কোন স্থানেও কেবল মাত্র কৃষ্ণাকৃতি বুঝিতে হইবে না; ইহা পূর্ব্বেও একবার বলিয়াছি, কারণ ১০ম অধ্যায়েতে ভগবান বিভূতি বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, "আমি আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু, রুদ্রের

তেই) সমস্ত বস্তু নিহিত দেখেন, তাহার নিকট আমি (আত্মা) কখনই অদৃশ্য হই না, এবং তিনিও কখনই আমার (আত্মার) নিকট অদৃশ্য হয়েন না (৩০)। যিনি অদ্বৈত-রূপে অর্থাৎ জীবাত্মার অভিন্নরূপে আমাকে (আত্মা বা

মধ্যে শঙ্কর," * * * আমি বৃষ্ণিবংশের মধ্যে কৃষ্ণ * *" ইত্যাদি। এইরূপ উক্তি দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে ভগবানের "আমি" "আমার" ইত্যাদি উক্তি দ্বারা কৃষ্ণাকৃতি মাত্র লক্ষ্য করা হয় নাই, যদি তাহা হইত তবে আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু, বৃষ্ণিবংশের মধ্যে কৃষ্ণ, রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর" একথা কিরূপে কহিবেন? "আমি" শব্দে কৃষ্ণাকৃতি মাত্র লক্ষ্য থাকিলে "বৃষ্ণিবংশের মধ্যে আমি কৃষ্ণ" এই কথা বলা নিতান্ত অসংলগ্ন হয়, "আমি" শব্দে কৃষ্ণাকৃতি মাত্র লক্ষ্য থাকিলে কেবল ইহাই বলা উচিত ছিল যে "আমি বিষ্ণু, আমি শঙ্কর" ইত্যাদি। অতএব এই সকল "আমি" "আমার" ইত্যাদি কথার দ্বারা কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব দুর্গাদি সমস্ত আকৃতিধারী পরমেশ্বরকেই বুঝাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ ঐরূপ অর্থ করিলে বেদ উপনিষদ্ সংহিতা, ও অন্যান্য পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রের সঙ্গেই অতি কঠোর বিবাদ ও বিরোধ উপস্থিত হয় অতএব ও অর্থ অগ্রাহ্য। তৃতীয়তঃ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ প্রত্যেক "আমি" "আমার" ইত্যাদি স্থলেই ঈশ্বর, আত্মা এইরূপ "অর্থ করিয়াছেন" ভগবানেরও অন্যান্য উক্তির দ্বারা ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে তাহা আমরা সেই সকল স্থলেই দেখাইব।

ব্রহ্মকে) জানিয়া প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই আমার সাক্ষাৎকার করেন, তিনি, যে কোন অবস্থায়ই থাকুন, সর্ব্বদা আমাতেই বর্ত্তমান থাকেন, ব্রহ্মস্বরূপেই অবস্থিতি করেন; সুতরাং তিনি নিত্যমুক্ত, তাঁহার আর বিনাশ বা অধঃপতন নাই (৩১)।

হে অর্জ্জুন! যে যোগী আপনার উপমার দ্বারা প্রত্যেক প্রাণীতেই সমভাবে সুখদুঃখ সন্দর্শন করেন, অর্থাৎ "আমার নিজের সুখ বা দুঃখ হইলে যেরূপ আহ্লাদ ও অশান্তির অনুভব হয় অন্যের সুখদুঃখ হইলেও ঠিক সেইরূপই অনুভব হয়," এই মনে করিয়া যিনি বিদ্বেষপূর্ব্বক অন্যের সুখের অপহন্তা না হয়েন কিম্বা অন্যের দুঃখেতেও সন্তুষ্ট না হয়েন, এবং কোন প্রকার প্রাণীরই, কোন প্রকার দুঃখজনক কার্য্য না করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি (৩২)।

অর্জ্জুন বলিলেন।—হে মধুসূদন! রাগ দ্বেষাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র সমদর্শন স্বরূপ যে যোগের বিষয় আপনি উপদেশ করিলেন, আমি চঞ্চলতানিবন্ধন ইহার (এইরূপ সমদর্শন যোগের) স্থায়িত্ব রক্ষা করিতে পারি না (৩৩), কারণ আমাদের মন অত্যন্ত চঞ্চল স্বভাব, বিশেষতঃ, ইহা অতিশয় প্রমাথী (অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি বিষয়ে আমার অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে বলপূর্ব্বক অভিভূত করিয়া অবিবেকের কার্য্য করিয়া ফেলে) আমার মন নিজে এরূপ বলশালী ও সুদৃঢ় যে, প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের গতি যেমন অবরোধ করা অসাধ্য, ইহার দমন করা সেই রূপই অসাধ্য বিবেচনা হয় (৩৪)।

ভগবান্ বলিলেন,—হে মহাবাহো! মন, যথার্থই অতি

চঞ্চল স্বভাব এবং অত্যন্ত অদম্য পদার্থ, কিন্তু হে কৌন্তেয়! সমাধি অথবা বিবেক দর্শনের অভ্যাস দ্বারা [ক] এবং বৈরাগ্য দ্বারা অর্থাৎ নানা প্রকার দুঃখ বা দোষ দর্শন করিয়া বিষয় ভোগের উপর বিতৃষ্ণতা দ্বারা [খ] মনকে দমন করিতে হয় (৩৫)। ফলতঃ যাহার মন সংযত নহে তাহার পক্ষে যোগ অতিশয় দুর্লভ, তাহা আমারও মত। কিন্তু মন বশীভূত করিয়া উপযুক্ত উপায়ের দ্বারা যত্ন করিতে থাকিলে ক্রমে যোগ লাভ হইতে পারে (৩৬)।

অর্জ্জুন বলিলেন হে কৃষ্ণ! আর একটি সন্দেহ আমার মনে উদিত হইতেছে, অনুগ্রহ প্রকাশে ইহারও মীমাংসা করিয়া দিন,—কোন ব্যক্তি অনেক উন্নতি পথে সমাধি তপস্যার অনুষ্ঠানের দ্বারা একবার কর্ম্মত্যাগের অবস্থা পর্য্যন্ত উঠিলেন, সুতরাং তখন ইহকাল পরকালে উন্নতি সাধনের কারণ স্বরূপ সমস্ত কাম্য কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিলেন এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া যথারীতি যোগানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, পরে যদি সম্পূর্ণ যোগ সিদ্ধি না হইতে না হইতেই আবার মৃত্যুকালে সংযমশূন্য হইয়া যোগ হইতে বিচলিত হয়েন, তবে তাঁহার কি গতি হয়? (৩৭)। সেই বিমূঢ় ব্যক্তি কি ব্রহ্মের আশ্রয় পাইলনা

[ক] বিবেক দর্শন ও বিবেক দর্শনের অভ্যাস কাহাকে বলে তাহা "ধর্ম্মব্যাখ্যা গ্রন্থে" অতি বিস্তারে বর্ণিত আছে।

[খ] বৈরাগ্যের বিষয় ও বিস্তার মতে "ধর্ম্মব্যাখ্যাতেই" লিখিত আছে।

বলিয়া কর্ম্মপথ এবং যোগপথ এতদুভয় হইতেই বিভ্রষ্ট হইয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মেঘ খণ্ডের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়, কিম্বা কোন প্রকার সদ্‌গতি লাভ করিতে পারে, (৩৮) এই সংশয় আপনি নিঃশেষে নিরাকৃত করুন, হে কৃষ্ণ! এই সংশয়ের ছেত্তা আপনি ব্যতীত আর কাহাকেও লক্ষ্য করিতে পারি না (৩৯)।

ভগবান্ বলিলেন;—হে পার্থ! তুমি যাদৃশ অবস্থাপন্ন লোকের কথা বলিলে তিনি কখনই ইহকাল কিম্বা পরকাল হইতে বিনষ্ট হইতে পারেন না, কারণ হে তাত! (গ) বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কেহই দুর্গতি লাভ করে না, তবে এই মাত্র তারতম্য আছে যে, তত্ত্বজ্ঞানী যোগী যদি মরন কাল পর্য্যন্ত তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট না হয়েন তবে পরম নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করেন, আর যদি দুর্ভাগ্য ক্রমে মৃত্যুকালে যোগ হইতে স্খলিত হইয়া যান তবে সেই মুক্তিলাভই করিতে পারিলেন না, কিন্তু নরকযন্ত্রনা কি কারণে হইবে? (৪০) ফলতঃ যোগসিদ্ধির প্রাক্কালে যিনি যোগভ্রষ্ট হইয়া মৃত হয়েন; তিনি পরকালে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত স্বর্গলোকে বসতি করিয়া ইহলোকে পুনর্ব্বার বৈরাগ্য বিবেকাদিগুণসম্পন্ন নিতান্ত নির্ম্মলচেতা সম্রাটের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন (৪১)। [ঘ] আর যদি ধনাভিলাষ কিছুমাত্র না থাকে, তবে অতুল

(গ) "তাত।" এইটি শিষ্যভাবের বাৎসল্য প্রকাশক সম্বোধন।

[ঘ] অনেকের সংস্কার আছে যে, যত ধনীলোক তাঁহারাই পূর্ব্বজন্মে যোগভ্রষ্ট ছিলেন এবং এই শ্লোককেই উহার প্রমাণ

জ্ঞানসম্পন্ন ধীমান্‌ যোগীকুলেই জন্মগ্রহণ করেন, বাস্তবিক যোগীকুলে যে এইরূপ জন্মগ্রহণ করা তাহাই অধিকতর দুর্ল্লভ (৪২) কারণ হে কুরুনন্দন! যোগীদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করিলে, ঝটিতিই সেই পূর্ব্বজন্মের সংস্কারাপন্ন জ্ঞানলাভ করিতে পারে, জ্ঞানলাভ করিয়াই আবার যোগসিদ্ধিলাভের নিমিত্ত সংযত ও যত্নবান হয় (৪৩)। তখন তিনি স্বয়ং অভিসন্ধান না করিলেও আপনি আপনিই সেই পূর্ব্বজন্মের অভ্যাস ও সংস্কার দ্বারা যোগতত্ত্বের জিজ্ঞাসু হইয়া কর্ম্মাধিকার অতিক্রমণ পূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠার অধিকারী হয়েন (৪৪)। সুদৃঢ় প্রযত্ন সহকারে চিত্তসংযম করিতে করিতে মন, সমস্ত পাপশূন্য ও নিতান্ত নির্ম্মলী-

---

বলিয়া গণ্য করেন, কিন্তু ইহা অতি অমূলক সংস্কার, এই শ্লোক হইতে কখনও ঐরূপ অর্থ নিষ্কাশিত হইতে পারে না, প্রত্যুত ইহার বিপরীত অর্থই প্রতিপন্ন হয়, এই শ্লোকের দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি অতিশয় বিবেক বৈরাগ্য ও আত্মজ্ঞানাদিসম্পন্ন বিভূতিশালী লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব যাঁহারা অত্যন্ত কুপ্রকৃতিসম্পন্ন ধনী অর্থাৎ ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী, সতীত্বধর্ষণকারী, পরস্বাপহারক সদাচারবিহীন, উপাসনাবিহীন, ধনাভিমানী, মূর্খ, এমন ধারা ধনীর আত্মা যোগভ্রষ্টের আত্মা হইতে পারে না, কিন্তু পূর্ব্বজন্মে যাহারা ছাগল, শৃগাল ও কুক্কুরাদি থাকে, তাহারাই এইরূপ কদর্য্য প্রকৃতির লোক হইয়া জন্মগ্রহণ করে, ইহা শ্রুতিতেও আছে, "অথ যইহ কপূয় চরনাঃ শৃগাল যোনিম্বা শূকর যোনিম্বা ইত্যাদি।

হয়, পরে সেই বিবেক সংস্কারগুলি এক এক জন্মে কিছু কিছু করিয়া সঞ্চিত হয়, এইরূপে অনেক জন্মের পর ঐ বিবেক সংস্কাররাশি যখন পূর্ণমাত্রা গ্রহণ করে, তখনই পরমগতি বা মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়। (৪৫) এ নিমিত্ত যোগীগণ তপস্বী হইতেও শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী হইতেও শ্রেষ্ঠ, এবং কর্ম্মী হইতেও শ্রেষ্ঠ,—অতএব হে অর্জ্জুন! তুমিও যোগী (৪৬)। (যোগীর মধ্যেও স্থূলকল্পে দুইপ্রকার ভেদ আছে, এক আত্মযোগ, দ্বিতীয় ঈশ্বরযোগ। নিজনিজের অন্নময় মনোময়, বিজ্ঞানময়, ও আনন্দময়কোষে ক্রমে সমাধি করিয়া অবশেষে আত্মাতে মন বিলীন হইলে সেই যোগের নাম "আত্মযোগ" যাহা পাতঞ্জল দর্শনের প্রথম পদে সাংখ্য-দর্শন, ন্যায়দর্শনাদিতে এবং মাণ্ডুক্য উপনিষদাদি বহুতর উপনিষদাদিতে বর্ণিত আছে, এবং এই অধ্যায়ের প্রথমেও বলা হইয়াছে, যাহার অতি বিস্তৃত বিবরণ "ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাতে" লিখিত আছে। আর ঈশ্বরের স্থূল অবস্থা অবধি সূক্ষ্মাবস্থা পর্য্যন্ত সমাধি করিয়া যে ক্রমে আত্মার নিকট উপস্থিত হওয়া যায় তাহার নাম "ঈশ্বর-যোগ," যাহা পাতঞ্জল দর্শনের দ্বিতীয় পাদ ও অন্যান্য শ্রুতি পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে। এই উভয়বিধ যোগীর ও আবার অনেক প্রকার অবান্তর ভেদ আছে) তৎসমস্ত প্রকার যোগীদিগের মধ্যে যাহারা শ্রদ্ধাসহকারে আমাতে (ঈশ্বরে) চিত্তার্পণ পূর্ব্বক আমাকে (ঈশ্বরকে) ধ্যান করেন, (অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরযোগী) তিনিই আমার বিবেচনায় শ্রেষ্ঠতম (৪৭)।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

ভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ! ঈশ্বর যোগ করিতে হইলে ঈশ্বরের তত্ত্ব, এবং কি প্রকারে ঈশ্বরার্পিত চিত্ত হইতে পারা যায়, তাহা জানা আবশ্যক, অতএব তাহাও বলিতেছি,—আমাতে (ঈশ্বরের) নিবেশিত চিত্ত, এবং মৎশরণাপন্ন (ঈশ্বর শরণাপন্ন হইয়া যোগ করিতে করিতে যেরূপে আমার পরিপূর্ণ অবস্থা অসংশয়িত ভাবে জানিতে পারিবে তাহা শুন, (১)—যে তত্ত্ব জানিলে আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না, সে তত্ত্বের "বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান, অর্থাৎ মনে মনে যেরূপ প্রত্যক্ষ হয় তাহা এবং শাস্ত্র জনিত জ্ঞান, এতদুভয়ই অশেষরূপে তোমাকে বলিতেছি।" (১) সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কশ্চিৎ কেহই সিদ্ধিকামনায় যত্ন করিয়া থাকে, তাহারও সহস্র সহস্রের মধ্যে কশ্চিৎ কেহ আমার প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পায়, অতএব আমার তত্ত্বজ্ঞান বড়ই সুদুর্লভ বস্তু(৩)।

আমা হইতে (চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হইতে) বিকাশপ্রাপ্ত এই বিভিন্নাকৃতি অষ্ট প্রকার প্রকৃতি পদার্থ আছে যথা,—পৃথিবীতন্মাত্র (ক) জলতন্মাত্র, তেজতন্মাত্র, বায়ুতন্মাত্র, আকাশ-

---

(ক) ভূতেরই এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম অবস্থা বিশেষকে "তন্মাত্র" বলে। এই অবস্থা এমত সূক্ষ্মতম যে ইহাতে ভূতের কোন লক্ষণই অনুভব করা যায় না, কিন্ত ইহা হইতে স্থূল ভূতের উৎপত্তি হয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাদির বিবরণ ধর্ম্মব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

তন্মাত্র, আর অহঙ্কার তত্ত্ব (খ) বুদ্ধিতত্ত্ব; আর মূল অবিদ্যা স্বরূপ প্রকৃতি, (গ) এই আটটি। আমারই অভিন্ন অংশ স্বরূপ (জীব চেতন্য) আর একপ্রকার শ্রেষ্ঠতমা প্রকৃতি আছে, তাহা উক্ত অষ্টবিধ প্রকৃতি অপেক্ষায় বিশুদ্ধ, যে প্রকৃতি এই অনন্ত জগৎ মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া "জৈবনিক ক্ষমতা দ্বারা ইহাকে ধারণ করিয়া আছে, হে মহাবাহো! সেই প্রকৃতিটিকে তুমি জীব বলিয়া জানিবে (৫)। এই যে সর্ব্ব সমেত নয় প্রকার প্রকৃতির কথা বলিলাম ইহা হইতেই এই স্থাবর জঙ্গম বিশ্বের উৎপত্তি হইতে থাকে, কিন্তু ইহারা সকলেই যখন আমা (আত্মা) হইতে বিকশিত হইয়াছে তখন আমিই (আত্মাই) এই অনন্ত জগতের মূলউৎপত্তিস্থান, এবং পরিণামে যে লয়েরও স্থান, ইহা অবধারিত জানিবে (৬)।

(খ) অহঙ্কার তত্ত্বের বিশেষ বিবরণ "ধর্ম্মব্যাখ্যায়" লিখিত আছে।

(গ) বুদ্ধি এবং প্রকৃতির বিষয় ও "ধর্ম্মব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে।

এই দুই শ্লোকে যে কয়েক বার প্রকৃতি শব্দের উল্লেখ আছে সকল স্থানেই কার্য্যের কারণ মাত্র অর্থ বুঝিতে হইবে। যেমন ঘটের প্রকৃতি মৃত্তিকার, বস্ত্রের প্রকৃতি তন্তু ইত্যাদি অতএব এস্থলে স্বভাব কিম্বা ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার স্বরূপ প্রকৃতি বুঝিবেন না।

হে ধনঞ্জয়! আমার পরে (আত্মার পরে) আর কিছুই নাই, আত্মাই জগতের আদিম ও শেষ অবস্থা; সূত্রে যেরূপ মণিমুক্তাদি গ্রথিত থাকে, আমাতেও (আত্মাতেও) সেই রূপ এই অনন্ত কোটী জগৎ প্রোতভাবে রহিয়াছে (৭)।

হে কৌন্তেয়! প্রত্যেক দ্রব্যের অস্তিত্বের আলম্বন স্বরূপ যাহা কিছু দেখিতেছ তৎসমস্তই আমা হইতে অতিরিক্ত নহে, অতএব সেই সেই রূপেও আমি জগতের আশ্রয় হইয়া অবস্থিতি করিতেছি, আমিই জলের রসশক্তি, সূর্য্য ও চন্দ্রের জ্যোতির শক্তিও আমি, আমিই সমস্ত বেদের আলম্বন স্বরূপ প্রণব (ওঁকার)* আকাশের শব্দ শক্তিও আমি, মনুষ্যের মধ্যে পৌরুষও আমি, আমিই পৃথিবীর গন্ধাত্মিকাশক্তি, আমিই অগ্নির তেজঃশক্তি, আমিই সর্ব্ব ভূতের জীবনীশক্তি, আমিই তপস্বিদিগের তপঃশক্তি, (৯)। হে পার্থ! আমাকেই সর্ব্ব বস্তুর সনাতন বীজ বলিয়া জানিবে, আমি বুদ্ধিমানের বুদ্ধিশক্তি, তেজস্বীর তেজঃ (প্রগল্‌ভতা) (১০) এবং কামনা ও অনুরাগশূন্য কেবল

---

* ওঁকারকে সমস্ত বেদের আলম্বন বলাতে প্রণবের প্রতিপাদ্য বিষয় ও সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়, এক বলিয়া স্বীকার করা হইল, অর্থাৎ সমস্ত বেদই যে একমাত্র ব্রহ্মের প্রতিপাদক এবং তদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে তাহাই এখানে সিদ্ধান্তিত হইল। যে অন্তঃসারশূন্য বাঙ্গালীরা সাহেবী কথানুসারে বেদকে কৃষকের গান বলিতে চান তাঁহাদের এই কথাটা স্মরণ রাখা উচিত।

মাত্র দেহধারি জীবগণের নিমিত্ত যে বলাদি (সামর্থ্য) তাহাও আমি।

হে ভরতর্ষভ! প্রত্যেক প্রাণী মধ্যে যে ধর্ম্মের অবিরোধি কামনা আছে তাহাও আমি (১১)। যে কোন প্রকার সাত্ত্বিক পদার্থ বা ভাব আছে, যে কোন প্রকার রাজসিক পদার্থ বা ভাব আছে, এবং যে কোন প্রকার তামসিক পদার্থ বা ভাব আছে, তৎসমস্তই আমা হইতে বিকসিত হইয়াছে ইহা জানিবে, পরন্ত যদিচ ইহারা আমা হইতেই বিকসিত বটে, তথাপি আমি ইহাদের অধীন ভাবে নাই, কিন্তু ইহারাই আমার অধীন ভাবে অবস্থিতি করিতেছে (১২)। কিন্তু উক্ত সত্ব, রজ, আর তম এই ত্রিগুণের বিকারস্বরূপ অসংখ্য জড় বস্তুর দ্বারা বিমোহিত হইয়া এই সমস্ত জগতই তাহা বুঝিতে পারে না, এবং আমি (আত্মা) যে সমস্ত জড় পদার্থ হইতে অতীত এবং উৎপত্তি বিনাশাদি বিকার রহিত বস্তু তাহা অনেকেই জানিতে পারে না (১২)।

আমার (আত্মার) এই ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া অতিশয় দুরত্যয়া, কিন্তু যাহারা (পূর্ব্বোক্ত মতে সমস্ত কর্ম্মের সংন্যাস পূর্ব্বক) কেবল আমাকেই (আত্মা বা ব্রহ্মকেই) প্রপন্ন হইতে পারেন, তাহারা এই মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন। (খ) পরন্ত

[খ] আমরা যতবার "ব্রহ্ম" শব্দের উল্লেখ করিয়াছি ও করিব তাহার কোন খানেই যেন কেহ এখনকার ব্রহ্ম মনে করেন না পূর্ব্বে যেরূপ ব্রহ্মের বা আত্মার লক্ষণ

যে নরাধমেরা নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা অত্যন্ত কলু-ষিত হইয়াছে সেই মূঢ় ব্যক্তিরা আমাকে (আত্মাকে) প্রপন্ন হইতে পারে না, কারণ সেই আসুরভাবাবলম্বীগণ মায়ার দ্বারা অপহৃত জ্ঞান হইয়া থাকে (১৫)। হে অর্জ্জুন! পুণ্যবীজ থাকিলে, কেবল এই চতুর্ব্বিধ লোকই আমাকে (ঈশ্বরকে) ভজন করিয়া থাকে। ১ম—তস্কর দস্যু, ব্যাঘ্র ও পীড়াদি দ্বারা অভিভূত ব্যক্তি, ২য়—ধনকামী-দরিদ্র, ৩য়—তত্ত্ব জিজ্ঞাসু, ৪র্থ—আত্মতত্ত্ববিৎ (১৬)।

উক্ত চতুর্ব্বিধ ঈশ্বর পরায়ণ লোকের মধ্যে যাহাঁরা তত্ত্ব-জ্ঞানী, নিত্যযুক্ত, এবং এক-ভক্তি, অর্থাৎ পরমাত্মা ব্যতীত আর কোন পদার্থই না দেখিয়া একমাত্র পরমাত্মাতেই যাঁহারা আত্ম সমর্পণ করেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ, কারণ যাহারা আমাকে নিজের আত্মাস্বরূপ বলিয়া বুঝে তাহাদের আমি অত্যন্ত প্রিয়, যেহেতু আমি তাহাদের আত্মাকে অভিন্নভাবে বুঝিতে পারিলে তাহাদের নিজের আত্মার উপর যে স্নেহ, প্রীতি, বা ভালবাসা আছে, তাহাই আমার উপরে বর্ত্তিল, কিন্তু আত্মা অপেক্ষাও অতিরিক্ত ভালবাসা আর কাহারও উপর হয় না। আবার তাহারাও আমায় অত্যন্ত প্রিয়, কারণ

করা হইয়াছে তাহাই বুঝিবেন, যদি কেহ আজ কালকার ব্রহ্ম মনে করেন তবে নিশ্চয়ই তিনি প্রকৃতার্থ হইতে বঞ্চিত হইবেন সন্দেহ নাই। কারণ আমাদের শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্ম আর এখনকার ব্রহ্ম নিতান্ত বিভিন্নাকার পদার্থ, ইহাদের কোন অংশেও ঐক্য দেখা যায় না।

আমার আত্মা আর তাহাদের আত্মা এক হইয়া গিয়াছে (১৭)।

তবে কি আর তিনপ্রকার ভক্ত আমার অপ্রিয়? তাহাও নহে; তাঁহারাও প্রিয়; তবে কিনা, যিনি জ্ঞানী, তিনি আমার আত্মার স্বরূপ হইয়া গিয়াছেন, কারণ তিনি "আমিই পরমাত্মা-স্বরূপ" অর্থাৎ জীবাত্মা আর পরমাত্মা একই পদার্থ—এইরূপ জ্ঞানে যোগানুষ্ঠান করিতে করিতে পরম গন্তব্যস্বরূপ আমাকে (আত্মাকে) প্রপন্ন হইয়াছেন। আর অপর তিনপ্রকার ভক্তের সেইরূপ অভেদ জ্ঞান হয় নাই, তাহারা নিজ আত্মা হইতে বিভিন্নভাবে আমাকে দেখে, সুতরাং আমিও তাহাদের নিজের ন্যায় আত্মার প্রিয়ভাবে পরিদৃষ্ট হই না, এবং তাহারাও আমার আত্মার সমান প্রিয় হইতে পারিল না (১৮)।

হে ধনঞ্জয়! অনেক জন্মের পর জ্ঞানলাভ করিয়া, তবে আমাকে (আত্মাকে) প্রপন্ন হইতে পারে, অতএব যে মহাত্মা "বাসুদেবই (ব্রহ্ম বা আত্মাই) সমস্ত পদার্থ, আত্মা ভিন্ন আর কোন বস্তুরই বাস্তবিক বিদ্যমানতা নাই" এইরূপ জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি, তিনি অতি দুর্লভ পাত্র (১৯)। ভাবিয়া দেখ! প্রায় সকলেই ঐহিক পারত্রিক সুখসাধক এক একপ্রকার বিষয় বাসনা পরবশে অন্ধ হইয়া নিজের জন্মান্তর সঞ্চিত সংস্কারবলে এক একটি নিয়মের অবলম্বনপূর্ব্বক আপনার আত্মা হইতে ভিন্ন-ভাবে সন্দর্শনকরত ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি দেবতার প্রপন্ন হইয়া থাকে (২০) সুতরাং তাহাদের আত্মজ্ঞানলাভ হইল না অর্থাৎই, সেই ইন্দ্রচন্দ্রাদি দেবতাগণ যে আমা হইতে (ব্রহ্ম বা আত্মা) হইতে, বিভিন্ন কোন এক ব্যক্তি তাহা নহে, বাস্তবিক

তাঁহারাও আমারই (আত্মারই) স্বরূপ; কিন্তু হইলে কি হইবে, তাহারা ঐ সকল দেবতাগণকে, আপন জীবাত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্মস্বরূপে না দেখিয়া জীবাত্মা হইতে ভিন্নভাবে তত্তৎ উপাধিমাত্রের লক্ষ্যকরে এবং এক এক কামনা বশবর্ত্তী হইয়া আরাধনা করে, সুতরাং তদ্দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হয় না। পরন্তু সমস্তই যখন আমার (ব্রহ্মের) স্বরূপ হইতে অনতিরিক্ত বস্তু, তখন তাহারা আমার (ব্রহ্মের) ইন্দ্রচন্দ্রাদি যে-কোন আকৃতিকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আরাধনা করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকেই আমি অচলা-শ্রদ্ধা-ভক্তি-দান করিয়া থাকি (২১), সে সেই শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সেই ভাবেই আমার সেই সেই উপাধি অবস্থার আরাধনা করিতে থাকে, এবং আমার দ্বারাই বিহিত সেই কামনা সকল লাভ করিয়া থাকে (২২)।

কিন্তু সেই অল্পবুদ্ধিদিগের যে যে ফল লব্ধ হইয়া থাকে, তাহা বিনাশশীল, অর্থাৎ কখনও না কখনও তাহার শেষ হইতেই হইবে, কারণ যাহারা স্বর্গসুখ সম্মূর্চ্ছিত ইন্দ্রত্ব, বরুণত্বাদি পদ কামনায় যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, তাহারা সেই ইন্দ্রত্ব, বরুণত্বাদি অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কলপক্ষে ইন্দ্রত্ব বরুণত্বাদি যখন আমার (ব্রহ্মের) এক একপ্রকার প্রকৃতিদ্বারা সম্পাদিত বা উৎপন্ন এক একটি উপাধিবিশেষ, তখন তাহা বহুদিন পর্য্যন্ত থাকিলেও, মহাপ্রলয়কালে কোন মতেও থাকিতে পারে না, কারণ মহাপ্রলয়ের সময়ে যত কিছু প্রাকৃত জড় পদার্থ আছে, তৎসমস্তই পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া যায়, তখন কেবল একমাত্র পরমাত্মা বা ব্রহ্মই থাকেন, সুতরাং ইন্দ্রত্ব বরুণত্বাদি উপাধি লাভ অনিত্যই হইল, কিন্তু যাহারা সমস্ত কামনা

পরিশূন্য হইয়া জীবাত্মার অভেদজ্ঞানে, সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত নিত্যশুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব চিৎস্বরূপ পরমাত্মাতে পূর্ব্বোক্তক্রমে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, তাঁহারা আমাকেই (সেই পরমাত্মাকেই লাভ করিয়া থাকেন, ইহাই পরম নির্ব্বাণফল, ইহার আর বিনাশ হইতে পারে না (২৩)।

আমার (আত্মার) "প্রকৃতস্বরূপ আছে তাহা অব্যক্ত, তাহাকে কোনপ্রকার বিশেষণের আরোপ করা যায় না;— তাহাকে কর্ত্তা বলা যায় না, সংহর্ত্তা বলা যায় না, কিম্বা পালয়িতা ঈশ্বর, প্রভু, স্ত্রী, পুরুষ, ক্লীব, সুন্দর, কুৎসিত, দয়াবান্, ক্ষমতাবান্ ইত্যাদি কোনপ্রকার বিশেষণের যোগ করা যায় না, কারণ জড়বস্তু উপাধিরই এই সকল বিশেষণ সম্ভবে। কিন্তু আমার সেই অবস্থা কর্ত্তৃত্ব, পালয়িতৃত্বাদি সমস্ত গুণের অতীত কেবলমাত্র চিৎ বা চৈতন্য পদার্থ, তাহাতে আর কিছুরই যোগ নাই, ভ্রান্তিবশাৎ যেরূপ মরীচিকায় জলজ্ঞান হয়, এই চিৎস্বরূপ পরমাত্মাতেও তেমনি ভ্রান্তিবশেই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখাইতেছে, সেই পরমাত্মাতেই স্থাবর, জঙ্গম, মনুষ্য, গো, অশ্ব, পক্ষী প্রভৃতি নানাপ্রকারের আকৃতি দেখা যাইতেছে বাস্তবিকপক্ষে তিনিই এই সকল, এবং এই সমস্তই তিনি, কিন্তু তাই বলিয়া যদি তাঁহার প্রকৃতস্বরূপ না বুঝিয়া, না দেখিয়া, এই সকল বস্তুকেই ব্রহ্ম বা আত্মা বলা হয়, তবে ঘোর ভ্রান্তির কথা হইল। মনে কর, একজন লোকের রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়াছে, এখন যদি সেই বালকটী প্রকৃত রজ্জুর তত্ত্বার্ত্তা কিছুমাত্র না শুনিয়া, না জানিয়া, না দেখিয়া, ঐ সর্পজ্ঞান সত্ত্বেই এমন কথা বলে যে "এই সর্পই রজ্জু" তবে তাহার এই কথাটা

মিথ্যা কথা হইল, কারণ ঐ পদার্থ, যাহাকে বালকটী সর্প বলিতেছে সর্প আর রজ্জু বাস্তবিক এক পদার্থ হইলেও সেই বালকটি যে উহাকে রজ্জুর ভাবে গ্রহণ না করিয়া ঐ সর্পের ভাবেই রজ্জুকে বুঝিতেছে, তাহা সত্য নহে, কিন্তু সে যদি রজ্জুর ভাবে ঐ বস্তুটা দেখিয়া, "এই সর্পই রজ্জু" এইরূপ কথা বলিত তাহা হইলেই সত্য কথা হইত; সেইরূপ ব্রহ্মের ভাব না বুঝিতে পারিয়া কেবল জড় জগতের ভাবটি মনে করিয়া যদি কেহ "এই জগতই ব্রহ্ম" এইরূপ কথা বলে, তবে মিথ্যা কথা হইল, কারণ জগৎ পদার্থই যখন মিথ্যা তখন কেবলমাত্র জগৎ পদার্থটির ভাব মনে করিয়া যদি "ইহাই ব্রহ্ম এইরূপ বলা হয় তবে, তাহার ব্রহ্মও ভূয়ো পদার্থ হইয়া গেল। আর যদি ব্রহ্মের ভাব বুঝিয়া ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু না দেখিয়া এই জগৎকে কেহ ব্রহ্ম বলে তবে আর মিথ্যা হয় না। এই হইল বাস্তবিক তত্ত্ব, অতএব যাহারা আমার (আত্মার) সেই অব্যক্ত, অব্যয়, অনুত্তম, (যাহা হইতে আর উত্তম নাই) পরমাত্ম স্বরূপ (চৈতন্য মাত্র স্বরূপ) অবস্থা না দেখিয়া না বুঝিয়া (সেই পরমাত্মাতেই) রজ্জু সর্পবৎ ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত মিথ্যাভূত যে সকল দেহ আছে, (ইন্দ্র, বরুণ, কৃষ্ণ, রাম, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব, কালী, দুর্গা, ইত্যাদি, দেহ) তাহাকেই পরমাত্মা বা চৈতন্য বলিয়া জানে তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ। কারণ যদিচ রজ্জুতে সর্প জ্ঞানের ন্যায় আমাকেই ঐ সকল দেহরূপে সন্দর্শন করে বলিয়া আমি (আত্মা) আর ঐ সকল মায়াখরি কল্পিত দেহ একই পাদর্থ বটে কারণ রজ্জু হইতে ভিন্নভাবে যেরূপ সেই ভ্রান্তিমূলক

সর্পের অস্তিত্ব নাই, সেইরূপ, আমা হইতেও ভিন্নভাবে ঐ সকল দেহের অস্তিত্ব নাই, তথাপি যখন চৈতন্য ভাবে লক্ষ্য না করিয়া কেবল এই জড় দেহের ভাবেই আমাকে লক্ষ্য করা হইল তখন আমাকেও ঐ ভূয়ো পদার্থের মধ্যেই গণ্য করা হইল, অতএব এই সংস্কার মিথ্যা, কিন্তু যদি আমার প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান থাকিয়া এই সকল দেহকে কেবল আমি মাত্র (পরমাত্মা মাত্রই) দেখিতে পায়, তবে আর মিথ্যা কথা বা মিথ্যা জ্ঞান হইল না। পরন্তু যাহারা কামনা বশগ হইয়া জীব হইতে বিভিন্নভাবে আমাকে উপাসনা করে তাহারা অজ্ঞ অতএব তদনুযায়ী ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, পরমাত্মা লাভ করিতে পারে না কারণ পরমাত্মা জীব হইতে অভিন্ন (২৪)।

বস্তুত সকলের বুদ্ধিতে আমার (আত্মার) প্রকৃতস্বরূপ প্রকাশিত হয় না, যাহারা আমার (পরমাত্মার) যোগমায়ামাচ্ছাদনের দ্বারা বিমোহিত হইয়া আছে, তাহারা আমার (পরমাত্মার) প্রকৃত অজ অব্যয় চিৎ স্বরূপ অবস্থা দেখিতে পায় না, কিন্তু আত্মাকে প্রপন্ন হইয়া যাহাদের মায়াবরণ অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহারাই আত্মাকে দেখিতে পায় (২৫)।

কিন্তু হে অর্জ্জুন! এই যোগমায়ার দ্বারা ঈশ্বরের দৃষ্টি কখনই আবৃত হইতে পারে না, সুতরাং আমার জ্ঞান সর্ব্বদা একরূপই থাকে, অনন্তকাল হইতে এপর্য্যন্ত যাহা কিছু অতীত হইয়াছে, যাহা বর্ত্তমান আছে, আর ভবিষ্যতেও যাহা কিছু হইবে তৎসমুদায়ই আমি জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু আমাকে (আত্মাকে) প্রায় কেহই জানিতেছে না, সুতরাং আরাধন করিতেও পারে না (২৬)।

হে পরন্তপ! প্রাণী যখন এই শরীর পরিগ্রহ করে, তখন অনুরাগ এবং বিদ্বেষ-মূলক সুখ দুঃখাদি জনিত মোহের দ্বারা এককালে অন্ধ হইয়া যায়, তাই আমাকে দেখিতে পায় না (২৭)। আর যে সকল পুণ্যকর্ম্মা-ব্যক্তির পাপ ক্ষয়িত হইয়াছে তাঁহারাই দৃঢ়ব্রত ও সমস্ত দ্বন্দ্ব মোহ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া আমাকে (পরমত্মাকে) জীবাত্মার অভেদ ভাবে ভজন করে।

জরা মরণাদি দুঃখ বিমোচনের নিমিত্ত আমাকে (পরমাত্মাকে) আশ্রয় করিয়া যাঁহারা সংযত হইতে থাকেন তাঁহার পরমব্রহ্ম, এবং সমস্ত কর্ম্ম পদার্থ অবগত হয়েন (২৯)।

যাহারা আমার অধিদৈব, অধিভূত এবং অধিযজ্ঞ অবস্থার সহিত আমাকে জানিতে পারেন সেই যুক্তচেতা ব্যক্তিগণ মরণকালেও আমাকে বিস্মৃত হয়েন না, সুতরাং কৃতকার্য্য হইতে পারেন (৩০)।

সপ্তমাধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

অর্জ্জুন বলিলেন।—আপনি যে ব্রহ্মের কথা বলিলেন, তাহা কি? আর অধ্যাত্মতত্ত্বই বা কি, কর্ম্মই বা কি, অধিভূতই ও অধিদৈবই বা কাহাকে বলে? (১)। এবং অধিযজ্ঞই বা কি? তাহা কি এদেহের মধ্যে থাকে না অন্যত্র থাকে, তাহা কিরূপে চিন্তা করিতে হয় হে মধুসূদন! সংযত-চেতা মহাত্মাগণের মৃত্যুকালে তুমি কিরূপে জ্ঞাত হও, এই সকল বিষয় আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বল (২)।

ভগবান্ বলিলেন।—যিনি অক্ষয় ও পরম পদার্থ, অর্থাৎ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব অখণ্ডাদ্বিতীয়ানন্দ, সমস্তগুণ ও সমস্ত ধর্ম্মাদি বিরহিত চৈতন্য মাত্র, তিনিই ব্রহ্ম, সেই একমাত্র ব্রহ্মেতে যে অসংখ্য প্রাণীর পৃথক্ পৃথক্ জীবভাব রহিয়াছে তাহাকেই "অধ্যাত্ম" বলে। সর্ব্ব প্রাণীর উৎপত্তি, স্থিতি ও বৃদ্ধিকারক যজ্ঞীয় আহুতি দানাদি কিম্বা ধণদানাদি ক্রিয়াই কর্ম্ম; শব্দের অর্থ অথবা একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই যে অসংখ্য জীবভাব সম্পাদক সৃষ্টিব্যাপার বা ক্রিয়াবিশেষ তাহাই কর্ম্মসংজ্ঞায় বুঝিবে(৩)। ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত জলের আলম্বন মরীচিকার ন্যায় প্রত্যেক প্রাণীদেহের আলম্বনস্বরূপ যে চৈতন্যাংশ আছে, যাহা জীবাত্মা হইতেও বিভিন্ন তাহাই অধিভূত। [ক]

[ক] অধিভূত শব্দের অনুবাদ ভাষ্যকর্ত্তা গুরুদেবের ব্যাখ্যা অপেক্ষায় একটু অন্যরূপ হইল, ইহার বিশেষ কারণ

সূর্য্য, অগ্নি, জল, বায়ু, আকাশাদির আশ্রয়স্বরূপ অর্থাৎ তদধিষ্ঠানস্বরূপ যে চৈতন্যাংশ, তিনি অধিদৈবতা; আর প্রাণাগ্নিহোত্রাদি শারীর যজ্ঞ এবং অগ্নিহোত্রাদি বহির্যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাওআমি (আত্মা) সুতরাং আমিই অধিযজ্ঞ। অতএব অধিযজ্ঞরূপে আমি বাহিরেও আছি, আবার হে প্রাণিশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাদের দেহ মধ্যেও আছি (৪)। [খ] অন্তকালেও আমাকেই (আত্মাকেই) স্মরণ করিয়া দেহপরিত্যাগ পূর্ব্বক যিনি মৃত্যুলাভ করেন, তিনি আমাতেই বিলীন হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া যান, ইহাতে সংশয় নাই (৫)। মৃত্যুকালের চিন্তা বিষয়ে এই সাধারণ নিয়ম আছে যে ম্রিয়মাণ ব্যক্তি অন্তকালে যে কোন ভাব মনে করিয়া দেহত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়! সে ব্যক্তি সেই ভাবের দ্বারা বিনিযুক্ত হইয়া সেই ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ মৃত্যুকালে যে যাহা চিন্তা করে, মৃত্যুর পরে সে তাহাই হয় (৬)। অতএব তুমিও সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় আমাকে (ঈশ্বরকে) চিন্তা করিতে থাক, চিন্তাভ্যাস করিতে করিতে যখন ঐ সকল চিন্তাসংস্কার ঘনীভূত হইয়া সংস্কারবলে অবশেষে, তোমার মন ও বুদ্ধি আমাতেই (ঈশ্বরেতেই)

আছে তাহা বুঝাইতে গেলে অনেক বিস্তার হয়, কিন্তু এই সামান্য কথায় সামান্য প্রভেদ লইয়া অত বিস্তারালোচনার প্রয়োজন দেখি না। গুরুদেব শঙ্করাচার্য্য এখানে যে কিছু জন্য বস্তু, প্রাণীর আলম্বনে থাকে তাহাকে "অধিভূত" বলিয়াছেন।

[খ] শঙ্করভাষ্য, মধুসূদন, রামানুজ ও শ্রীধর, চারিখানি টীকা একত্রিত করিয়া মিলাইয়া এই শ্লোকটির অনুবাদ করা হইল।

বিমিশ্রিত হইয়া যাইবে, তখন আর মৃত্যুকালে অন্য চিন্তা আসিতে পারিবে না, পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কারবলে ঈশ্বরের চিন্তাই আসিবে; সুতরাং ঈশ্বরকেই পাইবে, কিন্তু চিত্তশুদ্ধি না হইলে, ঈশ্বর চিন্তা হয় না, এবং নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেও চিত্তশুদ্ধি হয় না; অতএব তুমি আপন কর্ত্তব্য যুদ্ধাদিকর্ম্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত কর (৭)। বারম্বার ঈশ্বর চিন্তার অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত অনন্যগামী হইয়া পড়িবে, শেষে সর্ব্বদাই কেবল আমার (ঈশ্বরেরই) চিন্তা হইতে থাকিবে। অতএব সেইরূপ করিয়াই তুমি অন্তে সেই পরম দিব্যপুরুষকে (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত হইতে পারিবে (৮)।

সেই পুরুষের কয়েকটি লক্ষণের কথা বলিতেছি শুন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সনাতন, তিনি সমস্ত জগতের নিয়ন্তা, এবং অণু হইতেও অণু, তিনি সমস্ত জগতের বিধাতা, তিনি অচিন্ত্যরূপ, আদিত্য যেরূপ এই জড় রশ্মিজালের দ্বারা অন্ধকার অপনোদন করেন, তিনিও তেমন স্বপ্রকাশ অবস্থার দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশকার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছেন। তিনি প্রকৃতিরও পরে অবস্থিত(৯)। যিনি মৃত্যুকালে ভক্তি এবং যোগবল সম্বল করিয়া প্রাণকে ভ্রূমধ্যে সম্যক্‌রূপে সন্নিবেশ পূর্ব্বক, অচলচিত্তে সেই পুরুষকে মনে রাখিতে পারেন, তিনি সেই পরম দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন (১০)।

পরন্তু ঈশ্বরকে স্মরণ করার বিশেষ নিয়ম আছে, উহা যথাকথঞ্চিৎ নিয়মে হইতে পারে না, এমন একটি শব্দ আছে, (প্রণব) যাহা ব্রহ্মের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ বলিয়া স্বয়ং ব্রহ্ম রূপে গণ্য; এই জন্য বেদবিদ্‌গণ তাহাকে অবিনাশী পদার্থ

বলেন। বীতরাগযতিগণ আত্মজ্ঞান লাভ হইলে যাহাতে বিলীন হইয়া যান, যাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়া গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, সেই কথাটি আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিব (১১)। (ক) সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক যোগধারণার অবলম্বন করিয়া মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ রাখিবে, এবং প্রাণকে মস্তকমধ্যে উত্তোলন করিয়া রাখিবে (১২)। পরে আমাকে (পরমাত্মাকে) স্মরণ করিয়া ওঁ এই একাক্ষর মহামন্ত্র উচ্চারণ করত এই দেহ পরিত্যাগ করিলে পরমাগতি (মুক্তি) লাভ করে (১৩)। হে পার্থ! যে ব্যক্তি অনন্যচেতা হইয়া প্রতিনিয়ত সর্ব্বদাই আমাকে (ঈশ্বরকে) স্মরণ করে, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষেই আমি (ঈশ্বর) সুলভ। কিন্তু যে কোন প্রকারে, যে কোন সময় দু চারিবার স্মরণ করিলে আমাকে লাভ করিতে পারে না (১৪)। যাঁহারা আমাকে (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত হয়েন, সেই মহাত্মাগণই সিদ্ধি লাভ করিলেন, এবং অনন্ত দুঃখের আকরস্বরূপ এই অনিত্য দেহ আর কখনও গ্রহণ করেন না (১৫)।

হে অর্জ্জুন! সমস্ত স্বর্গের উপরিস্থিত ব্রহ্মলোক অবধি সমস্ত ভোগলোকই অনিত্য এবং পুনঃপুনঃ আবর্ত্তনশীল। অতএব মরণানন্তর ইহার যে কোন লোকে গমন করে, তাহাতেই আবার পতন হইয়া পুনর্জ্জন্ম হয়, কিন্তু যাহারা আমাকে

[ক] প্রণব কথাটি কিরূপে ব্রহ্মস্বরূপ হইল, সন্ন্যাসীগণই বা উহাতে বিলীন হয়েন কি প্রকারে ইত্যাদি বিষয় "ধর্ম্মাধ্যাধ্যায়" দেখিতে পাইবেন।

(পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত করে, অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া যায়, হে কৌন্তেয়! তাহাদের আর পুনর্জ্জন্ম নাই (১০)। ব্রহ্মলোক অবধি সমস্ত ভোগস্বর্গকে যে অনিত্য বলিলাম তাহার কারণ এই যে, উহাদের উৎপত্তি এবং বিনাশ আছে এবং উহারা এক একরূপ সীমাবদ্ধকালস্থায়ী। ইহার বিবরণ বলিতেছি শুন,—

সহস্র দিব্য যুগে ব্রহ্মার এক দিন আর সহস্র দিব্য যুগে তাঁহার এক রাত্রি হইয়া থাকে। সুতরাং ২০০০ দিব্য যুগে ব্রহ্মার অহোরাত্র হইল,—যাহারা এইরূপ অহোরাত্র জানেন, তাঁহারাই প্রকৃত অহোরাত্রবিৎ বলিয়া গণ্য (১৭)। যখন ব্রহ্মার দিনের সময় উপস্থিত হয়, তখন সেই নিদ্রোত্থিত প্রজাপতি হইতেই এই সস্থাবর জঙ্গম জগৎ পুনর্ব্বার সৃষ্ট হইয়া থাকে, আবার যখন রাত্রি উপস্থিত হয়, তখন এই সমস্ত জগৎ আবার তাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয় (ইহা দৈনন্দিন প্রলয়, মহাপ্রলয় অন্যরূপ আছে) (১৮)। এই যত প্রাণী সমূহ দেখিতেছ ইহারা সকলেই আপনাপন অদৃষ্ট বশে [ক] এক একবার প্রকাশিত হইয়া, ব্রহ্মার রাত্রি উপস্থিত হইলে প্রলীন হইয়া যায়, আবার যখন ব্রহ্মার দিন হয় তখন পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হয় (১৯)।

যিনি পূর্ব্বোক্ত অব্যক্ত হইতেও পর, সর্ব্বেন্দ্রিয় মনবুদ্ধির অগোচর সনাতন পদার্থ, যিনি স্রষ্টৃত্ব, পালয়িতৃত্ব, সংহর্ত্তৃত্বাদি

[ক] অদৃষ্ট কাহাকে বলে, তদ্বিষয়ে ধর্ম্মব্যাখ্যায় অতি বিস্তারমতে লিখিত আছে।

উপাধিবিশিষ্ট-ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্তের বিলয় হইয়া গেলেও, বিলীন হয়েন না; (যিনি) ওঁকারস্বরূপ ব্রহ্ম পদার্থ (২০), যাঁহাকে সেই অক্ষরস্বরূপ বলা হইয়াছে তিনিই পরমাগতি; কারণ সেখানে গেলে আর পুনর্ব্বার আসিতে হয় না, সেই আমার পরমধাম (২১)।

হে পার্থ সেই স্থাবর জঙ্গমাবধি প্রকৃতি পর্য্যন্ত সমস্ত জড় পদার্থের অতীত নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব, সর্ব্ব ক্রিয়া গুণ ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত চৈতন্যমাত্র পুরুষ, জীবাত্মার সহিত, অভেদ-জ্ঞানস্বরূপ-ভক্তি দ্বারাই, লব্ধ হইতে পারেন;—যে পুরুষের অন্তর্গত এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে এবং যাঁহার দ্বারা এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত আছে (২২)।

এখন, দেহত্যাগ করিয়া যেপথে গমন করিলে যোগীগণ পুনরাবৃত্ত হয়েন না, আর যে পথে গমন করিলে পুনরাবৃত্তি হয়েন, সেই পথের কথা তোমাকে বলিতেছি (২৩)। যাঁহারা, প্রথমে অগ্ন্যভিমানিনী দেবতা, তৎপর জ্যোতিরভিমানিনী দেবতা, তৎপর দিবাভিমানিনী দেবতা, তৎপর শুক্লপক্ষাভি-মানিনী দেবতা, তৎপর উত্তরায়ণের ষাণ্মাসাভিমানিনী দেবতার আলম্বন করিয়া অর্থাৎ দেবযানে (ক) গমন করেন, সেই ব্রহ্মবিদ্‌ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া, পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন না (২৪)। আর যাঁহারা প্রথমে ধূমাভিমানিনী দেবতা, তৎপর রাত্র্যভিমানিনী দেবতা, তৎপর কৃষ্ণপক্ষাভি-

---

(ক) এই বিষয় বেদান্ত দর্শনে অতি সুবিস্তার মতে বর্ণিত আছে।

মানিনী দেবতা, তৎপর, দক্ষিণায়ণষাণ্মাসষট্‌কাভিমানিনী দেবতার অর্থাৎ পিতৃযানের আলম্বনপূর্ব্বক গমন করেন, সেই যোগীগণ অবশেষে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে আইসেন (২৫)। এই দ্বিবিধ গতিকে শুক্লগতি আর কৃষ্ণগতি বলে। জগতে, প্রাণী সকলের এই দুইপ্রকার গতিই চিরন্তনী। ইহার এক গতির দ্বারা, অপুনরাবৃত্তিলাভ করে, আর একপ্রকার গতির দ্বারা পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে (২৬)। হে পার্থ! এই দুইপ্রকার গতি অবগত হইতে পারিলে কোন যোগীই আর বিমুগ্ধ হয়েন না। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বদাই যোগী হও (২৭)। হে ধনঞ্জয়! তোমার এই সপ্ত প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলা হইল, এই পরমতত্ত্ব যিনি জানেন, তিনি সমস্ত বেদ, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদিতে যে সকল ফলপ্রাপ্তির বিষয় আদিষ্ট আছে, তৎসমস্তই অতিক্রম করিয়া অবশেষে, সেই সনাতনস্থান (ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হয়েন (২৮)।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

ভগবান্ বলিলেন,—হে ধনঞ্জয়! তোমার চিত্তে কোন প্রকার অসূয়াদি-দোষ দেখিতে পাই না, অতএব তুমিই জ্ঞান লাভের উপযুক্ত পাত্র, এজন্য আমি তোমাকে বিজ্ঞানের সহিত অতি গুহ্যতম জ্ঞান উপদেশ করিতেছি, যাহা জানিতে পারিয়া তুমি এই অনন্ত সংসার দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে (১)। এই বিদ্যা সর্ব্ব বিদ্যা শ্রেষ্ঠ, এবং গুহ্য হইতেও গুহ্য, ইহা পরম পবিত্র, এবং উত্তম, এই বিদ্যা মনে মনে প্রত্যক্ষ করা যায়। ইহা পরম ধর্ম্ম এবং অব্যয়, ইহাই পরম শান্তিসুখ প্রদানে সমর্থ (২)। যে পুরুষেরা এই পরমধর্ম্ম পরমজ্ঞানকে অশ্রদ্ধা করে, হে পরন্তপ! তাহারা আমাকে (আত্মাকে) না পাইয়া মৃত্যুসংসারপথে প্রবর্ত্তমান হয় (৩)।

আমার, সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং মন বুদ্ধির অগোচর চৈতন্যমাত্র স্বরূপের দ্বারা, এই অনন্ত জগৎ পরিব্যাপ্তভাবে আছে। রজ্জু প্রকাশিত সর্পের ন্যায়, আমাতেই (চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মতেই) এই সমস্ত জগৎ অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু আমি (ব্রহ্ম) ইহাদের আধেয় পদার্থ নহি। কারণ আমি নিতান্ত নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও নির্দ্ধর্ম্মপদার্থ (৪)। ফলতঃ, ইহাও বুঝিবে যে, এই অনন্ত জগৎ আমাতে আছে বলিয়াই যে জলস্থ মৃত্তিকার ন্যায় বিশেষরূপে সংসর্গী হইয়া আছে তাহা নহে; কারণ আমি অসংসর্গী পদার্থ। তবে কিনা পদ্মপত্রে জল থাকিলেও যেরূপ অসংসর্গী ভাবেই থাকে, এই অনন্ত জগৎও সেইরূপ অসংসর্গী হইয়াই আমাতে আছে। আমি ভূতের আধার অথচ ভূতস্থিত

নহি,আমি ভূতভাবন অথচ ভূতের সহিত আমার বাস্তবিক কোন সম্বন্ধ নাই, মায়ার সহিত আমার বিমিশ্রিত সম্বন্ধ নাই। এই আশ্চর্য্য ঘটনা আমারই মাহাত্ম্য প্রকাশ জানিবে (৫)। আকাশ-স্থিত এই সর্ব্বগ-মহান্ বায়ু যেরূপ সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে, অথচ আকাশের সহিত বায়ুর মিশ্রতা সম্পাদক কোন সম্বন্ধ নাই; সেইরূপই এতৎসমস্ত বিশ্ব আমাতে (ব্রহ্মেতে) অবস্থিতি করিতেছে, অথচ আমার সহিত ইহার মিশ্রতা নাই।

যখন মহাপ্রলয় হয় তখন এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়, আবার যখন প্রলয়াবসান হয়, তখন আমিই, (প্রকৃতির আশ্রয়ে ঈশ্বর হইয়া) সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমি আমার নিজ প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া এই অবিদ্যা-পরবশ প্রাণীসমূহকে, স্বভাববশাৎ বারম্বার সৃষ্টি করিয়া থাকি (৮): কিন্তু আমি (ব্রহ্ম) ঐ সকল সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়াতে এককালে অনাশক্ত এবং উদাসীন ভাবে আছি. অতএব, হে ধনঞ্জয়! ঐ সকল কর্ম্ম আমাকে (আত্মাকে) নিবদ্ধ করিতে পারে না (৯)। কারণ সৃষ্ট্যাদি কার্য্যেতে আমি (আত্মা) কেবল সাক্ষী, দ্রষ্টা স্বরূপে থাকিলেই ত্রতাত্মিকা প্রকৃতি এই সচরাচর জগৎকে প্রসব করিয়া থাকে, হে কৌন্তেয়! এই হেতুতেই এই অনন্তজগৎ স্থিতি এবং লয়াবস্থাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে (১০)। যাহারা বিমূঢ়চেতা, তাহারা আমার এই সর্ব্বভূত মহেশ্বরভাব জানিতে পারে না, এবং আমি এই মনুষ্যাকার দেহধারণপূর্ব্বক মনুষ্যের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া, আমাকে মনুষ্য বলিয়াই জানে এই কারণে তাহারা মহামোহকরী (দেহ ও আত্মার একতা

জ্ঞান সম্পাদিকা)° রাক্ষসী এবং আসুরী প্রকৃতির (স্বভাব) গ্রহণ করিয়া বৃথাশা, বৃথাকর্ম্ম, বৃথাজ্ঞান বিকৃতচেতা হয় (১২)। হে পার্থ! যাঁহারা দৈবী প্রকৃতি বিশিষ্ট, সেই মহাত্মাগণ আমাকে সমস্ত জগতের আদি এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়াদির অগোচর বস্তু জানিয়া, একমনে উপাসনা করেন (১৩)। এবং দৃঢ়ব্রত, সংযতেন্দ্রিয়, সংযতমনাঃ, এবং নিত্যযুক্ত হইয়া অতিশয় ভক্তি সহকারে সর্ব্বদা নমস্কার, গুণ কীর্ত্তনাদিদ্বারা আমাকে আরাধনা করেন (১৪)। কেহবা জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা (জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদজ্ঞানের দ্বারা) আমাকে আরাধনা করে, (বস্তুতঃ সেই অভেদ জ্ঞান স্থির রাখার নিমিত্ত চেষ্টা বিশেষ বা সমাধি, তাহাই তাঁহাদের উপাসনা,) আর কেহবা আদিত্য, চন্দ্রাদিরূপে অবস্থিত পৃথক্ পৃথক্ আকারেই আমাকে উপাসনা করে, কেহ বা আরও কত অসংখ্যরূপে উপাসনা করে (১৫)। কিন্তু আমার তত্ত্ব জানিয়া যে কোনপ্রকারে উপাসনা করে তাহাতেই আমার (পরমেশ্বরের) উপাসনা করা হয়। আর ভ্রান্তিদৃষ্টিতে উপাসনা করিলে কেবল সেই আকৃতিরই উপাসনা হয়। কারণ আমিই সমস্ত স্বরূপ, আমি বেদোক্ত কর্ম্ম স্বরূপ, আমি স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মস্বরূপ,—আমি স্বধার স্বরূপ, আমিই ধান্য যবাদি ঔষধ স্বরূপ, আমি মন্ত্র স্বরূপ, আমিই আজ্য স্বরূপ, আবার অগ্নি স্বরূপও আমি, হোমক্রিয়াও আমি (১৬)। আমিই এই জগতের পিতা, আমি এই জগতের মাতা এবং বিধাতা (কর্ম্ম ফলের বিধান কর্ত্তা) এবং পিতামহ, আর পরম পবিত্র চান্দ্রায়ণাদিব্রতও আমি, আমিই এক মাত্র জ্ঞেয় বস্তু, এবং ওঁ কার, আর ঋক্, যজু, ও

সামবেদও আমি (১৭)। আমিই গতি, আমিই ভর্ত্তা, আমিই প্রভু আমিই সাক্ষী, আমিই আশ্রয়, আমিই শরণ, আমিই সুহৃৎ, আমিই উৎপত্তির স্থান, আমিই বিলয়ের স্থান, আমিই নিধান, আমিই অনন্তব্রহ্মাণ্ডের বীজস্বরূপ ও অব্যয় (১৮)। আমি সূর্য্যস্বরূপে উত্তাপ প্রদান করিতেছি, আমি বর্ষার চারি মাসে জলবর্ষণ করি, আমিই আবার অন্তকালে জলের আকর্ষণ-পূর্ব্বক সংগ্রহ করি। হে অর্জ্জুন! আমিই, অমৃত, আমিই মৃত্যু, আমিই সৎ, এবং অসৎ (১৯)।

যে সকল ত্রিবেদবিৎ পণ্ডিত কামনাবশগ হইয়া যজ্ঞশেষ সোমপান পূর্ব্বক, নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া স্বর্গগতি প্রার্থনা করেন তাঁহারা সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত পূর্ব্বক মহান্ পবিত্র দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গরাজ্যে নানাপ্রকার দিব্য দেবভোগ উপভোগ করেন (২০)। কিন্তু তাহা চিরস্থায়ী হয় না—তাঁহারা বহুকাল পর্য্যন্ত ঐ সুবিসাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া, পুণ্যের ক্ষয় হইয়া গেলে, পুনর্ব্বার এই মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। ভোগকামনার বশবর্ত্তী হইয়া বৈদিক কর্ম্মের অনুসরণ করিলে এইরূপ জন্ম মৃত্যুমার্গই প্রাপ্ত হইয়া থাকে (২১)। কিন্তু নিষ্কামভাবে বেদ বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। আর যাহারা অনন্যভাবে অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত অভিন্নভাবে আমাকে (ঈশ্বরকে) ধ্যান করত উপাসনা করে, সেই নিত্যাভিযুক্ত ব্যক্তিদের যোগক্ষেমের ভার আমিই বহন করিয়া থাকি (২২)। [ক] যাহারা সকাম যজ্ঞানুষ্ঠানে জীবাত্মা

[ক] কোন বস্তুলাভ করায় নাম যাগ, তাহার রক্ষা করার নাম ক্ষেম।

হইতে বিভিন্নভাবে ইন্দ্রাদি দেবতায়, শ্রদ্ধা ভক্তির সমন্বিত হইয়া পূজা করেন, তাঁহারাত পারমার্থিক দৃষ্টিতে আমাকেই (আত্মাকেই) ভজন করেন। আমি (আত্মা) ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু কিছুই নাই। তবে কিনা ঐরূপ তত্ত্বজ্ঞান পূর্ব্বক ভজন করা হয় না, অর্থাৎ "এক অদ্বিতীয় আত্মাই যে সমস্ত পদার্থ এবং তদ্ব্যতীত আর কোন পদার্থ নাই, ইন্দ্রাদির উপাসনাও পরমাত্মাই উপাসনা, আর যিনি উপাসক (জীব) তিনিও সেই পরমাত্মাস্বরূপ," এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান পূর্ব্বক ঐ উপাসনা করা হয় না (২৩)। কারণ আমি যখন সর্ব্বস্বরূপ তখন আমিই ইন্দ্র চন্দ্রাদিরূপে সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু, আবার সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব ও অধিযজ্ঞত্বাদিরূপেও আমিই প্রভু, আমিই ভোক্তা। কিন্তু তথাপি আমার (পরমাত্মার) এই প্রকৃত তত্ত্ব না জানিয়াভজন করে বলিয়া তাহারা মুক্ত হইতে পারে না, আবার পৃথিবীতে আইসে, কেন না তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্ত হইতে পারে না (২৪)। পরকালে তাহাদের কিরূপ গতি হয় তাহাও বলিতেছি শুন,—যাহারা আত্মতত্ত্ব অনবগত হইয়া কামনাবশে ভেদজ্ঞান পূর্ব্বক যজ্ঞাদি দ্বারা এক এক দেবতার আরাধনা করেন, তাঁহারা সেই সেই দেবত্বই প্রাপ্ত হয়েন, যাঁহারা পিতৃ পূজা পরায়ণ তাঁহারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়েন, যাঁহারা গণপূজক তাঁহারা তদ্বৎ গণত্ব লাভ করেন, আর যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান পুরঃসর আমাকে (পরমাত্মাকে) চিন্তা করেন তাঁহারা আমাকেই (পরমাত্মাকেই) প্রাপ্ত হয়েন (২৫)। যিনি জ্ঞান সহকারে ইন্দ্রিয় এবং মনের সংযম পূর্ব্বক ভক্তিযুক্ত হইয়া আমাকে

পত্র, পুষ্প, ফল, ও জলাদি অর্পণ করেন তাঁহার সেই ভক্ত্যুপ-হার আমি গ্রহণ করিয়া থাকি (২৬)।

অতএব, হে কৌন্তেয়! তুমিও যেকোন শাস্ত্রীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, আর স্বতঃপ্রাপ্ত যে আহার কর, যে হোমাদি কর, যে দান কর, যে তপস্যা কর, তৎসমস্তেরই প্রেরয়িতা স্বরূপে আমাকে জানিয়া তাহার ফল আমাতেই সমর্পণ করিও; নিজের কর্তৃত্ব বোধে উহার ফল কামনা করিও না (২৭)। তাহা হইলে আর কোন কার্য্যের নিমিত্ত তোমার দায়িত্ব থাকিবে না। এবং শুভাশুভ ফলদায়ক অদৃষ্ট বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে। তোমার নিজের কর্তৃত্ব বিশ্বাস এবং ফল কামনা না থাকিলে, কোন কর্ম্ম দ্বারাই শুভাশুভ অদৃষ্ট জন্মিতে পারিবে না। এবং এইরূপ সংন্যাস যোগের দ্বারা যুক্ত হইয়া সংসার দুঃখের বিমুক্তি লাভ করত আমাকে (পরমাত্মাকে) লাভ করিতেপারিবে (২৮)। কিন্তু আমি যে সন্তোষ বশবর্ত্তী হইয়া ভক্তদিগকে এইরূপ ফল দান করি, আর যাহারা ঈশ্বর ভক্ত নহে তাহাদের উপর বিরক্ত হইয়াই তাহাদিগকে এই ফল দিই না, তাহা নহে, কারণ আমি সর্ব্ব প্রাণী সম্বন্ধেই সমদর্শী। বাস্তবিক পক্ষে আমার দ্বেষ্যও কেহ নাই, আর প্রিয়ও কেহ নাই। তবে কিনা, যাহারা ভক্তিজ্ঞান সহকারে পূর্ব্বোক্ত মতে আমাকে আরাধনা করে, তাহারা সেই সেই ক্রিয়ার শক্তি প্রভাবেই, অত্যন্তঘনিষ্ঠ হইয়া আমাতে নিবিষ্ট হইয়া যায়, আবার আমিও তাহাদের ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়ি, অর্থাৎ অভেদ হইয়া যায়, সুতরাং তাহারা সংসার যাতনা পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক বিমুক্তি লাভ করে (২৯)।

অধিক কি, পূর্ব্বে যদি অতিশয় দুরাচারও থাকে, আর পরে অনন্যভাক্ হইয়া,—আমাকে (পরমাত্মাকে) অন্যরূপে না জানিয়া জীবাত্মার অভেদে জ্ঞান করিয়া—ভজনা করে, তবে তখন তাহাকে সাধু বলিয়াই মনে করিতে হইবে; কারণ তখন সে সম্যক্ ব্যবসিত, অর্থাৎ সত্য নিশ্চয় সম্পন্ন হইয়াছে (৩০)। এবং প্রকৃতরূপে আমার উপাসনা করিতে পারিলে সে ঐ সকল বাহ্য দুরাচারতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইতে থাকে, আর ক্রমে ক্রমে শান্তি লাভ করিতে থাকে; হে কৌন্তেয়! তুমি ইহা নিশ্চয়ই জানিবে যে আমার ভক্ত (ঈশ্বর ভক্ত) কখনই বিনষ্ট হইতে পারে না (৩১)। কেননা, যাহারা প্রকৃতরূপে আমাকে (ঈশ্বরকে) সম্যক্ আশ্রয় করিতে পারে, তাহারা পাপ যোনি স্বরূপ হইলেও; অর্থাৎ পাপ ফলে যে জাতীয় জন্ম লাভ হয় সেই জাতীয়;—যথা স্ত্রীলোক, বৈশ্য, এবং শূদ্র ইত্যাদি—হইলেও পরমাগতি (মুক্তি) লাভ করিতে পারে (৩২)। অতএব আমার (ঈশ্বরের) ভক্ত পরম পবিত্র ব্রাহ্মণ আর রাজর্ষিদিগের কথা আর কি বলিব। (ক) অতএব তুমিও এই অনিত্য ও সুখলেশশূন্য কেবল দুঃখময় মনুষ্য লোক প্রাপ্ত হইয়া ইহাতে বিমোহিত না হইয়া আমাকে (আত্মাকে) ভজন কর (৩৩)। কিরূপে আমাকে ভজন করিবে তাহা বলিতেছি শুন; তুমি সর্ব্বদা মন্মনা,—

(ক) অর্থাৎ যাঁহারা পবিত্র ব্রাহ্মণ বা পবিত্র ক্ষত্রিয় অর্থাৎ রাজর্ষি তাঁহারা অনায়াসেই পরম গতি লাভ করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা নীচ তাহারাও আমাকে অবশ্যই পাইতে পারে।

ঈশ্বরার্পিত চিত্ত—হইয়া অবস্থিত কর, ভক্ত হও, বিষয়ানুরাগ সকল গুটাইয়া লইয়া ঈশ্বরেতেই সেই সর্ব্বানুরাগ নিবেশিত কর, মদ্যাজী হও, অর্থাৎ ঈশ্বরের পূজা পরায়ণ হও, এবং আমাকে (ঈশ্বরকে) নমস্কার কর, এইরূপে মৎ পরায়ণ হইয়া সমাহিত হইতে হইতেই আমাকে (পরমাত্মাকেই) প্রাপ্ত হইতে পারিবে (৩৪)।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত

দশম অধ্যায়।

ভগবান্ বলিলেন,—হে মহাবাহো। তুমি আবার অন্যান্য পরম তত্ত্ব বিষয়ক কথা আমার নিকট শ্রবণ কর; কারণ আমি বেশ অনুভব করিতেছি যে আমার কথা শুনিয়া তুমি অমৃত পানের ন্যায় তৃপ্তি সুখানুভব করিতেছ, অতএব তোমার হিতের নিমিত্ত আমি আরও অনেক কথা বলিব (১)।

কি দেবগণ কি মহর্ষিগণ কেহই আমার উৎপত্তির কথা বলিতে পারেন না, কারণ আমার উৎপত্তি নাই সুতরাং আমি (পরমাত্মা) সমস্ত দেবগণ ও মহর্ষিগণের পূর্ব্বেও সকলের কারণ স্বরূপে অবস্থিত ছিলাম (২)।

যিনি, সর্ব্বলোকমহেশ্বরস্বরূপ—আমাকে অজাত এবং সমস্ত জগতের কারণ স্বরূপে অবগত আছেন, তিনিই এই

মনুষ্যলোকে মোহ পরিবর্জ্জিত লোক, এবং তিনি সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন (৩)। হে ধনঞ্জয়! প্রাণিগণের মধ্যে যে বুদ্ধি, জ্ঞান, অসং মোহ, ক্ষমা, সত্য দম, সম, সুখ, দুঃখ, উৎপত্তি, বিনাশ, ভয়, অভয়, (৪) অহিংসা সমতাতুষ্টি তুষ্টী, তপস্যা, দান, যশ, অযশ, ইত্যাদি নানা-বিধ ভাব আছে তাহা উহাদের আপনাপন কর্ম্মানুসারে আমা হইতেই লাভ করিয়া থাকে (৫)। পূর্ব্বেকার সপ্ত মহর্ষি (ভৃগু প্রভৃতি) এবং চারি জন সাবর্ণ মনু ইহারা আমারই ইচ্ছামাত্রে মদীয় শক্তি সম্পন্ন হইয়া জন্মিয়াছিলেন,— যাঁহাদের হইতে এই স্থাবর জঙ্গম প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে (৬)।

আমার এইরূপ বিস্তার ও যোগৈশ্বর্য্য সামর্থ্য এবং সর্ব্ব-জ্ঞতাদি বিষয়, যিনি তত্ত্বতঃ অবগত হয়েন, তিনি নিশ্চয়ই অবিচলিত আত্মজ্ঞান স্বরূপ, যোগ লাভ করিতে পারেন (৭)। সেই পণ্ডিতগণ, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত চৈতন্যমাত্র স্বরূপ আমিই যে, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিকারণ এবং আমা হইতেই যে এই ব্রহ্মাণ্ড সকল রক্ষিত পরিবর্ত্তিত ও বিনষ্ট হই-তেছে এইরূপ জানিয়া পরমার্থ তত্ত্বে অভিনিবেশ পূর্ব্বক আমাকে ভজন করেন (৮)। তাঁহারা মচ্চিত্ত ও মদ্গত প্রাণ হইয়া পরস্পরে আমার তত্ত্ব আলাপ করিয়া এবং পরস্পরকে বুঝাইয়া দিয়া অধিকতর আনন্দিত এবং আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া থাকেন (৯)।

উক্ত প্রকার যোগযুক্ত হইয়া নিষ্কাম ভক্তি সহকারে আমাকে (ঈশ্বরকে) আরাধনা করিতে করিতে অবশেষে আমি (ঈশ্বর) তাহাদিগকে বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান

করি, তদ্বারা তাহারা আমাকে (পরমাত্মাকে) পাইতে পারে (১০)
উক্ত প্রকারে ভজনকারী ব্যক্তিদিগেরই অনুকম্পার্থ আমি
তাহাদের অন্তঃকরণে থাকিয়া তত্ত্বজ্ঞান স্বরূপ উজ্জ্বল প্রদীপের
দ্বারা অজ্ঞান জনিত অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া থাকি (১১)।

অর্জ্জুন বলিলেন,—আপনি যে পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম,
পরম পবিত্র, আদিদেব, দিব্য, বিভু, অজ, ও সাশ্বত পুরুষ (১২)।
তাহা সমস্ত ঋষিগণ এবং দেবর্ষি নারদও বলিয়া থাকেন,
বিশেষতঃ অসিত, দেবল ও ব্যাসদেব এইরূপই বলিয়া থাকেন
এবং অপনি স্বয়ং ইহাই আমাকে বলিতেছেন (১৩)।
আমি এতৎসমস্তই যথার্থ বলিয়া জানি, হে কেশব! আপনি
যাহা কহিতেছেন তৎসমস্তই সম্পূর্ণ সত্য, হে ভগবান্!
দেব ও দানবাদি কেহই যে আপনার প্রভব জানিতে পারেন
না তাহা সত্য, হে পুরুষোত্তম! আপনি স্বয়ংই আপনাকে
জানিতে পারেন, হে ভূতভাবন! হে সমস্ত ভূতের পরমেশ্বর!
হে দেবদেব! হে জগৎপতে (১৫)! আপনি কৃপা প্রকাশে
আপনার দিব্য বিভূতি সকল আমাকে বলিলে কৃতার্থ হইতে
পারি,—যে বিভূতির দ্বারা আপনি এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়া-
ছেন (১৬)। হে যোগাশ্বর! কিরূপে চিন্তা করিলে আমি
আপনাকে জানিতে পারিব, হে ভগবন! কি কি ভাবে আপনি
আমার চিন্তনীয় হইতে পারেন (১৭), হে জনার্দ্দন! আপনার
সেই সকল ঐশ্বর্য্য এবং বিভূতি আবার বিস্তারক্রমে বলুন,
আমি শ্রবণ মুখের দ্বারা আপনার অমৃতময় তত্ত্ব কথা পান
করিয়া তৃপ্তি (অনাকাঙ্ক্ষাভাব) লাভ করিতে পারি না; যত
শুনি ততই আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি হইতে থাকে (১৮)।

ভগবান্ বলিলেন,—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তোমার প্রার্থনানুসারে আমার দিব্য বিভূতি সকল বলিতেছি, কিন্তু আমি অনন্ত শক্তি সম্পন্ন, অতি বিস্তৃত পদার্থ অতএব আমার বিভূতির অন্ত নাই, সুতরাং তুমি জন্ম সহস্র পর্য্যন্ত শুনিলেও আমার সমস্ত বিভূতি জানিতে পারিবে না অতএব প্রধান প্রধান কএকটি বিভূতির কথা বলিতেছি শুন (১৯)।

হে গুড়াকেশ! সর্ব্ব ভূতের অন্তর্হৃদয়স্থিত যে প্রত্যক চৈতন্য স্বরূপ আত্মা, তাহাই আমি, কিন্তু তাহা চিন্তা করা সম্ভবে না এজন্য এই সকল গুণ যোগের দ্বারা আমাকে (পরমাত্মাকে) চিন্তা করিতে হয়, সেই গুলিই ক্রমে তোমায় বলিতেছি,—আমি সমস্ত ভূতের উৎপত্তি কারণ অর্থাৎ স্রষ্টা, পালনকর্ত্তা, এবং লয়স্থান অর্থাৎ সংহার কর্ত্তা, অতএব এই স্রষ্টৃত্ব পালয়িতৃত্ব, এবং সংহর্তৃত্ব গুণযোগের দ্বারা আমাকে চিন্তা করিতে পার (২০)। তৎপর, দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিগণের মধ্যে আমি অংশুমালী সূর্য্য, মরুদ্দেবতার মধ্যে আমি মরীচি নামক দেবতা, পররশ্মি দ্বারা দীপ্তিমান্ পদার্থের মধ্যে আমি চন্দ্র (২১), আমি বেদের মধ্যে সাম বেদ, দেবতার মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন, এবং প্রাণীর মধ্যে চেতনা (২২), আমি রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, এবং যক্ষ রক্ষগণের মধ্যে কুবের (২৩), আমি বসুগণের মধ্যে অগ্নি, পর্ব্বতের মধ্যে সুমেরু, হে পার্থ! আমাকেই পুরোহিতগণের মুখ্য পুরোহিত স্বরূপ বৃহস্পতি বলিয়া জানিবে, আমি সেনানির মধ্যে কার্ত্তিক, জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র, (২৪)। মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্যের মধ্যে প্রণব (ওঁকার) এবং যজ্ঞের মধ্যে ধ্যান

যজ্ঞ, আর স্থাবরের মধ্যে হিমালয়। (২৫) সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে আমিই অশ্বত্থ, আমি দেবর্ষির মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বের মধ্যে চিত্ররথ, এবং সিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে কপিল মুনি। (২৬) অশ্বের মধ্যে আমাকে অমৃতোদ্ভব উচ্চৈঃশ্রবা বলিয়া জানিবে, গজেন্দ্রের মধ্যে ঐরাবত বলিয়া জানিবে এবং আমাকেই মনুষ্যের মধ্যে নরাধিপ দেহধারী জানিবে (২৭)।

আমি অস্ত্রের মধ্যে বজ্র, ধেনুর মধ্যে কামধেনু, এবং সর্ব্ব প্রাণি জনন কারণ কন্দর্পও আমি। আমি সর্পের মধ্যে বাসুকি, (২৮) নাগের মধ্যে অনন্ত, এবং জলবাসী দেবগণের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা, এবং নিয়ন্তার মধ্যে যম (২৯)। দৈত্যের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, এবং কলনসীল (গননকারক) পদার্থের মধ্যে আমি কাল, পশুর মধ্যে আমি সিংহ, পক্ষীর মধ্যে গরুড়, (৩০) পাবন পদার্থে বায়ু, শস্ত্র ধারীর মধ্যে রাম, মৎস্যের মধ্যে মকর এবং স্রোতস্বিণীর মধ্যে জাহ্নবী (৩১)। সৃষ্টির মধ্যে আমি আদি, আমিই অন্ত এবং আমিই মধ্য। হে অর্জ্জুন; আমি, বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যা, এবং বক্যের মধ্যে বাদ, (সদ্বিচার) (৩২) বর্ণের মধ্যে আমি অকার, সমাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব, আমিই অক্ষয় কাল, আমি বিশ্বমুখ বিধাতা, (৩৩) আমি সর্ব্বহর মৃত্যু, আমি ভবিষ্যত জগতের বীজ স্বরূপ, আমি কীর্ত্তি, আমি শ্রী, আমি স্ত্রীলোকদিগের অমৃত ময় বাক্য, আমি স্মৃতি, আমি মেধা, আমি ধৃতি, আমি ক্ষমা, (৩৪) আমি সামের মধ্যে বৃহৎসাম, ছন্দের

মধ্যে গায়ত্রী, মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ, এবং ঋতুর মধ্যে বসন্ত, (৩৫) ছলকারক ক্রিয়ার মধ্যে আমি অক্ষ ক্রীড়া, আমি তেজস্বীর তেজ, আমি জয় শীলের জয়, ব্যবসায়ীর ব্যবসা, এবং বলবানের বল, (৩৬)। বিষ্ণু বংশের মধ্যে আমি কৃষ্ণ, (ক) এবং পাণ্ডবের মধ্যে ধনঞ্জয়, আমি

(ক) ভগবানের "আমি, এবং আমার" ইত্যাদি কথার যদি কৃষ্ণাকৃতি মাত্র বুঝায় তবে "বৃষ্ণিবংশের মধ্যে আমি কৃষ্ণ" একথা বলা সঙ্গত হয়না, কারণ কৃষ্ণাকৃতিই যদি ভগবানের "আমি" শব্দের লক্ষ্য হয় তবে অর্জ্জুন তাহা সাক্ষাতেই দেখিতেছেন, তাঁহার নিকট "আমি কৃষ্ণ বংশের মধ্যে কৃষ্ণ" এই কথা বলা উন্মত্ত উলাপের ন্যায় হইয়া পড়ে। ফলতঃ প্রকৃতি পুরুষাত্মক পরমেশ্বরই সর্ব্বত্র "আমি আমার" ইত্যাদি শব্দের লক্ষ্য, তাই যে যে স্থানে যে যে উপাধিতে তাহার কিছু কিছু ঐশ্বর্য্য বা পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যের বিকাশ আছে, তাহাই অর্জ্জুনের উপাসনা সাধনের নিমিত্ত "আমি অমুক আমি অমুক" এইরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, তন্মধ্যে বিশেষ এই যে পর্ব্বত, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতিতে যৎকিঞ্চিৎ যৎকিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্যের বিকাশ, এবং শিব, দুর্গা, বিষ্ণু, কৃষ্ণ প্রভৃতি উপাধিতে পূর্ণ ঐশ্বর্য্যের বিকাশ আছে। অতএব কৃষ্ণের আত্মা, বিষ্ণুর আত্মা, শিবের আত্মা ও দুর্গাদির আত্মা, এতৎসমস্তই ঈশ্বরের আত্মা। আমার, ইহাদের পৃথক পৃথক আত্মা নহে, সকলেরই একমাত্র আত্মা, একই ঈশ্বরের আত্মা, কৃষ্ণ দেহের সহিত সম্বন্ধ হইয়া কৃষ্ণ,

মুনির মধ্যে ব্যাস, কবিগণের মধ্যে শুক্রাচার্য্য (৩৭); আমি শাসকের দণ্ডস্বরূপ, আমি জিগীষুদিগের নীতি; আমি গুহ্যের মধ্যে মৌন, এবং জ্ঞানবানের জ্ঞান, (৩৮) হে অর্জ্জুন! সর্ব্ব ভূতের মধ্যে যাহা কিছু বীজ তৎসমস্তই আমি তবে এই যাহা কিছু বলিলাম ইহা কেবল এই সকল বিশেষ বিশেষ ভাবের দ্বারায় আমাকে উপাসনা করায় নিমিত্ত। বাস্তবিক পক্ষে ভাল, মন্দ, উচ্চ নীচ যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই আমি, অধিক কি এই সমস্ত সচরাচর জগন্মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা আমি নই (৩৯); হে পরন্তপ! তোমাকে কত বলিব, আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নাই, তবে এই উদ্দেশ ক্রমে কোন স্বল্প বিস্তর কিছু মাত্র বলিলাম (৪০); যাহা কিছু বিভূতিমৎ এবং শ্রীমৎ এবং উর্জ্জস্বল বস্তু দেখিবে, (৪১) তাই আমার তেজের অংশ সম্ভব বলিয়া জানিবে, অথবা হে অর্জ্জুন! এত বহু জানিয়া কি হইবে সংক্ষেপে এই জান আমি এক অংশ দ্বারায় এই সমস্ত জগতই ব্যাপিয়া রহিয়াছি (৪২)। অতএব এসংসারে যে কোন বস্তু লক্ষ্য করিয়া আমাকে উপাসনা করিতে ইচ্ছা হয় তাহাই করিবে। তাহাতেই আমার উপাসনা হয় সন্দেহ নাই।

দশমাধ্যায় সমাপ্ত

বিষ্ণু উপাধির সহিত সম্বন্ধ হইয়া বিষ্ণু, ও শিবাদি আকৃতির সহিত সম্বন্ধ হইয়া শিবাদি নাম গ্রহণ করেন

একাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন বলিলেন, আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশে আপনি যে সকল পরম গুহ্য অধ্যাত্ম তত্ত্ববিষয়িণী কথা বলিলেন তদ্দ্বারায় আমার মোহ বিদূরিত হইয়াছে (১)। এখন আর একটি বিষয়ের নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কুতূহল হইয়াছে হে পদ্মপলাশ লোচন! আপনা হইতেই যে এই অনন্ত বিশ্বের উৎপত্তি ও লয়াদি হইয়া থাকে তাহা আমি বিস্তরক্রমে শ্রবণ করিয়াছি, আপনার অব্যয় মাহাত্ম্যও শুনিয়াছি, (২)। কিন্তু হে পরমেশ্বর! হে পুরুষোত্তম! আপনি আপনার নিজের অবস্থার বিষয় যেরূপ বলিলেন, সেই ঈশ্বরীয় রূপ বা ঐশিকঅবস্থাটি আমি একবার দেখিতে ইচ্ছা করি (৩)। হে প্রভো! হে যোগেশ্বর! আমাকে যদি ঐশ্বরিক রূপ সন্দর্শনের উপযুক্ত মনে করেন, তবে আপনার সেই অব্যয়রূপে একবার আমাকে দেখা দিয়া চরিতার্থ করুন (৪)।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে পার্থ! তুমি ঐশিকরূপ সন্দর্শনের অধিকারী, অতএব আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতেছি, আমার যে নানাপ্রকার, নানাবর্ণ, নানাআকৃতি বিশিষ্ট শত সহস্র দিব্য রূপ আছে তাহা দর্শন করিয়া তুমি পরম তৃপ্তি লাভ কর (৫)। হে ভারত! এই দেখ দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঊনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণ এবং আরও নানাপ্রকার আশ্চর্য্য ঘটনা যাহা তুমি কখন দেখ নাই তৎসমস্ত আমা হইতে অভিন্নভাবে আমাতে অবস্থিতি করিতেছে (৬)। অধিক কি, হে গুড়াকেশ! এই নিখিল সচরাচর

জগৎ যে একমাত্র আমার দেহে অবস্থিতি করিতেছে অদ্য তাহা সন্দর্শন কর, ইহা ব্যতীত আর যদি কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর তাহাও দেখিতে পাইবে (৭)। কিন্তু এই চর্ম্ম চক্ষুর দ্বারা ঐশ্বরিক রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে না, অতএব আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিলাম, এই দিব্য চক্ষু দ্বারা আমার ঐশ্বরিক রূপ ও প্রভাব সন্দর্শন কর।

সঞ্জয় বলিলেন, হে মহারাজ! মহা যোগেশ্বর হরি, এইরূপ বলিয়া পরে শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে, সেই পরম, ঐশিক আকৃতি সন্দর্শন করাইলেন (৯)। সেই অদ্ভুত আকৃতিতে অসংখ্য বক্ত্র, অসংখ্য নয়ন, অসংখ্য দিব্যাভরণ, অসংখ্য অস্ত্র শস্ত্র পরিশোভিত দিব্য ধনু, এবং আরও কত অসংখ্য অদ্ভুত দৃশ্যসকল দৃষ্ট হইয়াছিল (১০)। তখন দিব্য মাল্য, দিব্য অম্বর, এবং দিব্য গন্ধের অনুলেপনাদি দ্বারা সেই অদ্ভুত আকৃতির শোভা বর্দ্ধন হইয়াছিল, সে দেহ সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, তাহা অনন্ত, তাহা বিশ্বের যোনিস্বরূপ, এবং অতুল প্রভা সম্পন্ন (১১)। অধিক কি বলিব ঠিক্ এক সময়েই যদি সহস্র মার্ত্তণ্ডের জ্যোতি গগণ মণ্ডলে সমুথিত হয়, তবে বোধ হয় সেই ঐশিক আকৃতির জ্যোতির সমতা গ্রহণ করিতে পারে (১২)। পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুন তখন, সেই দেব দেবের দেহে এই অনন্ত জগৎকে যথাবিভাগে অবস্থিত দেখিয়াছিলেন (১৩)। এইরূপ অদ্ভুত আকৃতি দেখিয়া, ধনঞ্জয় অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট ও রোমাঞ্চিত কলেবরে সেই দেবকে নত শিরে প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন (১৪)।

অর্জ্জুন বলিলেন, হে দেব! আমি এখন অতি অদ্ভুত ঘটনা অবলোকন করিতেছি, আপনার দেহের মধ্যে আমি সমস্ত দেবগণ সন্দর্শন করিতেছি, এবং এই স্থাবর জঙ্গম সমস্তই দেখিতেছি আপনার দেহ মধ্যে কমলাসন ব্রহ্মা, রুদ্র, সমস্ত ঋষি মণ্ডল, এবং বাসুকি প্রভৃতি দিব্য উরগগণ সন্দর্শন করিতেছি, হে বিশ্বরূপ! আমি আপনাকে সহস্র সহস্র বাহু, সহস্র সহস্র উদর, সহস্র সহস্র বক্ত্র, সহস্র সহস্র নেত্রযুক্ত আকৃতি বিশিষ্ট দেখিতেছি, আমি সকল দিকেই আপনার অনন্ত অবস্থা দেখিতেছি, হে বিশ্বেশ্বর! আমি আপনার আদি, মধ্য, বা অন্ত কিছুই দেখিতে পাই না (১৬)। অথচ কিরীটধারী, গদাধারী এবং চক্রধারী, এবং সর্ব্বতোদীপ্তিমন্ত তেজোরাশি স্বরূপে দেখিতেছি, হে বাসুদেব! আপনার, প্রদীপ্ত বহ্নি ও প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় অপ্রমেয় জ্যোতি ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতেছে, এজন্য অতি কষ্টে আমি আপনাকে দৃষ্টি করিতে পারি (১৭)। এখন আমি বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি যে আপনিই সেই অক্ষর স্বরূপ, আপনি পরম বেদিতব্য (পরমাত্মা) বস্তু, আপনিই বিশ্বের চরম আশ্রয় স্থান, আপনি অব্যয়, আপনি সনাতন পুরুষ, আপনিই সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক, (১৮)। আপনার আদি, অন্ত ও মধ্য আমি কিছুই দেখিতেছি না, আমি আপনাকে অনন্ত বীর্য্যসম্পন্ন ও অনন্ত বাহু, দেখিতেছি, চন্দ্র এবং সূর্য্যকে আপনার নেত্র স্বরূপে দেখিতেছি, আপনার মুখ মণ্ডলে প্রদীপ্ত হুতাশন জ্বলিতেছে, আপনি নিজের তেজোরাশীর দ্বারা এই অনন্ত বিশ্বকে সন্তাপিত করিতে-

ছেন (১৯)। আমি এই পৃথিবী এবং স্বর্লোকের মধ্যে যতট দেখিতে পাই তৎসমস্তই আপনাদ্বারা পরিব্যপ্ত দেখিতেছি দশদিক্ ও আপনার দ্বারা পরিব্যাপ্ত ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, হে মহাত্মন! আমার বোধ হইতেছে যে আপনার এই উগ্রতর অদ্ভুতরূপ সন্দর্শন করিয়া ত্রিলোকস্থ প্রাণীগণ যেন ভীত ভাবে অবস্থিতি করিতেছে (২০)। কারণ আমি দেখিতেছি, যে এই সকল ভীষ্মাদি দেহধারী সুরবীরগণ যেন আপনার মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, আবার কেহ কেহ যেন ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিভাবে আপনাকে স্তব করিতেছেন, আবার বশিষ্টাদি মহর্ষিগণ যেন স্বস্তি বাক্য বলিয়া অতি সুবিস্তীর্ণ স্তুতির সহিত আপনাকে সন্দর্শন করিতেছেন; আবার এই রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, বিশ্ব দেবগণ, অশ্বিনীকুমার দ্বয়, মরুদগণ, উষ্মপা প্রভৃতি পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, সুরগণ, এবং সিদ্ধগণ, ইঁহারা সকলেই বিস্মিত হইয়া আপনাকে সন্দর্শন করিতেছেন. (২২), হে মহাবাহো! আপনার এই, অসংখ্য বক্ত্র, অসংখ্য নেত্র, অসংখ্য বাহু, অসংখ্য উরু, অসংখ্য পাদ, অসংখ্য উদর এবং অসংখ্য দংষ্ট্রা দ্বারা অতীব ভয়াবহ আকৃতি সন্দর্শন করিয়া সমস্ত লোক যেন ভীত হইয়াছেন, আমারও অত্যন্ত ত্রাস হইয়াছে (২৩), হে বিষ্ণো! আপনার এই, অনেক বর্ণ বিশিষ্ট, আয়তমুখ, প্রদীপ্ত বিশাল নয়ন বিশিষ্ট অতি তেজস্বী গগণস্পর্শী আকৃতি দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা বিচলিত হইয়াছে, এখন আমি ধারণা বা শান্তি শূন্য হইয়া পড়িয়াছি (২৪) আপনার এই প্রলয়াগ্নি সন্নিভ ভীষণ দংষ্ট্রাবিশিষ্ট অসংখ্য মুখ সকল

দেখিয়া আমি দিক্‌হারা হইয়াছি, কিছুমাত্র সুখ লাভ করিতে পারিতেছি না। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! আপনি প্রসন্ন হউন, আমি দেখিতেছি সমস্ত বান্ধবগণের সহিত এই দুর্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, এবং আমাদিগের প্রধান প্রধান যোদ্ধাগণ (২৬) আপনার দংষ্ট্রাকরাল অতি ভয়াবহ বক্ত্র সমূহের মধ্যে যেন দ্রুতবেগে প্রবেশ করিতেছে, কেহবা আপনার দশন মধ্যে বিলগ্ন হইয়া দশন নিষ্পেষণ দ্বারায় বিচূর্ণিত মস্তক হইয়া যাইতেছে (২৭)। নদীসমূহের স্রোত যেমন সমুদ্রাভিমুখে বিদ্রুত হয়, সেইরূপ এই ইতস্তত দৃশ্যমান বীর সকল আপনার মুখে প্রবেশ করিতেছে। (২৮), পতঙ্গপাল যেমন আপন বিনাশের নিমিত্ত জ্বলন্ত অগ্নি মধ্যে সবেগে প্রবেশ করে, এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত লোকগুলিও তেমন আত্ম বিনাশের নিমিত্ত আপনার মুখ মধ্যে সবেগে প্রবেশ করিতেছে (২৯)। (হে ভগবন্! হে বিষ্ণো!) আপনি প্রদীপ্ত মুখসমূহের দ্বারায় বারম্বার গ্রাস করত অবলেহন করিতেছেন। আপনার অত্যুগ্র প্রভারাশি তেজের দ্বারায় সমস্ত জগতকে আপূরিত করিয়া সন্তপ্ত করিতেছে (৩০), হে দেববর! এই উগ্ররূপধারী আপনি কে, তাহা আমাকে বলুন, আপনাকে প্রণাম করি, আপনি প্রসন্ন হউন, আমি আপনাকে জানিতে ইচ্ছা করি, আপনার ক্রিয়া বা প্রবৃত্তি কিছুই আমি বুঝিতে পারিতেছি না (৩১),

ভগবান্ কহিলেন, এই আমার লোকক্ষয়কারক উদ্দীপ্ত কাল মূর্ত্তি দেখিতেছ, এই মূর্ত্তি দ্বারায় আমি সমস্তকে আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছি এই সৈন্য সামন্ত মধ্যে তুমি ব্যতীত

আর যে কেহ উপস্থিত আছে ইহারা কেহই থাকিবে না (৩২), অতএব তুমি যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হও, প্রবল শত্রুদিগকে জয় করিয়া অতুল কীর্ত্তি লাভ কর, এবং সমৃদ্ধি-সম্পন্ন রাজ্য উপভোগ কর, ইহারা সকলে পূর্ব্বেই আমা দ্বারায় নিহত হইয়াছে জানিবে, হে সব্যসাচিন! তুমি কেবল এইক্ষণে উহার নিমিত্তমাত্র হও (৩৩);

হে পার্থ, পূর্ব্বেই আমা কর্তৃক নিহত, দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ, জয়দ্রথ, এবং অন্য অন্য বীরগণকে তুমি এক্ষণে যুদ্ধ করিয়া জয় কর, তুমি নিশ্চয়ই শত্রুদিগকে জয় করিতে পারিবে, এবং তুমি যখন স্বচক্ষে দেখিতে পাইলে যে, ইহারা সকলেই কাল-কবলে প্রবেশ করিতেছে, তখন ইহাদের নিমিত্ত তোমার অনুতাপ করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন (৩৪)।

সঞ্জয় বলিলেন,—হে মহারাজ! কেশবের এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ধনঞ্জয় বিকম্পমান ও কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার পূর্ব্বক ও ভীত—ভীতভাবে প্রণত হইয়া গদগদ স্বরে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন (৩৫):

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে হৃষীকেশ! তোমার মাহাত্ম্য শ্রবণ দ্বারায় যে জগদ্বাসীগণ অত্যন্ত হর্ষ লাভ করে, এবং তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হয়, রক্ষগণ ভীত হইয়া চারিদিগে পলায়ন করে, এবং কপিলাদি সিদ্ধগণ যে তোমার প্রণাম করে তাহা উপযুক্ত বটে (৩৬)।

হে মহাত্মন! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি যখন সদসতের অতীত, অক্ষয়, (পরমাত্মা) স্বরূপ (৩৭), এবং ব্রহ্মার আদি কর্ত্তা পরম গুরু, তখন কেনইবা তোমাকে

প্রণাম করিবে না, তুমি আদি দেব, তুমি সেই পুরাতন পুরুষ, তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয় স্বরূপ, তুমি দ্রষ্টা, তুমি সেই জ্ঞাতব্য পরম ধন, হে অনন্তরূপ! তোমা দ্বারায়ই এই বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছে (৩৮) তুমি বায়ু, তুমি যম, তুমি অগ্নি, তুমি বরুণ, তুমি শশাঙ্ক, তুমি কশ্যপাদি প্রজাপতি, তুমি ব্রহ্মার পিতা, তোমাকে সহস্র বার নমস্কার, তোমাকে পুনর্নমস্কার, ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার (৩৯), হে প্রভো তোমার অগ্রে নমস্কার, তোমার পৃষ্ঠভাগে নমস্কার, তোমার পশ্চাতে নমস্কার, হে সর্ব্বস্বরূপ! তোমার সকলদিগেই নমস্কার, হে অনন্ত বীর্য্য! তুমি অমিত বিক্রম, তুমি সর্পাকারে রজ্জুর ন্যায়, অভিন্ন ভাবে এই সমস্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, এই জন্যই তুমি সর্ব্ব স্বরূপ (৪০)।

হে পরম পুরুষ! আমি আপনার এই মহিমা জানিতে পারি নাই, তাই আপনাকে বয়স্য মনে করিয়া অনবধানতা নিবন্ধন অথবা প্রণয়ভরে তুচ্ছ তাচ্ছীল্যভাবে, আপনাকে হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে! ইত্যাদি বলিয়াছি (৪১), এবং আরও কত সময় বিহার, শয়ন, আসন ও ভোজনাদি কালে আপনার অনুপস্থিতি কালে উপহাসচ্ছলে আপনাকে অসৎকার করিয়াছি, এবং প্রত্যক্ষেও অপ্রমেয় স্বরূপ আপনাকে কত অনুপযুক্ত ব্যবহার করিয়াছি, হে অচ্যুত! আমি তৎসমস্তের ক্ষমা প্রার্থনা করি (৪২)। হে অপ্রতিম প্রভাব! তুমি এই চরাচর জগতের পিতা, তুমিই জগতে গুরু, তুমিই পূজ্য, তুমিই শ্রেষ্ঠ, এই লোকত্রয়ে তোমার সমান মহিমাশালী কেহই নাই, অধিক তো সম্ভবেই না (৪৩)। অতএব আমি অবনত হইয়া

একমাত্র পূজ্য ও ঈশ্বরস্বরূপ আপনাকে প্রসন্ন হওয়ায় প্রার্থনা করি, হে দেব! পিতা যেরূপ পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করেন, সখা যেরূপ সখার অপরাধ ক্ষমা করেন, প্রিয় ব্যক্তি যেরূপ প্রিয় ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনিও আমার অপরাধ ক্ষমা করুন (৪৪)। হে দেবেশ! আমি আপনার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ সন্দর্শন করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেছি সত্য, কিন্তু আমার মন অত্যন্ত ভয় বিহ্বল হইয়া বিচলিত হইয়াছে, হে জগন্নিবাস! আপনি প্রসন্ন হউন, আপনি পুনর্ব্বার সেই সৌম্যরূপ সন্দর্শন করান (৪৫), হে বিশ্বমূর্ত্তে! আমি আপনার সেই শঙ্খচক্র, গদাপদ্মধারী কিরীট শোভিত আকৃতি দেখিতে ইচ্ছা করি, হে সহস্রবাহো! আপনি সেই চতুর্ভুজ রূপের দ্বারাই আমাকে দর্শন দিন (৪৬)।

ভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জ্জুন! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার ঐশ্বর্য্য সামর্থ্যাধীন এই তেজোময়, অনন্ত, আদ্য ও বিশ্বময় পরমরূপ দর্শন করাইলাম,—যেরূপ তুমি ভিন্ন আর সংসারী লোকের মধ্যে কেহই কখনও দেখিতে পান নাই (৪৭)। হে কুরু-প্রবীর! এই পৃথিবীলোকে কতজনে কতপ্রকার বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞশিক্ষা, দান, অগ্নিহোত্রাদিক্রিয়া, এবং উগ্র-তপস্যাদি করিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু তদ্দ্বারা কেহই আমার এইরূপ দেখিতে পান নাই; কেবল তুমিই দেখিতে পাইলে (৪৮)। হে ধনঞ্জয়! এই আমি আমার ভয়াবহ আকৃতি প্রতিসংহার করিলাম, তুমি চিত্তচাঞ্চল্য এবং মোহ পরিত্যাগ কর, এখন বিগতভয় এবং প্রসন্নচিত্ত হইয়া পুনর্ব্বার আমার সেই সৌম্যরূপ সন্দর্শন কর (৪৯)।

সঞ্জয় বলিলেন,—মহাত্মা বাসুদেব, অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিয়া, পুনর্ব্বার পূর্ব্বরূপ সন্দর্শন করাইলেন, এবং তাদৃশ সৌম্যবপু হইয়া, ভীত অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করিলেন (৫০)।

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে জনার্দ্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষ-রূপ দেখিয়া আমি যেন এখন পুনর্জ্জন্মলাভ করিলাম, আমি চেতনালাভ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলাম (৫১)।

ভগবান্ বলিলেন,—হে ধনঞ্জয়! তুমি আমার যে দুর্দ্দর্শ রূপ সন্দর্শন করিলে, দেবগণও সর্ব্বদা এই রূপ দেখিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন (৫২)। তুমি আমার যে রূপ সন্দর্শন করিলে, এরূপ কেবল চতুর্ব্বেদাধ্যয়ন, কিম্বা চান্দ্রায়ণাদিব্রত, দান, কিম্বা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞদ্বারা দর্শন করিতে পারে না (৫৩)। কিন্তু হে অর্জ্জুন! হে পরন্তপ! কেবলমাত্র অনন্য ভক্তিদ্বারা অর্থাৎ যে ভক্তিতে আমাকে (পরমাত্মাকে) জীবাত্মা হইতে অভিন্নভাবে দেখিতে পায়—জীবপরমের ঐক্য জ্ঞান হয়, সেই ভক্তিদ্বারাই আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে, প্রত্যক্ষ করিতে পারে, এবং আমাতেই নিবিষ্ট বা বিলীন হইতে পারে (৫৪)। হে পাণ্ডব! যিনি সমস্ত কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র ঈশ্বরার্থেই কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, যিনি সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল ঈশ্বরেতেই আসক্ত হয়েন, যিনি মৎপরম অর্থাৎ ঈশ্বরেতেই আত্মসমর্পণ করেন, যিনি সর্ব্বভূতে নির্ব্বৈর, তিনিই আমাকে (আত্মাকে) প্রাপ্ত হইতে পারেন (৫৫)।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন বলিলেন,—এখন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আর একটি সংশয়ের নিরাকরণ করুণ;—যাঁহারা এইরূপ (পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত মতে) কর্ম্মযোগ-তৎপর হইয়া পরম ভক্তি সহকারে আপনার এই বিশ্বরূপ আকৃতির উপাসনা করেন, তাঁহারাই অধিক যোগ-তত্ত্ববিৎ, কিম্বা যাঁহারা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব অবিনাশী, এবং বাক্যমনের অগোচর পরমাত্মাতে সমাধি করিতে পারেন তাঁহারাই অধিক যোগতত্ত্ববিৎ? (১)।

ভগবান্ বলিলেন, যাঁহারা পরমাত্মায় প্রকৃতস্বরূপে সমাধি করিতে পারেন তাঁহাদের বিষয় পরে বলিতেছি, পরন্তু যাঁহারা নিত্যযুক্ত হইয়া আমার এই বিশ্বরূপে মনোনিবেশ পূর্ব্বক উপাসনা করিতে পারেন, তাঁহাদিগকেও আমি যোগী-শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি (২)। আর যাঁহারা আমার সেই, সর্ব্বেন্দ্রিয়, ও মনোবুদ্ধির অবিষয় সুতরাং অনির্দ্দেশ্য এবং অচিন্ত্য, সর্ব্বব্যাপক, প্রকৃতি মধ্যবর্ত্তী, অচল ও নিত্যথয়-ব্যয় রহিত পরমাত্মাবস্থায় সমাধি করিতে পারেন (৩), এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ও মন প্রভৃতিকে প্রত্যাহার পূর্ব্বক একমাত্র পরমাত্মাকেই সর্ব্বত্র সমভাবে সন্দর্শন করেন অথবা সুখ দুঃখাদিকে সমভাবে সন্দর্শন করেন, তাহারাতো যোগিশ্রেষ্ঠই বটেন, কিন্তু সেই সর্ব্বপ্রাণীহিতরত মহাত্মাগণ আমাতে (পরমাত্মাতে) মিলাইয়া গিয়া নির্ব্বাণ পদই প্রাপ্ত হইয়া যান (৪)।

কিন্তু যাঁহারা অব্যক্তাসক্তচেতা অর্থাৎ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-

স্বভাব পরমাত্মাতে সমাধি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অধিকতর কষ্ট হইয়া থাকে, কারণ প্রাণীদিগের পক্ষে দেহাভিমান (দেহ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, ও প্রকৃতি প্রভৃতিতে যে সর্ব্বদা "অহং—আমি" বলিয়া ধারণা আছে, তাহা) পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল মাত্র চিৎস্বরূপ পরমাত্মাতেই "অহংভাব বা আমিত্ব" জ্ঞান করিয়া পরমাত্মায় মিশিয়া যাওয়া নিতান্ত দুঃখসাধ্য ব্যাপার (৫)।

যাহারা সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব চিন্মাত্রস্বরূপ পরমাত্মাতে সমাধি করেন, তাঁহাদের কি অবস্থায় অবস্থিতি হয় তাহা পরে বলিব, কিন্তু যাঁহারা বিশ্বরূপ রূপে আমাকে চিন্তা করেন তাঁহাদের কথা শুন,—যাঁহারা সমস্ত কর্ম্মফল আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্য যোগের দ্বারা কেবল বিশ্বরূপের ধ্যান করিয়া আমার উপাসনা করেন (৬) হে পার্থ! সেই বিশ্বরূপে নিবেশিত চেতা মহাত্মাদিগকে, আমি অচির কাল মধ্যেই মৃত্যুময় সংসার-সাগর হইতে সমুদ্ধরণ করিয়া থাকি (৭)।

অতএব তুমিও আমার এই বিশ্বরূপেই মন সমাহিত কর, এই বিশ্বরূপে বুদ্ধি নিবেশিত কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যুর পর আমাতে অভিন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতে পারিবে অথবা হে ধনঞ্জয়! যদি চিত্ত স্থির করিয়া আমার এই বিশ্বরূপে একবারে সমাধান করিতে না পার, তবে যে কোন বিষয়েতে চিত্ত স্থাপন পূর্ব্বক একাগ্রতা অভ্যাস করিয়া পরে আমার এই বিশ্বরূপে সমাধি করিয়া আমাকে প্রার্থনা কর (৯)। যদি এইরূপে একাগ্রতাভ্যাসেও

অসমর্থ হও, তবে আমার (ঈশ্বরের) উদ্দেশে নানাবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান কর, তাহা হইলেও ক্রমে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে (১০)। যদি তাহাতেও অসমর্থ হও তবে আমাতে কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক সংযতাত্মা হইয়া নিজ সমস্ত কর্ম্মের ফল ত্যাগ কর, (১১) তাহা হইলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে কারণ অবিবেকপূর্ব্বক একাগ্রতাভ্যাস অপেক্ষায় কেবল জ্ঞানও প্রশস্ত, কেবল মাত্র জ্ঞান অপেক্ষায় ধ্যান প্রশস্ত, ধ্যান অপেক্ষায় কর্ম্মফল পরিত্যাগ প্রশস্ত, কারণ কর্ম্মফল ত্যাগের পর শান্তি লাভ করিতে পারে (১২)। এখন আত্মা হইতে অভিন্ন ভাবে দর্শন করিয়া আমাতে, (পরমাত্মাতে) কিরূপ ভাবে সমাধি করিলে কি হয় তাহা বলিতেছি। যিনি সর্ব্ব প্রাণীর অদ্বেষ্টা যিনি সর্ব্বভূতে মৈত্রী স্থাপন করিয়াছেন, যিনি দুঃখী জনে করুণা সম্পন্ন, যিনি দেহ, ধন, ও স্ত্রী পুত্রাদিতে সম্পূর্ণ রূপে মমতা বিরহিত, যিনি সর্ব্বত্র অহঙ্কার শূন্য, যিনি ক্ষমাশীল, যিনি সুখ বা দুঃখের দ্বারা বিচলিত হয়েন না, (১৩) যিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট যিনি সমাহিত চিত্ত, ও সংযত মনস্ক, যিনি আত্মজ্ঞানের পক্ষে দৃঢ়তর অধ্যবসায় সম্পন্ন যিনি (ঈশ্বরেতে) মনবুদ্ধির সমর্পণ করিয়াছেন, ঈদৃশ ভক্তই আমার প্রিয় (১৪)। যাহা হইতে কোন প্রাণী কোন প্রকার সন্তাপ প্রাপ্ত হয় না, যিনি অন্য হইতেও কোন প্রকার সন্তাপ প্রাপ্ত হয়েন না যিনি ক্রোধ, ভয়, ও উদ্বেগের দ্বারা সম্পূর্ণ বিমুক্ত, তিনি আমার প্রিয়, (১৫) যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়ের কোন প্রকার বিষয়ের কিছু প্রত্যাশী নহেন, যিনি শৌচ সম্পন্ন, যিনি দক্ষ

যিনি নিরপেক্ষচেতা, যিনি বিগতব্যথ, যিনি ইহকাল ও পরকালের ফলভোগ প্রত্যাশায় কর্ম্মানুষ্ঠান করেন না (কেবল নিষ্কাম ভাবেই বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন) ঈদৃশ ভক্ত আমার প্রিয়, (১৬) * যিনি আনন্দজনক বিষয়লাভে সন্তুষ্ট হয়েন না, দুঃখহেতুতেও বিদ্বেষ করেন না, যাহাঁর আকাঙ্ক্ষা নাই, সুতরাং যিনি পুন্য ও পাপ পরিশূন্য, ঈদৃশ ভক্ত আমার প্রিয়, (১৭) যিনি শত্রু মিত্র মান, অপমান, সুখ, ও দুঃখে সমদর্শী, যিনি সর্ব্বাশক্তি বিবর্জ্জিত, (১৮) যিনি নিন্দা ও স্তুতি দ্বারা বিচলিত হয়েন না, যিনি সংযতবাক্ এবং কেবল মাত্র শরীর স্থিতির নিমিত্ত যাহা কিছু লব্ধ হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি সর্ব্বদা এক স্থানে বসতি করেন না, ঈদৃশ ভক্ত আমার প্রিয়। (১৯) যাঁহারা মৎপরায়ণ (ঈশ্বর পরায়ণ) শ্রাদ্ধাসম্পন্ন ভক্তি-যুক্ত হইয়া আমার কথিত এই ধর্ম্মামৃতের উপাসনা করেন তাঁহারা আমার অতীব প্রিয়। ২০।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* ইহা সাত্ত্বিক ভক্তির লক্ষণ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ভগবান্ বলিলেন,—হে কৌন্তেয়! এই যে মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদিশক্তির সহিত দেহটা দেখিতেছ—ইহাকে "ক্ষেত্র" বলে, আর যাঁহারা এই প্রত্যেক দেহের অভ্যন্তরে থাকিয় দেহ ও দেহমধ্যবর্ত্তী সমস্ততত্ত্ব সর্ব্বদা অনুভব করিতেছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একটি ক্ষেত্রজ্ঞ, ইহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ববিদ্গণ্ বলিয়া থাকেন (১)। আর যিনি এই সমস্ত ক্ষেত্রজ্ঞের সমষ্টিস্বরূপে ব্রহ্মা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত নিখিল ক্ষেত্রেতে একভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত দেহ ও দেহাভ্যন্তরবর্ত্তী তত্ত্বের অনুভব করিতেছেন, তাঁহাকেই ঈশ্বর বলিয়া জানিতে হইবে, হে ভারত! এই ক্ষেত্র, আর এই দুইপ্রকার ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান অর্থাৎ অন্তরো অন্তরে অনুভব, তাহাই সম্যক্‌জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান, ইহাই আমার মত (২)।

এই যে ক্ষেত্রের কথা বলিলাম, তাহা যাদৃশ লক্ষণবিশিষ্ট,এবং যে যে কার্য্যরূপে, যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, আর তাহা হইতেও যাহার উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি শুন,—আর, সেই ক্ষেত্রজ্ঞও যাদৃশ শক্তিসম্পন্ন তাহাও সংক্ষেপে বলিব, (৩) যাহা ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশক বাক্যাবলীবিশিষ্ট ঋগাদি বেদ ও উপনিষদাদিদ্বারা এবং অসংশয়িত যুক্তিযুক্ত বাক্যের দ্বারা, বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণও বর্ণিয়াছেন (৪)।

তন্মাত্রস্বরূপ সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত, অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, এবং অহঙ্কার, বুদ্ধি, এবং প্রকৃতি বা

মায়া, আর একাদশ ইন্দ্রিয় এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, চেতনা, ধৃতি, এবং ইহাদের সমষ্টিস্বরূপ আত্মার দেহ, ইহারা সকলেই আত্মার অনুভবগোচর পদার্থ, এই জন্য এতৎসমস্তকেই "ক্ষেত্র" বলিতে পারা যায়, এই পদার্থগুলির মধ্যে যে যাহার বিকার, যাহা হইতে যাহা সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহাও এতদ্দ্বারাই সঙ্ক্ষেপে প্রতিপন্ন করা হইল। অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে মায়া বা প্রকৃতির বিকাশ, প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি বা অধ্যবসায় বা মহত্তত্ত্বের বিকাশ, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের বিকাশ, অহঙ্কার হইতে মন, চক্ষুরাদি দশবিধ ইন্দ্রিয়, এবং সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত (পঞ্চতন্মাত্র) সমুৎপন্ন হয়, সূক্ষ্মভূত হইতে এই রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, এবং স্থূলমহাভূতের বিকাশ হয়, আবার তাহা হইতেই এই স্থূলদেহের বিকাশ এবং ঐ বুদ্ধ্যাদি হইতেই, ইচ্ছা দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, চেতনা ও ধৃতি প্রভৃতির বিকাশ হইয়া থাকে, ইহা প্রতিপাদন করা হইল (৬)। এখন জ্ঞান কাহাকে বলে তাহা শুন,—অমানিত্ব, অদাম্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, আচার্য্যোপাসনা, শৌচ, স্থিরতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, মনোনিগ্রহ, ভোগবৈরাগ্য, অনহঙ্কার এবং এই সংসারেতে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও দুঃখাদি দোষ দর্শন করা, (৮) পুত্র দার, এবং গৃহাদিবিষয়ে অনাসক্তি, অনভিষঙ্গ, ইষ্ট কিম্বা অনিষ্ট ঘটনা উপস্থিত হইলে তাহাতে সর্ব্বদা সমজ্ঞান, (৯) জীবাত্মার অভিন্নভাবে সন্দর্শন করিয়া আমাতে (ঈশ্বরেতে) অব্যভিচারিণীভক্তি, নির্জ্জনদেশ সেবা, জনতায় বিরক্তি, (১০) নিত্য অধ্যাত্মজ্ঞানসেবা এবং নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক ও জীবাত্মা পরমাত্মায় অভেদজ্ঞান, এতৎসমস্তকেই " জ্ঞান

বলিয়া থাকে, আর যাহা ইহার বিপরীত তাহার নাম "অজ্ঞান" (১১)।

এখন, যাহা জানিতে পারিলে অমৃত (মোক্ষ) লাভ করিতে পারে সেই একমাত্র বিজ্ঞেয় অনাদিমৎ পরব্রহ্ম পদার্থটি কিরূপ তাহা বিশেষরূপে বলিতেছি,—তিনি, ইন্দ্রিয় এবং মনোগোচর যে কোন প্রকার সৎ বা অসৎ পদার্থ আছে তাহার কিছুই নহেন (১২), ইহাই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপের লক্ষণ। কিন্তু ইহা দ্বারা, বোধ হয় তুমি কিছুই বুঝিতে পারিলে না; অতএব তটস্থ লক্ষণের দ্বারা (ক) তাঁহার বর্ণনা করা যাইতেছে তাহা হইলে অনেকটা বুঝিতে পারিবে।

(ক) প্রত্যেক বস্তুই দুই প্রকার লক্ষণের দ্বারা বুঝা যাইতে পারে,—এক স্বরূপ লক্ষণ, অপর তটস্থ লক্ষণ। কোন কথার অর্থ বুঝাইতে গিয়া, যে বিশেষণটি বলিলে বিশেষ কিছু মর্ম্ম না বুঝিয়া কেবল সেই একরূপ অর্থই বুঝায় অর্থাৎ পূর্ব্বের কথার দ্বারাও যাহা বুঝিয়াছিলাম, পরের কথার দ্বারাও ঠিক তাহাই বুঝা যায়, তাহাকে স্বরূপ লক্ষণ বিশেষণ বলে, যেমন কলস এবং কুম্ভ; এখানে কুম্ভ, কলসের স্বরূপ লক্ষণ বিশেষণ হইল, আবার কলসও কুম্ভের স্বরূপ লক্ষণ বিশেষণ হইতে পারে; কারণ; এখানে কুম্ভ শব্দের দ্বারা কলসের, কিম্বা কলস শব্দের দ্বারা কুম্ভের, বিশেষ কিছু মর্ম্মই বুঝা যায় না। কুম্ভ বলিলেও যেরূপ যেরূপ বুঝা যায় কলস বলিলেও সেইরূপই বুঝা যায়; বিশেষ কিছুই প্রতীতি হয় না, অথবা আর একটি দৃষ্টান্ত শুনুন —কেহ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিল যে "কাক পদার্থটি কিরূপ,

এই মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি যত প্রকার প্রাণী আছে ইহাদের যে হস্ত, পদ, নয়ন, মস্তক, মুখ ও শ্রবণাদিই ইন্দ্রিয়-গণ সচেতনভাবে আপনাপন ক্রিয়া করিতেছে, ইহার কারণ

তাহা আমি জানিতে চাই,” তখন আপনি বলিলেন যে “ফাঁকটা শূন্য পদার্থ,” কিন্তু এই শূন্য কথাটার দ্বারা ফাঁকের কোন মর্ম্মই বুঝা গেল না, ফাঁক বলিলেও যেরূপ অর্থ বুঝা যায় শূন্য বলিলেও সেইরূপই বুঝা যায়, অতএব শূন্য কথাটা ফাঁকের স্বরূপ লক্ষণ বিশেষণ হইল। এই গেল স্বরূপ লক্ষণের বিবরণ। আবার অন্য কোন বস্তুর সাহায্যে যদি অন্য কোন বস্তুকে লক্ষ্য করা যায়, তবে তাদৃশ বাক্যকে তটস্থ লক্ষণ বলে, ইহাও ঐ ফাঁক বা শূন্যের দৃষ্টান্তেই বুঝুন,—ভাবুন, আপনার নিকট কেহ ফাঁক বা শূন্য পদার্থ বুঝিতে ইচ্ছা করিলে, আপনি বলিলেন “এই গৃহখানির অভ্যন্তরে তাকাও, যেখানে এই গৃহভিত্তির শেষ হইয়াছে তাহাই ফাঁক বা শূন্য” এখন এই গৃহভিত্তির সাহায্যে শূন্য পদার্থটা পরিজ্ঞাত হইল, অতএব আপনার এই কথাটি তটস্থ লক্ষণ হইল। ব্রহ্মকেও এইরূপ দুইপ্রকারে বুঝান যাইতে পারে. “ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ,—সত্যস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ” ইত্যাদি বলিলে তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ প্রকাশ করা হইল, কারণ ইহা দ্বারা তাঁহার বিশেষ কিছুই উপলব্ধি হয় না, সেই এক বস্তু মাত্রই বুঝায়, চিৎ বলিলেও যাহা বুঝায়, সৎ বলিলেও তাহাই বুঝায়, আবার ব্রহ্ম ইত্যাদি বলিলেও তাহাই বুঝায়। আর যখন বলা যায় যে “তিনি কর্ত্তা, তিনি হর্ত্তা, তিনি বিধাতা” তখন কর্ত্তৃত্ব, হর্ত্তৃত্ব, বিধাতৃত্বাদি গুণের

তিনি; তিনি এই দেহ ইন্দ্রিয়াদি এবং সমস্ত জগতের মধ্যে অনুস্যূত ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, লৌহাদি যেমন তাপ সংযোগে প্রজ্জলিত হইয়া প্রকাশিত হয়, আমাদিগের মন, বুদ্ধি, ও ইন্দ্রিয়গণও তদ্রূপ তাঁহার সহিত মাখামাখি থাকাতে অন্তরে অন্তরে প্রকাশ পাইতেছে—চেতন হইতেছে—চেতন হইয়া নিয়মমতে আপনাপন কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছে। তিনি এইরূপে না থাকিলে প্রাণীগণের সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদির ন্যায় অন্ধভাবে থাকিত, সুতরাং নিয়মমতে বুঝিয়া শুনিয়া আপনাপন কার্য্য করিতে পারিত না। এইরূপে নিখিল প্রাণীর যাবতীয় হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, ও মুখাদির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ থাকাতে, তাঁহাকে সর্ব্বপাণিপাদবিশিষ্ট, সর্ব্ব-নয়ন বিশিষ্ট, সর্ব্ব মুখ বিশিষ্ট, সর্ব্ব মস্তক বিশিষ্ট, সর্ব্ব শ্রবণ বিশিষ্ট ইত্যাদি বলা যায়, এবং এইরূপেই তিনি অনন্ত পাণি পাদ, অনন্ত চক্ষু, অনন্ত মুখ, অনন্ত মস্তক, এবং অনন্ত শ্রুতি সম্পন্ন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন (১৩)।

প্রাণীগণের সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির সহিত, তাঁহার, তাপ ও

সাহায্যে তাঁহাকে লক্ষ্য করা হইল, অতএব ইহা তটস্থ লক্ষণ বিশেষণ হইল। কারণ কর্তৃত্বশক্তি ও পালয়িতৃত্বাদি শক্তিগুলি প্রাকৃত পদার্থ অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে বিকাশিত হয়, সুতরাং ইহা ব্রহ্মের কোন গুণ বা শক্তি নহে, উহা ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, অতিরিক্ত বা পৃথক্‌ভূত কোন বস্তুর সাহায্য লইয়া অন্য কোন বস্তুর প্রকাশ করিতে হইলেই তটস্থ লক্ষণ বিশেষণ হয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

লৌহের ন্যায় সম্বন্ধ থাকাতে, যে যে ইন্দ্রিয়ের যে যে শক্তি বা গুণ আছে তৎসমস্তই তাঁহাতে (জীবাদি অবস্থায়) আরোপিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন স্পর্শনাদির কর্ত্তা, এবং ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট বলিয়া, ব্যবহার করা হয়, কিন্তু বাস্তবিক তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত। তিনি কিছুতেই বিলিপ্ত নহেন, অথচ এতৎ সমস্ত ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার কোন প্রকার গুণই নাই, অথচ বায়ু ও আকাশের ন্যায় কেবল সম্বন্ধ মাত্রের দ্বারা তাঁহাকে সুখ দুঃখাদি গুণের ভোক্তা বলিয়া (জীবাদি অবস্থায়) গণ্য করা হয় (১৪)। তিনি সমস্ত প্রাণীর দেহের মধ্যেও বাস করিতেছেন, বাহিরেও অবস্থিত আছেন, আবার যাহার অন্তর বাহিরে তিনি বাস করিতেছেন সেই স্থাবর জঙ্গম পদার্থরাশি ও তাঁহা হইতে অতিরিক্ত কোন বস্তু নহে, রজ্জু যেরূপ মিথ্যা সর্পাকারে পরিণত হয়, তিনিও সেইরূপ এই মিথ্যাভূত জগৎ স্বরূপে পরিণত হইয়াছেন। অথচ তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সুতরাং অবিজ্ঞেয়, তাই তিনি নিতান্ত সন্নিহিত বস্তু হইয়াও অত্যন্ত দূরবর্ত্তী (১৫)। তিনি প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে এক— অভিন্ন, তাঁহার বহুত্ব নাই তথাপি প্রতি দেহে মনও ইন্দ্রিয়াদি উপাধির পার্থক্য থাকাতে তিনি ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, তিনি এই সমস্ত জগতের পালয়িতা অর্থাৎ তিনি আছেন বলিয়াই জগতের অস্তিত্ব আছে, এবং তিনি উৎপত্তির কারণ, অর্থাৎ তাঁহার অস্তিত্ব না থাকলে জগতের বিকাশ হইতে পারে না। আবার রজ্জুর প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞান হইলে, যেরূপ সেই রজ্জুতে আরোপিত সর্পভাবের বিনাশ হইয়া, কেবল রজ্জুই অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ তাঁহাতেই সমস্ত জগতের

বিলয় হইয়া থাকে (১৬)। তিনি সূর্য্যাগ্নি প্রভৃতি জ্যোতিগণের পরম জ্যোতি স্বরূপ (প্রকাশস্বরূপ) তিনি প্রকৃতির পর, তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তিনিই (বিবর্ত্তের দ্বারা) * জ্ঞেয়স্বরূপ, তিনি জড়বস্তুর সাহার্য্যে জ্ঞানের গম্য, তিনিই সকলের হৃদয়ে বিশেষরূপে অবস্থিতি করিতেছেন (১৭) (ইহাই জ্ঞেয় পদার্থ)। এই যে সকল বিশেষণের দ্বারা ব্রহ্মের বর্ণনা করা হইল, ইহাই তটস্থ লক্ষণ।

ক্ষেত্র, জ্ঞান, এবং জ্ঞেয় পদার্থ কি তাহা এই সংক্ষেপে বলিলাম। আমার যে ভক্ত এই বিষয় সবিশেষ অবগত হইতে পারেন তিনি আমাতে বিলীন হইয়া, এক হইয়া, নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করেন (১৮)।

হে মহাবাহো! প্রকৃতি বা মায়া জগৎ বিকাশের মূলকারণ স্বরূপ শক্তিবিশেষ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিশক্তির সাম্যাবস্থা-বিশেষ, আর পুরুষ অর্থাৎ জীব (জীবোপাধিক চৈতন্য) এতদুভয়ই অনাদি বলিয়া জানিবে। ইহার কাহারও উৎপত্তি হয় না। আর এই স্থূলভূতাদি যাহা কিছু বিকার পদার্থ এবং সুখ দুঃখাদি গুণ সকল দেখিতেছ, তৎ সমস্তই প্রকৃতি সম্ভূত বলিয়া জানিবে (১৯)। ষোড়শবিকার পদার্থ, আর সপ্তপ্রকৃতি পদার্থের [ক] কে নানাপ্রকার পরিণাম (অবস্থান্তর) হইয়া থাকে,

---

* ধর্ম্মব্যাখ্যায় ইহার বিশেষ বিবরণ দেখিত পাইবেন।

[ক] ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত, দশবিধ ইন্দ্রিয় এবং মন এই ষোলটীর নাম বিকার। বুদ্ধি, (মহত্তত্ত্ব) অহঙ্কার, আর পঞ্চ তন্মাত্র এই সাতটীকেই এখানে প্রকৃতি বলিয়া বুঝিবেন।

তাহার মুখ্য উপাদানকারণ কেবল প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতেই ষোড়শবিকার পদার্থ আর সপ্তপ্রকৃতি পদার্থ উৎপন্ন হইয়া এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের রচনা করিয়া থাকে, চিন্মাত্র ব্রহ্ম হইতে এই জড় পদার্থস্বরূপ জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না। আর এই যে সুখ, দুখ, শোক ও মোহাদি গুণের এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের অনুভূতি হইয়া থাকে তাহার হেতু একমাত্র জীব নামধারী চৈতন্য পদার্থ, চৈতন্য পদার্থ না থাকিলে কোন প্রকার বস্তুর কোন প্রকার উপলব্ধি করা যাইত না। সমস্ত প্রাণিজগৎই কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদির ন্যায় অন্ধভাবে থাকিত [ক]। সুখ দুঃখ মোহাদির যে অনুভূতি, তাহাকেই "ভোগ করা" বলে, অতএব জীবাত্মাই ভোগকারী বা ভোক্তা বলিয়া অভিহিত হয়েন (২০)।

(ক) পূর্ব্বে এবং পরে অনেকবার বলিয়াছেন ও বলিবেন, যে রজ্জু হইতে মিথ্যাভূত সর্প বিকাশের ন্যায় চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই জগতের বিকাশ হইয়াছে এবং প্রকৃতিরও তাঁহা হইতেই বিকাশ। এখন আবার বলিলেন ব্রহ্ম হইতে জড়জগৎ সৃষ্ট হইতে পারে না, ইহা প্রকৃতি হইতেই সৃষ্ট। এরূপ কথা আরও অনেক বার বলিয়াছেন ও বলিবেন। অতএব মত দ্বৈধ বলিয়া, ভ্রম হইতে পারে। এই বিষয় এতই গুরুতর যে এস্থান সঙ্ক্ষেপে মিমাংসিত করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব। ধর্ম্মব্যাখ্যায় বিস্তারমতে দেখিতে পাইবেন। এখানে আমারা সঙ্ক্ষেপে ইঙ্গিত মাত্র করিতেছি। বাস্তবিক, মায়া বা প্রকৃতি হইতেই জগতের সৃষ্টাদি হইয়া থাকে, কিন্তু সেই

পরন্তু, এইরূপ সুখ দুঃখাদির ভোগ, জীবাত্মার আপন হইতে কদাচ সম্ভবে না; কারণ পুরুষ নিতান্ত নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও নির্দ্ধর্ম্ম পদার্থ; সুতরাং তাহাতে অনুভূতি প্রভৃতি কোন প্রকার ক্রিয়াদি হইতে পারে না, কিন্তু ত্রিগুণাত্মকা প্রকৃতির সহিত তাঁহার যোগ থাকা নিবন্ধন, তাপ যেরূপ লৌহ সংযোগে লোহার সহিত অভিন্নভাব গ্রহণ করিয়া লোহার গুণ গ্রহণ করার ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ পুরুষ প্রকৃতির সহিত অভিন্ন ভাব গ্রহণ করিয়া প্রকৃতির গুণরাশি গ্রহণ করার ন্যায় প্রতীয়মান হয়; প্রকৃতির গুণ যেন পুরুষেরই গুণ বলিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। সুখদুঃখাদি সমস্তই প্রকৃতির গুণ, ইহাদের ঐরূপ ভাবে প্রকাশ পাওয়াকেই "সুখদুঃখাদির ভোগ বলিয়া থাকে। আত্মার যে দেবমনুষ্যাদি যোনিতে জন্ম-গ্রহণ হইয়া থাকে তাহারও কারণ পূর্ব্বোক্তরূপে প্রকৃতির সহিত যোগ থাকা। অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে জীবের মন, বুদ্ধিও

মায়া বা প্রাকৃতি ব্রহ্মেরই শক্তি বিশেষ। এবং ব্রহ্ম ও সেই শক্তিমান বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। (এই শক্তি ও ব্রহ্মের সহিত যেরূপ সম্বন্ধ তাহা অন্য শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। মহাপ্রলয় কালে ঐ শক্তি পুরুষে বিলীন হইয়া যায়, তখন ইহার অস্তিত্বের কোন লক্ষণই থাকে না। তৎপর সৃষ্টির আদিতে ঐ শক্তির প্ররিস্ফুরণ হয়, উহার অস্তিত্বের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাই ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতির সৃষ্টি হইল বলিয়াছেন। এবং ঐ শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ কল্পনা করিয়া শক্তি হইতে হইতে বিকাশিত জগৎকেই ব্রহ্মোপাদানক বলা হয়।

ইন্দ্রিয়াদি আকারে পরিণত প্রকৃতিই, আবির্ভাব ও তিরোভাব স্বরূপ জন্ম ও মৃত্যুর অবস্থা গ্রহণ করে, কিন্তু সেই প্রকৃতির সহিত আত্মার অভিন্নভাবের বিমিশ্রণ থাকাতে তাহাই আত্মার জন্ম মৃত্যু বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে॥ ২১॥

এই দেহেতে, দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, অভিমান, ও বুদ্ধ্যাদির সহিত যোগ থাকা নিবন্ধনই সেই প্রকৃতির পর, পরম পুরুষ উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর, ও পরমাত্মা (ক) ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েন। প্রকৃতির সহিত

(ক) যিনি স্বয়ং কোন ক্রিয়া করেন না কিন্তু নিকটে থাকিয়া সাক্ষীস্বরূপে সমস্ত অবলোকন করেন তাঁহাকে "উপদ্রষ্টা" বলে। আত্মার নিজের কোন ক্রিয়া নাই, প্রকৃতির দ্বারাই সমস্ত ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতির সহিত আত্মার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযোগ থাকাতে প্রকৃতির সমস্তগুলি ক্রিয়া ও ব্যাপার যদি সেই স্বপ্রকাশ স্বরূপ আত্মাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে তাহাই আত্মার অনুভব করা, সুতরাং আত্মা প্রকৃতির ক্রিয়া সকলের উপদ্রষ্টা হইলেন।

অন্য কর্তৃক নিষ্পাদিত কোন কার্য্যেতে প্রতিপক্ষভাব না থাকিয়া যাঁহার সন্তোষভাব থাকে তাঁহাকেই সেই কার্য্যের "অনুমন্তা" বলা যায়। কিম্বা, পরকর্তৃক নিষ্পাদিত কার্য্যেতে নিজে অপ্রবৃত্ত থাকিলেও যদি তাহার আনুকূল্যে প্রবৃত্তি হওয়ার মত পরিলক্ষিত হয় তাহাকেও সেই কার্য্যের অনুমন্তা বলে, এবং অন্য কর্ত্তৃক নিষ্পাদিত কার্য্যেতে যদি সাক্ষিস্বরূপে থাকিয়া

যোগ না থাকিলে তাঁহার নিজের হইতে এই সকল অবস্থা কদাচ সম্ভবে না (২১)।

তাহাকে নিবারণ না করে তাহা হইলেও তাহাকে ঐ কার্য্যে "অনুমন্তা" বলা যাইতে পারে। দেহ, ইন্দ্রিয়, ও মন বুদ্ধি প্রভৃতি প্রাকৃত পদার্থের দ্বারা যে সকল ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহাতে আত্মার কোন প্রকার প্রতিপক্ষভাব নাই, কেন না আত্মা নিষ্ক্রিয় পদার্থ। নিষ্ক্রিয় পদার্থের প্রতিপক্ষতাচরণ অসম্ভব। কারণ প্রতিপক্ষতা করিতে হইলে একপ্রকার ক্রিয়া হওয়ার আবশ্যক হয়। আবার দেহেন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তৎসমস্তই স্বপ্রকাশ স্বরূপ আত্মাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে; অর্থাৎ আত্মা তাহায় অনুভূতি করেন। তাহাকেই আত্মার একরূপ সন্তোষ বিশেষ বলা যাইতে পারে। অতএব দেহেন্দ্রিয় মন প্রভৃতির কার্য্যেতে আত্মাকে অনুমন্তা বলা যাইতে পারে। আবার স্বপ্রকাশ স্বরূপ আত্মার সহিত অতি ঘনিষ্ঠতম সংযোগ বিশেষ থাকাতেই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি কাষ্ঠ লোষ্টাদির ন্যায় অন্ধ জড় পদার্থগুলি চৈতন্যলাভ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া সকল কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকে, নতুবা ইহাদিগকে ঐ কাষ্ঠ লোষ্টাদির ন্যায় অন্ধভাবে থাকিয়াই জড় পিণ্ডের ক্রিয়ার ন্যায় অনিয়মিত ও অসম্বদ্ধভাবে কার্য্য করিতে হইত। অতএব এই দেহেন্দ্রিয়াদির কার্য্যেতে আত্মা স্বয়ং অপ্রবৃত্ত থাকিলেও তিনি ইহার আনুকূল্য করিতেছেন, ইহা বলিতে পারা যায়, সুতরাং এই ভাবেও আত্মাকে দেহেন্দ্রিয়াদির কার্য্যের অনুমন্তা।

উক্ত আত্মা, প্রকৃতি এবং তদীয় শক্তি, গুণ ও ক্রিয়া সকল যথোক্তরূপে অবগত হইয়া যাঁহার হৃদয়ে তাদৃশ

বলা যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ আত্মার যখন কোনই ক্রিয়া নাই তখন দেহেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতির সহিত তাহার অতিশয় ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ থাকিলেও তিনি উহাদিগকে কোন কার্য্যে নিবৃত্ত করিতে পারেন না, সুতরাং করেনও না, অতএব এই ভাবেও আত্মাকে দেহেন্দ্রিয়াদির কার্য্যে অনুমন্তা বলা যাইতে পারে।

একমাত্র আত্মা বা চৈতন্য স্বরূপ পুরুষই সৎপদার্থ, তদ্ব্যতীত আর যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই বাস্তবিক অসৎপদার্থ, ভ্রান্তি প্রভাবে যেরূপ মিথ্যা সর্প পদার্থ রজ্জুতে পরিস্ফুরিত হয়, সেই অবিদ্যা প্রভাবে একমাত্র চৈতন্য স্বরূপ আত্মাতেই এই দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, ও বুদ্ধি প্রভৃতির পরিস্ফুরণ হইয়া দৃষ্ট হইতেছে, আত্মা না থাকিলে ইহাদের পরিস্ফুরণ হইতেই পারিত না অতএব আত্মাকেই এই দেহেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতির ধারয়িতা, পোষয়িতা বা ভর্ত্তা বলা যাইতে পারে।

বুদ্ধি, অভিমান, মন, ও ইন্দ্রিয়াদি প্রকৃতিসম্ভূত পদার্থের মধ্যে যে সকল সুখ, দুঃখ, মোহ, ঈর্ষা, অসূয়া, ও দয়া ভক্তি প্রভৃতি গুণ আছে, তাহা স্বপ্রকাশ চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে সেই প্রকাশের নামই অনুভূতি বা ভোগ এই অনুভূতি আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই থাকে এ নিমিত্ত আত্মাকে ভোক্তা বলা যায়।

আত্মা স্বাধীন এবং সর্ব্বস্বাস্বরূপ. ইনি অতীব মহান ও

ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যায়, অর্থাৎ আপন আত্মাকে নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব এবং নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও নিষ্কর্ম্ম স্বপ্রকাশ চৈতন্য পদার্থ বলিয়া ধারণা হয়, এবং দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অভিমানাদির দ্বারা যে সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে তৎ সমস্তই প্রকৃতির শক্তি বা গুণের কার্য্য, নির্ব্বিকার আত্মা কখনই কোন প্রকার কার্য্যের কর্ত্তাদি হইতে পারে না, সুখ দুঃখ, মোহ ইত্যাদি যত কিছু শক্তি যত কিছু গুণ আছে তৎসমস্তই মনবুদ্ধি প্রভৃতি প্রাকৃত পদার্থের ধর্ম্ম, আত্মার সহিত উহাদের বিশেষ কোন সম্বন্ধই নাই. আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, বিকার নাই ইত্যাদি যাহা কিছু পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে তাহাই যাঁহার মনে সংস্কার ভাবে দাঁড়াইয়া যায়, যিনি কার্য্যতেও সেইরূপ অনুষ্ঠানই করেন, তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম্মবশে দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কোন প্রকার নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলেও তন্নিমিত্ত কিছু মাত্র দায়ী না হইয়া অপুনর্ভব প্রাপ্ত হইতে পারেন, এই দেহের পতন হইলে আর তাঁহার জন্ম হইতে পারে না (২৩)।

উক্ত আত্মতত্ত্ব দর্শনে চারি প্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে একটি মুখ্য উপায়, আর একটি গৌণ উপায়, আর একটি গৌণতর উপায়, এবং আর একটি গৌণতম উপায়।

সমস্ত জগতের একমাত্র অবলম্বন, তাই ইনি মহেশ্বর বলিয়া অভিহিত হয়েন। ইনি দেহাদি সমস্ত জড় পদার্থ অপেক্ষায় পর, শ্রেষ্ঠ, ও উৎকৃষ্ট পদার্থ এজন্য ইহাকে পরমাত্মাও বলা যাইতে পারে।

আবার, এই সংসারেও আত্মজ্ঞান বিষয়ে চারি প্রকার অধিকারী, ব্যক্তি আছেন। কেহ উত্তম অধিকারী, কেহ মধ্যম অধিকারী। কেহ বা মন্দ অধিকারী, আর কেহ মন্দতর অধিকারী। ইহার মধ্যে যিনি উত্তম অধিকারী তিনি মুখ্য উপায়, যিনি মধ্যম অধিকারী তিনি গৌণ উপায়, আর যিনি মন্দ অধিকারী তিনি গৌণতর উপায়, এবং যিনি মন্দতর অধিকারী তিনি গৌণতম উপায়ের অবলম্বন করেন। জ্ঞানেন্দ্রিয়শক্তি, কর্ম্মেন্দ্রিয়শক্তি, এবং প্রাণাদি শক্তিগুলি প্রত্যাহার পূর্ব্বক মনে লয় করিতে হয়, মনকে আবার অভিমানে বিলয় করিতে হয়, অভিমানকে বুদ্ধি তত্ত্বে বিলীন করিতে হয়, বুদ্ধিকে প্রকৃতি তত্ত্বে বিলীন করিতে হয়, পরে প্রকৃতিও আত্মাতে বিলয় পাইয়া যায়, তখন কেবল মাত্র এক অদ্বিতীয় নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব, সমস্ত ক্রিয়া গুণ ধর্ম্মাদি বিবর্জ্জিত চৈতন্যময় আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন, আর কিছুরই অস্তিত্বের ভাণ হয় না। এইরূপ অবস্থাকে "ধ্যান" বলে, এই ধ্যানই আত্মদর্শনের মুখ্য উপায় জানিবে। আর যাহাঁরা সুখ দুঃখেতে সমজ্ঞান সম্পন্ন অর্থাৎ যাহাঁর সুখজনক ঘটনায়ও কিছুমাত্র আনন্দোচ্ছাস হয় না, আবার দুঃখজনক কোন ঘটনা হইলেও অণুমাত্র ম্লান ভাব হয় না, সুতরাং সুখভোগের নিমিত্তও কিছুমাত্র অনুরাগ নাই, আবার দুঃখ ভোগের আশঙ্কায় ও কিছু মাত্র ভয় বা বিদ্বেষাদি নাই। যাঁহার দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি কোন প্রকার জড়, বস্তুতেই আত্মত্ব বোধ নাই, অর্থাৎ দেহাদি সমস্ত জড় পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু বলিয়া যিনি আত্মাকে জানেন, সুতরাং

এই দেহটা, অস্ত্র শস্ত্রাদির দ্বারা, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, অথবা অগ্নি-দ্বারা ভস্মসাৎ হইলেও "দেহ, আত্মা নয়" বলিয়া যিনি কিছু-মাত্র ব্যথিত বা বিচলিত না হয়েন, এবং মন বা ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যত প্রকার সুখ দুঃখাদি সমুৎপন্ন হয় তাহার কোন টিকেই যিনি আপনার সুখদুঃখাদি বলিয়া অনুভব করিয়া বিচলিত না হয়েন, যিনি শত্রু মিত্রাদিতে সমদর্শী, ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত মহাত্মাকে উত্তম অধিকারী বলা যায়। ইনিই ঐ পূর্ব্বোক্ত মুখ্য উপায়ের (ধ্যানের) অবলম্বন করিয়া তাদৃশ ধ্যান পরিসংস্কৃত চিত্তের দ্বারা উত্তপ্ত লৌহ পিণ্ড যেরূপ তাপদ্বারা অনুস্যূত থাকে, সেই রূপঅনুস্যূত ভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে, আপন অন্তঃকরণ মধ্যেই সন্দর্শন করেন।

প্রকৃতি এবং পুরুষের বিবেকজ্ঞানকে গৌণ উপায় বলা যায়, অর্থাৎ "দেহমধ্যে যে কোন প্রকার ক্রিয়া হইতেছে, তৎসমস্তই এই দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, ও বুদ্ধি, প্রাণাদি জড় পদার্থের ক্রিয়া, উহা আত্মার ক্রিয়া নহে, কারণ আত্মা নিতান্ত নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, ও নির্দ্ধর্ম্ম চৈতন্যময় পদার্থ, তাঁহার কোন প্রকার ক্রিয়াদি কদাচ সম্ভবেন', তিনি সাক্ষী স্বরূপে অব-স্থিত আছেন, সুখদুঃখাদি কোন প্রকার গুণ ও তাঁহাতে নাই," ইত্যাদি রূপ বিচার করাকে প্রকৃতিপুরুষবিবেক বলে। ইহারই নাম সাঙ্খ্যযোগ, (কিন্তু পূর্ব্বের সাঙ্খ্য যোগ হইতে বিভিন্ন)। এইরূপ বিচার করাকে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে আত্ম-দর্শনের কারণ বলা যায় না। এইরূপ বিচার বা বিবেকের অনুশীলন করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত ধ্যানের ক্ষমতা বিকসিত হইতে পারে, তৎপর সেই ধ্যানের দ্বারাই আত্মার দর্শন

হইয়া থাকে, এজন্য এই বিচার বা বিবেককে, আত্মদর্শনের গৌণ উপায় বলা গিয়া থাকে। আর যাঁহাদের চিত্ত হইতে সমস্ত প্রকার রজোগুণের ভাব এবং তমোগুণের ভাব নিঃশেষ বিদূরিত হইয়া সম্পূর্ণ সত্বগুণের বিকাশ হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত উত্তমাধিকারীর অবস্থা জন্মে নাই, তাঁহাদিগকে মধ্যমাধিকারী বলাযায়। সেই মধ্যমাধিকারিগণ উক্ত গৌণ উপায়ের (প্রকৃতি পুরুষ বিবেকের) অবলম্বন করিয়া থাকেন। ঐরূপ বিবেকের (সাঙ্খ্য যোগের) অনুশীলন করিতে করিতে অবশেষে ধ্যান সম্পন্ন হইয়া ধ্যান পরিসংস্কৃত চিত্তের দ্বারা আপন অন্তঃকরণেই আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

সমস্ত কর্ম্মফল ঈশ্বরেতে সমর্পণ পূর্ব্বক ফলকামনা শূন্য হইয়া বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাকে গৌণতর উপায় বা কর্ম্মযোগ বলাযায়। আর যাঁহাদের চিত্ত, রজোগুণ এবং তমোগুণ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে নাই, পূর্ব্বোক্ত ধ্যান আর বিবেকের অবস্থাও জন্মে নাই, তাঁহারা মন্দ অধিকারী। মন্দ অধিকারীগণ গৌণতর উপায়ের (ঈশ্বরে ফল সমর্পণ পূর্ব্বক, ফলকামনা শূন্য হইয়া বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের) অবলম্বন করিয়া, তাদৃশ কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানের দ্বারা সমস্ত রজোগুণ এবং তমোগুণ মন হইতে নিঃসারিত হইলে বিশুদ্ধ সত্বগুণের বিকাশ হইয়া থাকে। চিত্ত তখন আত্মতত্ত্ব বিবেকের উপযুক্ত হয়, ইহাকেই "চিত্তশুদ্ধি" বলে। পরে পূর্ব্বোক্ত ধ্যানানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্ত সংস্কৃত হইলে সেই চিত্তেই আত্মদর্শন করেন (২৫)। কোন তত্ত্ব বিষয় না জানিয়া কেবলমাত্র গুরু বাক্যাদিশ্রবণানন্তর তাহারই উপর অটল বিশ্বাসস্থাপন করিয়া

ভগবানের উপাসনা করাকে "গৌণতম উপায়" বলে। আর যাহাদের চিত্ত রজ এবং তমোগুণের দ্বারা সমাচ্ছন্ন যাহাদের পূর্ব্বোক্ত ধ্যানের অবস্থাও নাই, বিবেকের অবস্থাও নাই, নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করার ক্ষমতাও নাই, কারণ চিত্তের নির্ম্মলতা হয় নাই তাহারা মন্দতর অধিকারি। ইহঁরা উক্ত গৌণতম উপায়ের অবলম্বন করিয়া, তাদৃশভাবে উপাসনা করিতে করিতে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি ও বিবেকোদয় হইয়া অবশেষে পূর্ব্বোক্ত ধ্যানানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের সংস্কার হইলে, সেই চিত্তেই আত্মাকে সন্দর্শন করেন এবং মৃত্যুকে অতিক্রমণ করেন, (মুক্তিলাভ (ক) করেন) (২৫)। এইরূপ চারি প্রকার উপায়ের দ্বারা চারি প্রকার অধিকারীর আত্ম দর্শন হইয়া মোক্ষলাভ হইতে পারে।

এখন আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধেই আরও একটি কথা বলিতেছি। যাহা আত্মদর্শন অবস্থায় প্রকাশ পাইয়া থাকে;—হে ভরতর্ষভ! এই অনন্ত জগৎ এবং অনন্ত জগতের মধ্যবর্ত্তী যে কোন স্থাবর জঙ্গম প্রাণীর উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহার মূল কারণ কেবল ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের

(ক) এই দুই শ্লোকের বিশেষ বিবরণ ধর্ম্মব্যাখ্যায় লিখিত আছে। বুদ্ধি কাহাকে বলে, অভিমান কাহাকে বলে, মন কাহাকে বলে, ইন্দ্রিয় শক্তি কাহাকে বলে, এবং কি করিলেই বা ইন্দ্রিয়দিগকে মনে লয় করিতে হয়, মন অভিমানে লীন করিতে হয়, অভিমান বুদ্ধিতে বিলীন করিতে হয় ইত্যাদি বিবরণ, ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় অতি বিসদ ও বিস্তাররূপে আছে।

সংযোগ। এই অনন্ত জগতের প্রসূতি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি (খ) আর চৈতন্য পদার্থ ইহাঁদের পরস্পরের অধ্যাসস্বরূপ

(খ) এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ও প্রাণ প্রভৃতি সর্ব্বোপকরণ যুক্তদেহকে "ক্ষেত্র" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু এখানকার 'ক্ষেত্র' শব্দে ঠিক সেই অর্থ বুঝাইতে পারে না; কেননা তাহাতে অর্থ সংলগ্ন হয় না। কারণ এখানে ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগদ্বারা দেহাদি সমস্ত পদার্থের উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন, এখন যদি এই ক্ষেত্র শব্দের অর্থ কেবল দেহমাত্র হয় তবে দেহের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইয়া, দেহের এবং জগতের উৎপত্তি হইল, একথা কিরূপে সম্ভবে? দেহের সহিত আত্মার সংযোগ না হইয়া দেহের উৎপত্তি হইতে পারে না, আবার দেহের উৎপত্তি না হইলেও দেহের সহিত আত্মার সংযোগ হইতে পারে না; অতএব একবারে অসম্ভব কথা বলা হয়। পণ্ডিতগণ ইহাকে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ বলিয়া থাকেন। অতএব ক্ষেত্র শব্দে এখানে দেহমাত্র বুঝায় নাই, এবং উক্ত কারণেই ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দেও এখানে দেহোপাধি বিশিষ্ট চৈতন্য বুঝায় নাই। পরন্তু দেহাদি সমস্ত জড়পদার্থের প্রসূতি বা মূলস্বরূপা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই, এখানে ক্ষেত্র শব্দের অর্থ, আর সেই প্রকৃতির সহিত সংযোগাপন্ন চৈতন্য পদার্থই ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে। তাঁহাদেরই পরস্পরে সংযোগ থাকা নিবন্ধন এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ হইয়াছে। ফল পক্ষে সেই সুবৃহৎ ক্ষেত্রস্বরূপা প্রকৃতি, আর এই ক্ষুদ্র ক্ষেত্রস্বরূপ দেহ ইহা বিভিন্ন-

সংযোগ হইলেই স্থাবর জঙ্গম জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে ইহা জানিবে। (গ) নতুবা পৃথক্ ভাবাপন্ন প্রকৃতি বা পুরুষ হইতে কোন কার্য্যই নিষ্পন্ন হইতে পারে না (২৬)।

পদার্থ নহে, কারণ এই দেহ সেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরই একটু অবস্থান্তর মাত্র। আবার সেই সুবৃহৎ ক্ষেত্রজ্ঞ আর এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহোপাধিবিশিষ্ট ক্ষেত্রজ্ঞ ইহাও বিভিন্ন নহে, কারণ সেই সুবৃহৎ চৈতন্যই দেহ সম্বন্ধীয় হওয়াতে দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

(গ) একের গুণ ও ধর্ম্ম অপর বস্তুতে আরোপ করাকে অধ্যাস বলে, যেমন তাপ আর লৌহ ইহাদের সম্বন্ধ হইলে তাপের গুণ লৌহে আরোপিত হয় আবার লৌহের গুণও তাপে আরোপিত হয়। যখন বলি যে "লোহায় হাত পুড়িয়া গেল" তখন তাপের গুণ লৌহে আরোপিত হইল, কারণ তাপেই হাত পুড়িতে পারে লৌহে কখনও হাত পুড়িতে পারে না। আবার যখন বলি "এই অগ্নি পিণ্ডটা বড় ভারী", তখন লৌহের গুণ তাপে আরোপিত হইল, কারণ তাপ বা অগ্নি কখনও ভারী হইতে পারে না লৌহই ভারী হইয়া থাকে। সেইরূপ প্রকৃতি এবং পুরুষের (চৈতন্যের) সম্বন্ধ-ধীন প্রকৃতির গুণও পুরুষে আরোপিত হয়। ইচ্ছা শক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি, প্রভৃতি যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই প্রকৃতির গুণ, এই সকল গুণ বা শক্তি পুরুষে আরোপিত হইয়া পুরুষেই যেন ইচ্ছা শক্তিমান্, ক্রিয়াশক্তিমান্ ও জ্ঞানাদি শক্তিমান্ হয়েন। আবার প্রকাশ পাওয়া, পুরুষের অবস্থা

হে ধনঞ্জয়! উক্ত আত্মা যখন এই অনন্ত জগতের সর্ব্বত্রেই সংযুক্ত বা অভিসম্বদ্ধ আছেন সুতরাং প্রত্যেক দেহের

এই প্রকাশ অবস্থাও প্রকৃতিতে আরোপিত হইয়া প্রকৃতিই যেন প্রকাশবতী বা চেতন পদার্থ হইয়া পড়িলেন। এইরূপ পরস্পরের গুণ পরস্পরে আরোপিত হইয়া উভয়ের যেন একতা বা তাদাত্ম্য হইয়া গিয়াছে, অতি কষ্টেও প্রকৃতি পুরুষের পার্থক্য অনুভব করা যায় না। যেমন আমাদের এই দেহের মধ্যে চৈতন্য এবং মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জড় পদার্থও আছে, কিন্তু ইহাদের পরস্পরের যোগ হইয়া এমন অভেদ ভাব হইয়া গিয়াছে যে ইহাদের পার্থক্য আমরা কিছু মাত্র অনুভব করিতে পারি না, এই জড় দেহ জড় ইন্দ্রিয় ও জড় মন কেহ আমরা চেতন পদার্থ বলিয়া মনে করি, আবার সেই নির্গুণ নিষ্ক্রিয় আত্মাকেও, আমরা "আমি কর্ত্তা আমি হর্ত্তা" ইত্যাদি বলিয়া লক্ষ্য করিয়া থাকি, ইহাকেই পরস্পরের অধ্যাস বলা হয়। ব্যাপক ব্রহ্ম আর ব্যাপিকা প্রকৃতি সম্বন্ধেও এইরূপই জানিবেন। প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বাদি গুণ ব্রহ্মে আরোপিত হইয়া ব্রহ্মই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পদ গ্রহণ করিতেছেন, আবার ব্রহ্মের প্রকাশ স্বভাব প্রকৃতিতে আরোপিত হইয়া কর্ত্তৃত্বাদি শক্তিগুলি চেতনভাব গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ অধ্যাসের দ্বারা পরস্পরের বিমাশ্রিত ভাবাপন্ন অবস্থাকেই ঈশ্বরাবস্থা বলে। যিনি এইরূপ বিমাশ্রিত ভাবাপন্ন তিনিই ঈশ্বর, তাহা হইতেই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিষয়টি অতীব দুরূহ এবং সুবিস্তীর্ণ; অতএব

মধ্যেও অনুস্যূত আছেন, এবং তাঁহাদ্বারাই প্রকাশিত হইয়া প্রত্যেক দেহবর্ত্তী মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ চেতনভাবে আপনাপন কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, আপনাপন অস্তিত্বের অনুভব করিতেছে আর প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার চেতনতা অর্থাৎ "আমি চেতন বা চৈতন্য বিশিষ্ট পদার্থ" এইরূপ অনুভব করিতেছে। সুতরাং সকলেই যে ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি প্রভৃতির সঙ্গে উক্তরূপে সেই চৈতন্য পদার্থেরও অনুভব করিতেছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই রূপ আত্মদর্শন বা ব্রহ্ম দর্শনের দ্বারা কোন কার্য্যই হয় না। কেননা ঐ আত্মজ্ঞান কীট পতঙ্গাদি সকল প্রাণীরই আছে; তাহারাও আপনাকে চেতন পদার্থ বলিয়া অন্তরে অন্তরে অনুভব করে; অতএব উহাকে আত্মদর্শন বলে না। পরন্তু যাঁহারা চৈতন্য স্বরূপ আত্মাকে সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিতে পান, অর্থাৎ ব্রহ্মা অবধি কীট পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রাণীতে এবং স্বর্গ অবধি মলমূত্রাগার পর্য্যন্ত প্রত্যেক স্থানেই অবিকৃত ও ন্যূনাধিক্য রহিত ভাবে আত্মাকে দেখিতে পান, প্রাণীদেহ এবং অন্যান্য ভূত ভৌতিক পদার্থ কোন প্রকারে পরিবর্ত্তিত বা বিনষ্ট হইলেও আত্মাকে অপরিবর্ত্তিত ও অবিনশ্বর অবস্থায়ই দেখিতে পান, তাঁহারাই আত্মাকে দর্শন করেন; জানিবে। ২৭॥ কারণ যিনি সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত রূপে যথোক্ত লক্ষণ সম্পন্ন আত্মাকে দেখিতে পান, তিনিই

এখানে তাহা বলা হইতে পারে না, শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্ম ব্যাখ্যাতেই একথা অতি বিস্তাররূপে দেখিতে পাইবেন।

জরা, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, শোক ও কর্তৃত্ব, হর্ত্তৃাদি প্রকৃতির ধর্ম্মগুলি আত্মাতে আরোপিত করিয়া "আমি আহত হইলাম, আমি হত হইলাম" ইত্যাদি রূপ মিথ্যা বিশ্বাস করিয়া আত্মঘাতক হয়েন না। সুতরাং আত্মার নিত্যত্বদর্শী মহাত্মা পরমাগতি (মুক্তি) লাভ করিয়া থাকেন। অতএব পূর্ব্বোক্ত আত্ম দর্শনই বাস্তবিক আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন বলিয়া গণ্য (২৮)।

এই স্থাবর জঙ্গম জগতের মধ্যে যে কোন প্রকার ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে দেখাযায়, তৎসমস্তই যিনি প্রকৃতির কার্য্য বলিয়া দেখিতে পান, এবং আত্মাকে যিনি অকর্ত্তা অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাদি শক্তি শূন্য দেখিতে পান তিনিই আত্মাকে দেখিতেছেন, জানিবে (২৯)। যৎকালে একমাত্র নির্ব্বিকার আত্মাতেই এই পৃথক পৃথক প্রাণি সমূহকে অবস্থিত দেখিতে পায়, এবং সেই একমাত্র আত্মা হইতেই এই ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ব্বোক্ত রূপে উৎপত্তি হওয়া বুঝিতে পারে, তখনই জীব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে (৩০)। (ক)

হে কৌন্তেয়! আত্মা যদিও প্রত্যেক দেহ, এবং দেহ মধ্যবর্ত্তী ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধি প্রভৃতির সহিত অনুস্যূত

(ক) জীব সর্ব্বদাই ব্রহ্ম পদার্থ হইলেও, অবিদ্যা দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকিয়া তাহা বুঝিতে পারে না, এই জন্য ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিয়াই আপনাকে মনে করে, কিন্তু যখন তাহার সেই অন্ধকার দূরীভূত হয় তখন "সে যে স্বয়ংই ব্রহ্ম পদার্থ ইহা বুঝিতে পারে, তাহাকেই জীবের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত বা ব্রহ্ম প্রাপ্তি বলে। তদ্ভিন্ন মুক্ত অবস্থায় কোন অপ্রাপ্ত নূতন বস্তু পায় না।

ভাবে থাকিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, তথাপি তিনি কোন কার্য্যেরই কর্ত্তা নহেন এবং ঐ সকল দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, অভিমান, ও বুদ্ধি প্রভৃতি প্রকৃতজ পদার্থের দ্বারা যে সমস্ত ভাল মন্দ কার্য্য নিষ্পাদিত হইতেছে তদ্দ্বারা কিছু মাত্র বিলিপ্ত বা সংস্পৃষ্ট হয়েন না; কারণ তিনি অনাদি এবং নির্গুণ পদার্থ, অতএব তাঁহার মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন অবস্থা ঘটিতে পারে না, সুতরাং কর্তৃত্বাদি গুণও থাকিতে পারে না (৩১)। আকাশ যেরূপ সর্ব্বব্যাপক বা সর্ব্বগত পদার্থ হইয়াও আপনার সূক্ষ্মতা নিবন্ধন কর্দ্দমাদি দ্বারা বিলিপ্ত হইতে পারে না, আত্মাও সেইরূপ সর্ব্বব্যাপক সর্ব্ব দেহগত পদার্থ হইয়াও আপনার সূক্ষ্মতা নিবন্ধন, দেহাদি ঘটিত কোন দোষ গুণের দ্বারা বিলিপ্ত হয়েন না (৩২)। হে ভারত! এক সবিতা যেরূপ এই সচরাচর জগতকে প্রকাশিত করেন, এক ক্ষেত্রজ্ঞ বা আত্মাও সেই রূপ এই অনন্ত ক্ষেত্র বা দেহের মধ্যে বাস করিয়া আপাদতল মস্তক পর্য্যন্ত সমস্তটা দেহের অন্তরে অন্তরে প্রকাশ করিতেছেন, প্রত্যেক দেহেরই অভ্যন্তরের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া চেতনতা সম্পাদন করিতেছেন (৩৩)।

যিনি জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা, উক্ত ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের বৈলক্ষণ্য দেখিতে পান, এবং স্থাবর জঙ্গম প্রাণীসহ সমস্ত জগতের প্রকৃতি স্বরূপ অবিদ্যা আর তাহার বিক্ষোভনের তত্ত্ব অবগত হয়েন তিনি, কৈবল্য স্বরূপ পরম বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন (৩৪)।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দশ অধ্যায়।

ভগবান্ বলিলেন।—আমি আরও, জ্ঞানিদিগের পরমোত্তম জ্ঞান তোমাকে বলিতেছি,—যাহা জানিয়া সমস্ত মুনিগণ এই দেহবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন (১)। এই জ্ঞানের আশ্রয় লইতে পারিলে জীবগণ আমার সাধর্ম্ম (ঈশ্বরত্ব) প্রাপ্ত হইয়া কল্পারম্ভকালেও পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করেন না, এবং মহাপ্রলয় কালেও অন্যান্য জীবের অবস্থা গ্রহণ করেন না, কিন্তু ঈশ্বর স্বরূপেই সর্ব্বদা অবস্থিত করেন (২)।

হে ভারত! ত্রিগুণাত্মিকা বা ত্রিশক্তি স্বরূপ প্রকৃতিকেই আমার (আত্মা বা ব্রহ্মের) যোনি (সন্তানোৎপত্তি স্থান) বলিয়া জানিবে; সেই প্রকৃতিতে আমি গর্ভাধান করিয়া থাকি, তাহা হইতেই সর্ব্ব ভূতের সৃষ্টি হইয়া থাকে (৩)। (ক)।

(ক) শ্লোকটিতে অতি গুরুতর কথা নিহিত আছে, সেই মর্ম্ম বিস্তাররূপে বুঝাইতে গেলে দ্বিতীয় একখানি গ্রন্থ হইয়া পড়ে এজন্য এখানে বলিলাম না, পরন্তু শ্রীযুক্ত তর্ক চূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্মব্যাখ্যাতেই ইহা অতি বিস্তারমতে দেখিতে পাইবেন, কিন্তু এই গুরুতর বিষয়টি আপনাদিগকে কিছুমাত্র না বুঝাইয়া একবারে উপেক্ষা করিতেও মনঃকষ্ট অনুভূত হয়, অতএব সংক্ষেপ কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

দুই প্রকার ঘটনা দ্বারা সন্তানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহার একটিই, এখানে দৃষ্টান্তের অবতারণার নিমিত্ত আবশ্যক হইয়াছে, অতএব সেই একটি প্রণালীই এখানে বলা যাইতেছে।

অতএব, হে কৌন্তেয়! দেব মনুষ্যাদি কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত নিখিল জাতির মধ্যে যত প্রকার আকৃতি দেখিতেছ তৎসমস্তেরই মূল মাতৃস্বরূপা একমাত্র ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, এবং

অতীব সূক্ষ্ম, কেবল শক্তি মাত্র স্বরূপে অবস্থিত জীব সকল, ঘটনা ক্রমে, বিবিধ খাদ্য দ্রব্য অথবা নিশ্বাস বায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পিতার দেহে প্রবেশ করে, পরে তাহা এমত অভিন্ন ভাবে, পিতার আত্মার সহিত মিশাইয়া যায় যে, কোন প্রকারেও তাহাদের পার্থক্য অনুভব করা যায় না, যেন একবারে একই হইয়া যায়। পরে যখন স্ত্রী আর পুরুষের যোগ হয় তখন ঐ বিলীন শক্তিটুকু আবার বিশ্লিষ্ট হইয়া পিতার দেহের অণুমাত্র ভৌতিক পদার্থের আশ্রয় পূর্ব্বক মাতৃ জরায়ুতে প্রবেশ করিয়া, আবার মাতার দেহে একবারে সমবেত হইয়া যায়, পরে মাতা হইতেই দেহের পুষ্টি সাধন পূর্ব্বক, আবার মাতা হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এক এক বার মহাপ্রলয়ের পর, ব্রহ্ম আর প্রকৃতি হইতেও ঠিক এইরূপেই জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মহত্তত্ত্ব হইতে পৃথিব্যাদি যত প্রকার জড় পদার্থ আছে এতৎ সমস্তই, মহাপ্রলয় কালে ত্রিগুণাত্মিকা বা ত্রিশক্তিস্বরূপা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়, তখন কোন প্রকার জড় বস্তুরই অস্তিত্ব থাকে না, একমাত্র প্রকৃতিই বিদ্যমানা থাকেন। কিন্তু সেই প্রকৃতিও চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত অভেদভাবে মিশাইয়া যায়। প্রত্যেক জীবের যে পৃথক্ পৃথক্ জীবনী শক্তি আছে তাহাও ঐ প্রকৃতিতেই বিলীন হইয়া যায়, কারণ উহাও প্রকৃতিজন্য পদার্থ। এদিকে

আমিই, (আত্মা বা ব্রহ্মই) তাঁহাদের বীজপ্রদাতা পিতা স্বরূপ (৪)।

প্রত্যেক জীবের অবলম্বন স্বরূপ বা আত্মা স্বরূপ যে পৃথক্ পৃথক্ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত চৈতন্যের অনুভব হইতেছে, তৎসমস্তই সেই অপারামিত চৈতন্য সমুদ্রে এক হইয়া যায়, ইহাঁদের কিছুমাত্র পার্থক্যের অনুভব হয় না, তখন একমাত্র পরমাত্মাই বিদ্যমান থাকেন। পরে যখন মহাপ্রলয়ের অবসান হয়, তখন ঐ মায়া বা ত্রিগুণাত্মিকা অথবা ত্রিশক্তিস্বরূপা প্রকৃতির সহিত ঐ চৈতন্য স্বরূপ আত্মা বা পুরুষের পূর্ব্বোক্ত অধ্যাস স্বরূপ সংযোগ থাকাতে, সেই পূর্ব্ব বিলীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত জীব চৈতন্যগুলি সেই সুবৃহৎ চৈতন্যস্বরূপ পিতা হইতে যেন পৃথক্‌ভূত হইয়া পড়ে। তখন তাহারা সেই পূর্ব্ব বিলীন আপনং জীবনী শক্তিও গ্রহণ করে এবং ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি স্বরূপা মাতাতে সমবেত হইয়া যায়, এই হইল প্রকৃতির গর্ভাধান ব্যাপার। পরে ঐ প্রকৃতি হইতেই, জ্ঞান শক্তি, ক্রিয়াশক্তি, এবং পোষণশক্তি সংযমাশ্রিত বুদ্ধি, অভিমান, মন ও ইন্দ্রিয়াদি শক্তির সংগ্রহ করিয়া অসংখ্য জীবের পৃথক পৃথক কারণ দেহ বা লিঙ্গ দেহ বা সূক্ষ্ম দেহ সংগঠিত হয়, তখনই পৃথক পৃথক জীবের জন্ম হইল বলা যায়। তৎপর সেই জীব হইতেই, প্রকৃতির অংশ সকল গ্রহণ করিয়া যথাক্রমে, ব্রহ্মা অবধি কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী দেহের বিকাশ হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম বা আত্মাই জগতের পিতা, এবং ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই এই জগতের মাতা। বলা বাহুল্য যে এই গুরুতর বিষয়ের

এক ও অদ্বিতীয় পরমাত্মারই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পরিদৃশ্যমান জীব চৈতন্য অংশস্বরূপ গুলি, উক্ত রূপে প্রকৃতির সহিত সমবেত হইয়া, কি প্রকারে এই ঘোর সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইল, তাহাও বলাযাইতেছে,—হে মহাবাহো! উক্ত প্রকৃতির তিনটি গুণ বা শক্তি আছে, তাহার একটীর নাম সত্ত্ব, আর একটির নাম রজ, আর একটির নাম তম, এই তিনটি গুণই বেণী বা রজ্জুর ন্যায় একত্রিত হইয়া নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, ও মুক্তস্বভাব-সমস্তবিকারশূন্য-আত্মাকে এই দেহ মধ্যে প্রতিসম্বদ্ধ করে, ইহাকেই বন্ধন করাও বলাগিয়া থাকে (৫)। তন্মধ্যে সত্ত্বগুণ বা সত্ত্ব শক্তি নিতান্ত নির্ম্মল ও স্বচ্ছ, এনিমিত্ত উহা মানবের অন্তরে আত্মতত্ত্বের প্রকাশে সমর্থ, এবং প্রাণীর অন্তঃকরণে যত প্রকার বাহ্য বস্তুর জ্ঞান বা প্রকাশ হইয়া থাকে তাহারও কারণ এই সত্ত্বগুণ, তদ্ব্যতীত প্রাণীর যে অকৃত্রিম সুখের অনুভব হইয়া থাকে তাহাও এই সত্ত্ব গুণেরই স্বরূপ বিশেষ, সুতরাং এই সত্ত্বগুণের সহিত আত্মার পূর্ব্বোক্ত অধ্যাসস্বরূপ সংযোগ থাকাতে এই সত্ত্ব গুণের ধর্ম্ম স্বরূপ যে সুখ আর জ্ঞানাদি, তাহা আত্মাতে আরোপিত হইয়া, আত্মাই যেন সুখযুক্ত, আত্মাই যেন জ্ঞান বিশিষ্ট, এইরূপ ভান হইয়া থাকে, অতএব হে অনঘ! সত্ত্বগুণ তাহার নিজের ধর্ম্ম সুখ এবং জ্ঞানকে আত্মাতে আরোপিত করিয়া তাহাকে নিবদ্ধ করিল (৬)।

কেবল একটু আভাস মাত্রই এস্থানে প্রদর্শিত হইল, বাস্তবিক ইহার সমস্ত কথাই বলিতে অবশিষ্ট থাকিল।

হে কৌন্তেয়! রজোগুণ বা রজঃ শক্তিকে অনুরাগ বা অভিলাষ স্বরূপ বলিয়া জানিবে, এই রজোগুণ হইতেই অনুরাগ বা সমস্ত প্রকার কামনার বিকাশ হইয়া থাকে। এবং ইহা হইতেই অপ্রাপ্ত বিষয়ের নিমিত্ত তৃষ্ণা, আর প্রাপ্তবিষয় সংরক্ষণের নিমিত্ত আসক্তির উৎপত্তি হয়। এই রূপ ক্ষমতা সম্পন্ন রজঃ শক্তির সহিত আত্মার অধ্যাসিক সম্বন্ধ থাকা নিবন্ধন, এই রজঃ শক্তির গুণগুলি আত্মাতে আরোপিত হইয়া, ঐ অনুরাগ, তৃষ্ণা ও আসক্তি প্রভৃতি গুণ গুলি যেন আত্মারই গুণ বলিয়া ভান্ হইয়া থাকে, আত্মাই যেন অনুরাগী, আত্মাই যেন তৃষ্ণাবান্, আত্মাই যেন আসক্তি সম্পন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, তখন আত্মাতেই যেন "আমি অমুক কার্য্য করিয়া অমুক ফল ভোগ করিব" ইত্যাদি অভিনিবেশ জন্মিয়া থাকে। সুতরাং এই রূপ ক্রিয়াভিনিবেশের দ্বারা, রজোগুণ আত্মাকে নিবদ্ধ করিয়া থাকে (৭)। এখন তমোগুণের কথা শুন,—

প্রকৃতির আবরণ শক্তি হইতে তমোগুণের বিকাশ। ইহাকে সর্ব্বপ্রাণীর মোহজনক, অর্থাৎ অবিবেকের উৎপত্তি দ্বারা ভ্রান্তির উদ্ভাবক বলিয়া জানিবে। হে ভারত! প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা প্রভৃতি এই তমোগুণের ক্ষমতা এই সকল ক্ষমতা বা শক্তি, নির্ম্মল আত্মাতে আরোপিত হইয়া আত্মাই যেন মুগ্ধ, আত্মাই যেন অলস, আত্মাই যেন প্রমাদশীল, আত্মাই যেন নিদ্রিত ইত্যাদি রূপে ভান্ হইয়া থাকে; সুতরাং তথাবিধ ব্যবহারও হয়, অতএব প্রমাদ আলস্য ও নিদ্রাদি শক্তির দ্বারা তমোগুণ আত্মাকে নিবদ্ধ করিয়া থাকে (৮)। হে ভারত!

এই তিন শ্লোকের ফলিতার্থ এই যে, সত্ত্বশক্তি আত্মাকে সুখেতে সংশ্লিষ্ট করে, রজঃশক্তি ক্রিয়াতে সংশ্লিষ্টকরে, আর তমঃশক্তি, জ্ঞানশক্তি আবরণ পূর্ব্বক প্রমাদাদি অবস্থায় সংশ্লিষ্ট করে (৯)।

উক্ত সত্ত্ব, রজ, আর তমঃশক্তি, ঠিক এক সময়েই একত্র সমভাবে লক্ষ্যাস্পদ হয় না। ইহারা আপন বলের পরিমাণানুসারে অপর দুটিকে অভিভব করিয়া উত্তেজিত হয়। সত্ত্বগুণ যখন পূর্ণ মাত্রায় উত্তেজিত হয় তখন রজ আর তমঃশক্তিকে পূর্ণমাত্রায় অভিভূত করিয়া ফেলে, আবার যখন মধ্যম বা সামান্য মাত্রায় সত্ত্বশক্তির উত্তেজনা হয় তখন মধ্যম বা সামান্য মাত্রায় রজ ও তমঃশক্তির অভিভব হয়! হে ভারত! রজোগুণ যখন পূর্ণ, মধ্যম ও সামান্য মাত্রায় উত্তেজিত হয় তখন সত্ত্ব ও তমগুণকে যথাক্রমে পূর্ণ, মধ্যম ও সামান্য মাত্রায় অভিভব করে। আবার তমোগুণও যখন পূর্ণ মধ্যম ও সামান্য মাত্রায় উত্তেজিত হয় তখন রজ আর সত্ত্বশক্তিকে যথাক্রমে পূর্ণ, মধ্যম ও সামান্য মাত্রায় অভিভূত করে (১০)।

এই দেহের মধ্যে রজঃশক্তি জনিত ক্রিয়াশক্তি এবং তমঃশক্তি জনিত পোষণশক্তি এককালে নিস্তব্ধ হইলে (মস্তক অবধি পদতল পর্য্যন্ত যে কোন প্রকার জ্ঞানকার্য্য নিষ্পাদক স্নায়ু সমূহ আছে, যেমন চাক্ষুষ স্নায়ু, শ্রাবণিক স্নায়ু, রাসনিকস্নায়ু, এবং সর্ব্বদেহের চর্ম্মাস্থ প্রদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত স্পর্শ শক্তি গ্রহণের স্নায়ু সমূহ, ইত্যাদি; ইহাদের সকলের মধ্যেই যখন কেবল মাত্র প্রকাশ স্বরূপ জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়,

অর্থাৎ সমস্ত দেহটার মধ্যেই যখন আত্মার অস্তিত্ব প্রকাশিত হয় অথবা) চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি যে কোন প্রকার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যখন কোন না কোন বিষয়ের জ্ঞান বা একাগ্রভাবে প্রগাঢ়তম উপলব্ধি হইতে থাকে, তখনই সত্বগুণের প্রবলতাবস্থা জানিবে (১১)। হে ভরতর্ষভ! যখন কোন বিষয়ের নিমিত্ত লোভ, প্রবৃত্তি, উদ্যম, অশান্তি, এবং স্পৃহাদির বিকাশ হয়, তখন রজোগুণের প্রবলতা জানিবে (১২)। আর যখন তমোগুণের প্রবলতা হয় তখন, হে কুরুনন্দন! প্রমাদ, মোহ, অপ্রবৃত্তি, এবং অন্তরে অন্তরে এক প্রকার অপ্রকাশ অবস্থা যেন অন্ধকার অবস্থা, যাহাতে কোন প্রকার বিষয়েরই উপলব্ধি বা কোন প্রকার ক্রিয়া করা যায় না, দেহটা যেন অথর্ব্ব হইয়া আইসে, এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে (১৩)। (ক)

সত্বগুণের উদ্রিক্তাবস্থায় যদি জীব এই দেহ পরিত্যাগ করে (মৃত্যুহয়) তবে, ঈশ্বরের স্থূল অবস্থাবিদ্‌গণ যে গতি লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারাও সেই গতি (অমল স্বর্গলোক) লাভ করিয়া থাকেন (১৪)। আর যাঁহারা রজোগুণের প্রবলতাবস্থায় মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হয়েন তাঁহারা বিহিত ও নিষিদ্ধ নানা প্রকার কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, পরিণামেও তাদৃশ অবস্থাপন্নই হয়েন। তমোগুণের উত্তেজনা কালে যদি মৃত্যু হয় তবে গো, অশ্ব, মহিষাদি পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করে (১৫)।

যাহারা সাত্বিক ভাবে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহারা

(ক) ইহার বিশেষ বিবরণ ধর্ম্মব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

দুঃখ, মোহ, আবমিশ্রিত নির্মল; সাত্ত্বিক সুখের উপভোগ করে, যাহারা রাজসভাবে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহারা দুঃখ বিমিশ্রিত সুখভোগ করিয়া থাকে, আর যাহারা তামস ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করে তাহারা কেবল অজ্ঞান, এবং দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে (১৬)। কারণ সত্ত্বশক্তি হইতে প্রকাশ স্বরূপ জ্ঞানশক্তির বিকাশ, রজঃশক্তি হইতে লোভের বিকাশ, আর তমঃশক্তি হইতে প্রমাদ, মোহ, এবং অজ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি (১৭)। যাহারা সত্ত্বগুণের সেবক তাহারা পরকালে দেবলোকাদিতে গমন করিয়া থাকেন, যাহারা রজোগুণসম্পন্ন তাহারা মধ্যে অবস্থিতি করেন অর্থাৎ মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন, আর যাহারা তমোগুণজনিত প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে তাহারা ইহার পরে পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করে (১৮) (ক)।

এখন, একবারে নির্ব্বাণমুক্ত কে তাহাও বলিতেছি;—যিনি, এই প্রাণি ও অপ্রাণি জগতের মধ্যে যে কোন প্রকার ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে, তৎসমস্তই কেবল মাত্র

(ক) পূর্ব্বে, মৃত্যুসময়ে সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, ও তমোগুণের বিকাশ হইলে কাহার কিরূপ গতিলাভ হয় এবং সাত্ত্বিক; রাজসিক, ও তামসিকের মধ্যে কোন ভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কাহার কি ফল হয় ইত্যাদি বিষয় বলিয়াছেন; আর এইক্ষণে, কোন্ স্বভাবাপন্ন ব্যক্তি অথবা সর্ব্বদা কোন গুণজনিত কার্য্য করিলে কাহার কি গতি হয় তদ্বিষয় বলিয়াছেন, অতএব পুনরুক্তি করা হয় নাই।

এই সত্ত্ব, রজ, তমোগুণ এবং ইহা হইতে উৎপন্ন ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রভৃতি জড় পদার্থের কার্য্য, ইহারাই সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা, আত্মা কখনও কোন ক্রিয়া করেন না, তিনি নিষ্ক্রিয় এবং ত্রিগুণাতীত পদার্থ, এইরূপ অনুভব (অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি) করেন, তিনি মদ্ভাব (ব্রহ্মত্ব) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, (১৯)। তিনি দেহোৎপত্তির বীজভূত এই ত্রিগুণ অতিক্রমণ করিয়া জন্ম, মৃত্যু ও জরাজনিত দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতোপভোগ করেন, (মুক্তিলাভ করেন) (২০)।

অর্জ্জুন বলিলেন।—হে প্রভো! কি কি লক্ষণের দ্বারা এই ত্রিগুণের অতিক্রমণকারী ব্যক্তিকে জানা যাইতে পারে, অর্থাৎ কি কি চিহ্ন দেখিলে আমি নিশ্চয় করিব যে "ইনি ত্রিগুণকে অতিক্রমণ করিয়াছেন," এবং ত্রিগুণাতীত ব্যক্তি কিরূপ আহার ব্যবহার করিয়া থাকেন, কি প্রকারেই বা এই ত্রিগুণকে অতিক্রম করা যায়, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন (২১)।

ভগবান্ বলিলেন। প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ প্রভৃতি যতকিছু, এই ত্রিগুণজনিত বৃত্তি বা কার্য্য আছে, তাহারা যখন উদ্ভূত হইয়া আপনাপন কার্য্য করিতে থাকে, তখন ঐ সকল প্রবৃত্তি ও কার্য্যকে আপনার আত্মার প্রবৃত্তি বা কার্য্য বলিয়া যিনি ধরিয়া লয়েন না, এবং যিনি এইরূপ দুঃখ বা বিদ্বেষ না করেন যে "হায়, এই আমার তামসী প্রবৃত্তি হইয়াছে এতদ্দ্বারা আমি বিমুগ্ধ হইলাম, এই আমার রাজসী প্রবৃত্তি হইয়াছে এতদ্দ্বারা প্রবৃত্তি সম্পন্ন হইয়া আমি প্রকৃত স্বরূপ হইতে বিস্খলিত হইলাম, এই সাত্তিকী প্রবৃত্তি

উত্তেজিত হইয়া আমাকে বিবেকাদিগুণসম্পন্ন করিতেছে, এতদ্দ্বারা ও আমি গুণবদ্ধ হইলাম ইত্যাদি"; আবার সমুচিত কারণ বশে এই সকল প্রবৃত্তির ক্ষয় বা অভাব হইলেও, "আমার আত্মার গুণ বিশেষের লয় হইল," এই মনে করিয়া উহাদের স্থায়িত্ব আকাঙ্ক্ষা না করেন;—অর্থাৎ সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তি এবং তদীয় কার্য্যকে, আপনা হইতে দ্বিতীয় বস্তুর কার্য্য বলিয়া স্থিরতর ধারণাসম্পন্ন হইয়া, যিনি উহাকে অন্যের কার্য্যের ন্যায় এককালে উপেক্ষা করেন,(২২)। এই দেহের মধ্যে থাকিয়াও যিনি উদাসীনবৎ অবস্থিতি করিয়া ত্রিগুণের দ্বারা বিচলিত না হয়েন; দেহের মধ্যে যে কোন প্রকার ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে তৎসমস্তই এক একটি গুণ বা গুণবিকারের কার্য্য; উহা আমার (আত্মার) কার্য্য নহে। এইরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট হয়েন; এই দেহের কোন ক্রিয়াবা জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির দ্বারা, কোন ক্রিয়াবা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা, কোন ক্রিয়া বা প্রাণাদি শক্তির দ্বারা কোন ক্রিয়া বা মন ও বুদ্ধ্যাদির দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে; দর্শন স্পর্শনাদি ক্রিয়াগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা, গ্রহণ গমন প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা, ফুস্ ফুস্, পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ প্লীহা প্রভৃতি যন্ত্রের ক্রিয়া সকল পোষণ শক্তি জনিত প্রাণাদি শক্তি দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে, আর মনের দ্বারা চিন্তাকার্য্য, অভিমানের দ্বারা অহঙ্কার, বুদ্ধিদ্বারা অধ্যবসায় এবং অন্যান্য শক্তির দ্বারা অন্যান্য কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে; সুতরাং ইহার কোন কার্য্যই আত্মার নহে, এইরূপ জানিয়া যিনি কোন কার্য্যে কোন ঘটনায় কিছুমাত্র বিচলিত না হয়েন, (২৩); যিনি সমদুঃখ সুখ, যিনি সর্ব্বদা আত্মাতেই

অবাস্থিত করেন, যিনি মৃৎপিণ্ড, পাষাণখণ্ড ও কাঞ্চনকে সমজ্ঞান করেন, যিনি প্রিয় আর অপ্রিয় বিষয় এতদুভয়ের তুল্যতাদশা, যিনি অগাধ ধৈর্য্য সম্পন্ন, নিন্দা এবং স্তুতিকে যিনি সমজ্ঞান করেন, (২৪); যিনি মান ও অপমানকে সম-জ্ঞান করেন, শত্রু এবং মিত্রকে যিনি সমভাবে দেখেন, এবং যিনি সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী, তাঁহাকেই গুণাতীত বলাযায়, ইহাই গুণাতীতের লক্ষণ, ইহাই গুণাতীতের আচার, এই জ্ঞানের অভ্যাস করাই গুণাতীত হওয়ার কারণ, (২৫)। পরন্তু গুণাতীত হওয়ার আর একটি মুখ্য কারণ আছে তাহা যত-ক্ষণ না হয় ততক্ষণ কোন মতেও গুণাতীত হওয়া যায় না, তাহাও তোমাকে বলিতেছি, যে ব্যক্তি, অব্যভিচারিত বিবেকজ্ঞানস্বরূপ ভক্তি যোগের দ্বারা অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান—জীব ও ঈশ্বরের অভেদ জ্ঞান পরি-শীলনের দ্বারা আমাকে (ঈশ্বরকে) সর্ব্বদা ধ্যান করেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গুণ রাশিকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন (২৬)। কারণ আমিই (ঈশ্বরই) অমৃত এবং অব্যয় স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা; আমারই একাংশ ব্রহ্ম বা পুরুষ, অপরাংশ প্রকৃতি, আমি প্রকৃতি পুরুষাত্মক পদার্থ, অতএব ব্রহ্ম আর প্রকৃতি এতদুভয়ই আমি (ঈশ্বর) এজন্য জ্ঞান নিষ্ঠাস্বরূপ, সাশ্বত ধর্ম্মের আশ্রয়ও আমি (ঈশ্বর) আর তজ্জনিত একান্তিক সুখের আকরও আমি (ঈশ্বর) সুতরাং উক্ত প্রকারে ঈশ্বরারাধনা দ্বারাই সমস্ত সংসাধিত হইতে পারে (২৭)।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ বলিলেন।—এই যে প্রকৃতি পুরুষ সংযোগ দ্বারা প্রকাশিত ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত সংসার দেখিতেছ ইহাকে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষস্বরূপে গণ্য করা যায়; কারণ বৃক্ষের ন্যায় ইহারও মূল, শাখা, স্কন্ধ, ও পত্র পল্লবাদির কল্পনা হইতে পারে; গঙ্গা তরঙ্গের দ্বারা অর্দ্ধসমুৎপাটিত অশ্বত্থ বৃক্ষের যেমন মূলভাগ উর্দ্ধদেশে অবস্থিত করে এবং শাখাগুলি নিম্নদেশে থাকে, এই সৃষ্টি পরম্পরা গত-সংসার বৃক্ষও তেমন উর্দ্ধমূল এবং অধঃশাখ, ইহার মুখ্য মূল উর্দ্ধদেশে এবং শাখা সকল অধোদিকে প্রসৃত হইয়া আছে, মায়াভিসম্বন্ধ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই সংসার বৃক্ষটি বাহির হইয়াছে, এ নিমিত্ত তিনিই ইহার মুখ্য মূল। তিনি সমস্ত জগতের কারণ স্বরূপ, নিত্য এবং মহান্ এজন্য তাঁহাকে উর্দ্ধ বা উর্দ্ধস্থ বলিয়া ব্যবহার করা যায়; অতএব এই সংসার বৃক্ষটি উর্দ্ধ মূল হইল। তৎপর, প্রথমোৎপন্ন সূক্ষ্ম দেহধারী পুরুষ অবধি এই স্তম্বাদি পর্য্যন্ত যত প্রকার প্রাণী বা জীব আছে ইহারা সকলেই সেই মূল হইতেই ক্রমে ক্রমে প্রসৃত ও বিস্তৃত হইয়াছে, এজন্য ইহাদিগকেই এই বৃক্ষের শাখা বলিয়া গণ্য করা যায়। এই সকল জীবের অবস্থা, অবিদ্যা দ্বারা সমাবৃত হইয়া, প্রকৃত চৈতন্য স্বরূপ অবস্থা, নিতান্ত বিকৃত ও জড় ভাবাপন্ন হইয়াছে; সুতরাং ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে নিকৃষ্ট ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, এজন্য ইহাদিগকেই অধঃ বা অধঃস্থ বলিতে পারা যায়; সুতরাং এই বৃক্ষটি অধঃশাখ হইল, অর্থাৎ ইহার শাখা সকল অধোদিকে প্রসারিত

হইতেছে বলা যায়। বেদাদি শাস্ত্র সকল নানা প্রকার কর্ম্মকাণ্ডের এবং ফলশ্রুতিরও প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। সেই অসংখ্য ক্রিয়া সমূহই এই বৃক্ষের পত্র স্বরূপে গণ্য হইতে পারে; কারণ বৃক্ষ যেরূপ পত্রসমূহে সমাবৃত হইয়া এবং প্রাণ বায়ু গ্রহণ করিয়া আপন অস্তিত্ব বর্ত্তমান রাখে, এই সংসার বৃক্ষও তেমন পরিব্যাপ্ত কর্ম্মসমূহের দ্বারাই বিদ্যমান থাকে কর্ম্মসমূহের দ্বারাই সংসার বৃক্ষের জীবনী শক্তি পরিরক্ষিত হয়। এজন্য ঐ কর্ম্মসমূহের প্রতিপাদক বেদকেও উহার পত্র স্বরূপ গ্রহণ করা যায়। বেদাধ্যয়নের দ্বারা সংসার বৃক্ষের এইরূপ মর্ম্ম যিনি অবগত হয়েন তিনিই প্রকৃত বেদার্থবিৎ (১)।

পূর্ব্বে যে অধঃপ্রবাহিনী শাখার কথা বলিয়াছি তাহার মধ্যে কিছু বিশেষ আছে, তাহা এই, যদিচ পরম ব্রহ্ম অপেক্ষায় সমস্ত জীবই নিকৃষ্ট বা অধোগত, অতএব এই সংসার বৃক্ষ অধঃশাখাই হইল তথাপি এই অধভাগের মধ্যেও আবার অপেক্ষাকৃত উর্দ্ধ ও অধভাগ আছে। গঙ্গাতীরে অদ্ধোৎপাটিত বৃক্ষের শাখাগুলি যেরূপ মূল অপেক্ষায় অধোগামী হইলেও কতকগুলি শাখা নীচে এবং কতকগুলি উপরে অবস্থিত করে, সংসার বৃক্ষের, জীব স্বরূপ শাখা গুলিও তেমন নিম্ন ভাগ এবং উপরি ভাগে প্রসৃত হইতেছে, যাহারা পাপ পরায়ণ জীব তাহারা ক্রমে পশু, পতঙ্গ ও কীটাদি অধোযোনির দিকে অগ্রসর হইয়া তত্তজ্জাতি প্রাপ্ত হইতেছে. আর যাহারা পুণ্যাচারী তাহারা দেবযোনির দিকে অগ্রসর হইয়া তত্তজ্জাতি প্রাপ্ত হইতেছে; অতএব এই বৃক্ষের শাখা নিম্নে, মনুষ্য লোক হইতে অবীচি পর্য্যন্ত অবস্থিত হইয়াছে,

অবার উপরে, এই মনুষ্য লোক হইতেই সত্য লোক পর্যান্ত বিস্তৃত হইয়াছে। হে মহাবাহো! জল সেকাদি ক্রিয়া দ্বারা যেরূপ সাধারণ বৃক্ষের শাখাগুলি বৃদ্ধি বা পরিপুষ্টি লাভ করে এই জীব সমূহ স্বরূপ শাখা গুলিও তেমন দেহও ইন্দ্রিয়াদি আকারে পরিণত ত্রিগুণের দ্বারা পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি বিষয় সমূহ ইহার শাখা সমূহের অসঙ্খ্যেয় পল্লব স্বরূপ বলা যায়। এই গেল শাখার বিষয়। এই বৃক্ষের মূল সম্বন্ধেও কিছু বিশেষ আছে,—এই বৃক্ষের মুখ্য মূল স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাহাতো পূর্ব্বোক্ত রূপে সর্ব্বোর্দ্ধেই বটে, তদ্ব্যতীত, পূর্ব্বোক্ত মত বৃক্ষের যেরূপ একটা মুখ্য মূল থাকে আর তাহারই অনুগত চতুষ্পার্শ্ব ব্যাপক আরও অসঙ্খ্য মূল থাকে তন্মধ্যে তাদৃশ বৃক্ষের (গঙ্গা তীরস্থ অর্দ্ধোৎপাটিত বৃক্ষের) যেটি মুখ্য মূল সেইটি উপরের দিকেই থাকে, আর তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী যে সকল অবান্তর মূল থাকে, তাহার কতক গুলি ঊর্দ্ধ দিকে আর কতক গুলি অধোদিকে অবস্থিতি করে, সেইরূপ এই সংসার বৃক্ষেরও কতকগুলি অবান্তর মূল আছে, তাহার কতক গুলি অধোদিকে প্রসৃত আর কতক-গুলি ঊর্দ্ধ দিকেও আছে; সুখজনক বিষয়ের অনুরাগ এবং দুঃখ জনক বিষয়ের বিদ্বেষের দ্বারাই জীবগণ এই মনুষ্যলোকে নানা প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, এবং তদ্দ্বারাই জীব, হয় উত্তম যোনি না হয় অধম যোনি প্রাপ্ত হয়। বাসনা না থাকিলে কেহ কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করে না, ভাল মন্দ কোন যোনি প্রাপ্তও হয় না, সুতরাং সংসার থাকে না।

অতএব বাসনাকেই এই সংসার বৃক্ষের অবান্তর মূল বলিতে পারা যায়। তন্মধ্যে যে গুলি নীচ বাসনা (বৈষয়িক সুখ বাসনা) সেই গুলিই অধঃপ্রসৃত, আর যেগুলি উচ্চ বাসনা (আত্মোন্নতি বিষয়িণী) সেইগুলিকে ঊর্দ্ধপ্রসৃত বলা যাইতে পারে (২)।

পরন্তু প্রকৃত তত্ত্বের অন্বেষণ করিলে যখন, এক, অখণ্ড, অদ্বিতীয় চৈতন্য মাত্র স্বরূপ আত্মা ব্যতীত আর কোন পদার্থেরই বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, তখন তত্ত্বজ্ঞানোত এই বৃক্ষের এইরূপ শাখা পত্রাদি কিছুই অনুভূত হয় না। ইহা, স্বপ্নমরীচিকাদির ন্যায়, অবিদ্যা বিজৃম্ভিত মিথ্যা পদার্থ, অতএব ইহার আদি, অন্ত বা স্থিতি ও উপলব্ধ হয় না। তথাপি অনাদি অবিদ্যা বা মিথ্যা জ্ঞানের দ্বারা ইহা অতিশয় বর্দ্ধ মূল হইয়া আছে, সুতরাং অত্যন্ত দুরুচ্ছেদ্য। একমাত্র অনাসক্তিস্বরূপ সন্ত্রদ্বারাই এই বৃক্ষকে ছিন্ন ভিন্ন করা যাইতে পারে। অতএব অনাসঙ্গ সন্ত্রের দ্বারা ইহাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া, (৩) পরে আত্মা স্বরূপ পরম স্থানের অন্বেষণ করিতে হয়—যেখানে উপস্থিত হইতে পারিলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না—পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণাদি হয় না। হে মহাবাহো! "যাঁহাহইতে এই সংসার বৃক্ষের চিরন্তনী প্রবৃত্তি হইয়াছে সেই আদ্য পুরুষকে প্রপন্ন হইলাম" এইরূপ ধারণা করিয়া নিজের অস্তিত্বটা, তাঁহাতে ঢালিয়া দিতে হয়, তবে তাহাকে অন্বেষণ করাযাইতে পারে। ৪।

কিন্তু সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটেনা, যাঁহারা অভিমান, বিষয়মত্ততা, এবং আসঙ্গ দোষ পরিত্যাগ করিয়াছেন,

সমস্ত প্রকার কামনা, যাঁহাদের চিত্ত হইতে এককালে বিদূরিত হইয়াছে, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বদ্বারা যাঁহারা কিছুমাত্র অভিভূত না হয়েন, যাঁহারা জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে ভিন্নভাবে দেখিতে পান না, আর যাঁহারা সর্ব্বদা সমস্ত অধ্যাত্ম বিষয় বা পরমাত্মাতে নিরত, তাঁহারাই সেই অব্যয় স্থান প্রাপ্ত হইতে পারেন (৫)। যে গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার আসিতে হয় না, তাহা স্বপ্রকাশ পদার্থ। তাহা সূর্য্য চন্দ্রমা, কিম্বা অগ্ন্যাদি দ্বারা প্রকাশিত হয় না, প্রত্যুত তাঁহারই দ্বারা এই সূর্য্য শশাঙ্কাদি প্রকাশিত হইতেছেন সেই স্বপ্রাকশ অবাস্থাই আমার প্রকৃত স্বরূপ (৬)।

এস্থলে তুমি মনে করিতে পার যে "সংযোগ হইলেই তাহার বিয়োগ আছে, সুতরাং কোন স্থানে গমন করিলেও আবার ফিরিয়া আসিতে হয়, অতএব সেই পরমধামে গেলে (ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইলে) আবার সেখান হইতে প্রতিনিবৃত্ত নাহইবে কেন?" কিন্তু তাহা হইলে তোমার অত্যন্ত ভ্রান্তি হইয়াছে, কারণ পরমাত্মাকে প্রাপ্তি স্বর্গে যাওয়ার ন্যায় তুল্য ঘটনা নহে, উহা নিতান্ত বিভিন্ন ঘটনা তাহা তোমাকে সবিশেষ বলিতেছি—এই জীবলোকে যত জীব আছে (প্রত্যেক জীবের সঙ্গে সঙ্গে যে চৈতন্য আছে) তৎসমস্তই আমার অংশ বিশেষ, সুতরাং উহা সনাতন (নিত্য)। পরন্তু, একটি মৃৎপিণ্ড খণ্ড খণ্ড করিলে তাহার যেরূপ এক একটি অংশ হইতে পারে, এই জীবগণ আমার সেইরূপ অংশ নহে, কারণ আমি অখণ্ড অদ্বিতীয় ও নিরবয়ব বস্তু, সুতরাং কোনমতেও আমার খণ্ড খণ্ড

ভাগ হইতে পারে না, তবে কি না, আকাশ যেরূপ অখণ্ড ও পরিব্যাপ্ত পদার্থ হইলেও, নানা প্রকার মেঘের সহিত সম্বন্ধ থাকাতে বিভিন্ন বলিয়া গণ্য হয়; এক পরিব্যাপ্ত আকাশেই, যেখানে শুভ্রবর্ণ মেঘের সম্বন্ধ গ্রহণ করে সেই খানে শুভ্র বলিয়া ব্যবহৃত হয়, এবং যেখানে নীল মেঘের সম্বন্ধ গ্রহণ করে সেই খানে নীলাকাশ, আর যেখানে রক্ত মেঘের সম্বন্ধ গ্রহণ করে, সেইখানে রক্তাকাশ বলিয়া ব্যবহৃত হয়, ইত্যাদি রূপে, ভ্রমজ্ঞান বশতঃ একই আকাশ নানা প্রকারে ব্যবহৃত হয়। আবার ঐ রক্তাকাশ, পীতাকাশ, ও নীলাকাশ প্রভৃতিকে মহান্ আকাশের অংশ বলিয়াও গণ্য করা হয়। আমিও সেইরূপ এক ও অখণ্ড পদার্থ হইলেও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকাতে প্রকৃতির এক এক ভাব গ্রহণ করিয়া এক এক ভাবে ব্যবহৃত হই, আমার যে স্থানটা, প্রকৃতি হইতে বিকসিত মন, এবং ইন্দ্রিয় গুলিকে গ্রহণ করে, তাহাই জীব বলিয়া খ্যাত; আবার ঐ মন, ও ইন্দ্রিয়াদি ও অসংখ্য প্রকার ভেদ থাকাতে অসংখ্য প্রকার আকৃতি হইয়া থাকে, তাহারই আমার অংশ বলিয়া গণ্য হয়। বাস্তবিক আমিই তাহারা এবং তাহারাই আমি ইহার মধ্যে কোন ভাগ বা অংশ হইতে পারে না (৭)। ঐ দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধির অধীশ্বর, তাদৃশ জীবগণ যখন এই শরীরের পরিগ্রহ করে, আর যখন পরিত্যাগ করিয়া যায়, তখন বায়ু যেরূপ গন্ধযুক্ত দ্রব্য হইতে গন্ধ লইয়া যায় সেইরূপ উক্ত মন ও ইন্দ্রিয়াদি গ্রহণ করিয়াই এই দেহের ত্যাগ কিম্বা দেহান্তরের প্রতিগ্রহ করে (৮)।

আত্মার কোনপ্রকার ক্রিয়া বা গুণ নাই ইহা অনেক বারই বলা হইয়াছে, অতএব জীবভূত অংশ সকল শ্রবণ, ত্বচ্, নয়ন, রসনা ঘ্রাণ এবং মনের মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া নানাপ্রকার বিষয়ের অনুসেবা করিয়া থাকে। অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতিই বিষয়ের দ্বারা অভিসম্বদ্ধ হয়, কিন্তু উহাদের সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত উহাদের ক্রিয়া এবং ব্যাপারই আত্মার ক্রিয়া বা ব্যাপার বলিয়া প্রতীত হয়, তাই আত্মাকে বিষয়ের অনুসেবী বলা হইল। এই তোমাকে জীব ও পরমাত্মার ভেদাভেদ রহস্য বলিলাম। তত্ত্বজ্ঞানের বিকাস হইয়া যাহাদের অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হইয়া যায়, তাঁহারা এই জীব আর পরমের অভেদ ভাব সন্দর্শন করিতে পারেন, তাহারা ইহাদের কিছুমাত্র পার্থক্য দেখিতে পান না। এই ঘটনা বাস্তবিক কোন প্রকার প্রাপ্তি বা গমন পদার্থ না হইলেও ব্যবহারের সুবিধার নিমিত্ত ইহাকে ব্রহ্ম প্রাপ্তি বা পরমধাম গমন বলিয়া ব্যবহার করা হয়। অতএব ইহা স্বর্গাদি গমন বা স্বর্গাদি প্রাপ্তির ন্যায় সংযোগ বা নূতন প্রকার সম্বন্ধ বিশেষ নহে, সুতরাং ব্রহ্মপ্রাপ্তি ব্রহ্মগমনের আর বিয়োগ হইতে পারে না (৯)।

উক্তপ্রকার ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতির সহিত অভিসম্বদ্ধ থাকিয়া আত্মা সর্ব্বদাই সুখ দুঃখ মোহাদির সহিত সম্বদ্ধ আছেন, এবং কত প্রকার বিষয়ের ভোগ করিতেছেন, আবার এই দেহে স্থিতি এবং দেহান্তর গ্রহণাদিও করিতেছেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তথাপি অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণ এইরূপ সন্নিহিত পদার্থকেও দেখিতে পায় না, কেবল মাত্র

শাস্ত্র-চক্ষু ব্যক্তিগণই সন্দর্শন করেন (১০)। কিন্তু এতদ্দ্বারা এরূপ বুঝিওনা যে শাস্ত্রজ্ঞান মাত্রেই আত্মার সন্দর্শন হয়। পরন্তু, প্রথম শাস্ত্রজ্ঞান হইলে তৎপর ইন্দ্রিয় ও মনের সংযম অভ্যাস হইলে রীতিমত সমাধির অনুষ্ঠান করিয়া পরে আপন বুদ্ধি, মন ও অভিমানাদির মধ্যে অনুস্যূত ভাবে অবস্থিত আত্মাকে সন্দর্শন করা যায়। কিন্তু যাহারা অকৃতাত্মা এবং অচেতাঃ অর্থাৎ বিহিত সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা যাহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ হয় নাই, রজোগুণ এবং তমোগুণের ভাব নিঃশেষে পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল সত্ত্বগুণের পরিপুষ্টি দ্বারা আত্মানুভূতির উপযুক্ত হয় নাই, সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং মন যাহাদের সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হয় নাই, তাহারা বহু যত্ন করিলেও আত্মসন্দর্শন করিতে পারে না (১১)।

এখন আর এক কথা শুন, পূর্ব্বে যে আমার পরমধাম পরমপদের বিষয় বলিয়াছি তাহাই আমার সর্ব্বাত্মকতা অবস্থা; সেই অবস্থা দ্বারাই আমি জগতের মধ্যে অনুস্যূত থাকিয়া নিখিল কার্য্য-নিষ্পত্তির সহায়তা করিতেছি। এই যে সূর্য্যমণ্ডল মধ্যগত তেজোরাশি দেখিতেছ—যাহা এই অখিল জগৎকে প্রকাশিত করিতেছে, এবং এই যে সুধাংশু ও হুতাশনের মধ্যে তেজঃপুঞ্জ দেখিতেছ উহা আমার সেই পরম ধামের তেজ বলিয়া জানিবে; অর্থাৎ আমার সেই স্বপ্রকাশ স্বরূপ অবস্থার সহিত সম্বন্ধ থাকাতেই, এই সকল জড় তেজঃ পদার্থও নিজের এবং অন্যান্য বস্তুর প্রকাশে সমর্থ হইতেছে। নচেৎ লক্ষ লক্ষ সূর্য্য চন্দ্রাদির উদয় হইলেও

জগৎ অন্ধকারময় থাকিত (১২)। আমার সেই পরম পদের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই এই পৃথিবী, স্থাবর জঙ্গম সমস্ত বস্তুকে ধারণ করিয়া আছে, আমারই সমাবেশ থাকা নিবন্ধন এই সমস্ত ফল মূলাদি, রস বিশেষ স্বরূপ-সোম পদার্থের দ্বারা, পরিপুষ্ট হইতেছে। অতএব আমিই এই পৃথিবী দ্বারা নিখিল বস্তু ধারণ করিয়া আছি, আমিই সোমরসের দ্বারা সমস্ত ফল মূলাদিকে পরিপুষ্ট করিতেছি (১৩)। আমার সেই অবস্থার সহিত সম্বন্ধ থাকাতেই, এই জঠরীয় বহ্নি প্রাণ ও অপান শক্তির সহযোগে চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্যকে পরিপাক করিতেছে; অতএব আমিই ঐ সকল রূপে ঐ কার্য্য করিতেছি জানিবে (১৪)। আমিই সেই রূপে সমস্ত ভূতের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছি; এইজন্য সকল প্রাণীর স্মৃতি এবং প্রকৃত জ্ঞান হয়, এবং পাপকর্ম্মানুষ্ঠান কালে বিপরীত জ্ঞানাদি হইয়া থাকে। ঋক্ প্রভৃতি সমস্ত বেদ আমারই সেই অবস্থায় প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, অতএব আমিই বেদের বেদ্য, আমার সেই অবস্থা হইতেই বেদ ও বেদান্তাদি প্রকাশিত হইয়াছে; আমিই বেদের তত্ত্বজ্ঞ ॥ ১৫ ॥

হে মহাবাহো! এই জগতে দুই প্রকার পুরুষ আছে, একটি ক্ষর বা বিনশ্বর, আর একটি অক্ষর বা অবিনশ্বর। এই যে স্থূল ভূত ভৌতিক পদার্থ সকল দেখিতেছ ইহারাই নাম ক্ষর পুরুষ, কারণ ইহা বিনশ্বর পদার্থ। আর এই ক্ষর নামক পুরুষের অর্থাৎ সমস্ত ভূত ভৌতিক পদার্থের কারণস্বরূপ যে মায়া-শক্তি— যাহা কারণ স্বরূপে নিখিল কার্য্যের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে

তাহাকে অক্ষর পুরুষ বলা যায় (ক) ॥ (১৬) ॥ উক্ত কার্য্য আর কারণ স্বরূপ পুরুষদ্বয় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন মত আর একপ্রকার পুরুষ আছেন, তিনি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব চৈতন্য স্বরূপ, এজন্য তাঁহাকে পরমাত্মা বলা হয়। তিনি এই ত্রিলোকের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া জীবাত্মা বা ক্ষেত্রজ্ঞরূপে প্রত্যেক দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির উপর প্রভুত্ব করত এই ত্রিলোককেই জীবিত করিয়া ধারণ করিয়া আছেন, তিনি অব্যয়; তিনি ঈশ্বর। ১৭।

যেহেতু, আমি (আত্মা) পূর্ব্বোক্ত ক্ষর আর অক্ষর নামক পুরুষের অতীত, এবং শ্রেষ্ঠ এই জন্য লোকে এবং বেদেতে আমি (আত্মা) "পুরুষোত্তম" বলিয়া খ্যাত (১৮)॥ যে ব্যক্তি সর্ব্বথা অসম্মূঢ় হইয়া এইরূপ পুরুষোত্তম বলিয়া আমাকে জানেন হে ভারত! সেই সর্ব্ববিদ্ ব্যক্তিই পরিপূর্ণ প্রেমের সহিত আমাকে ভজন করিয়া থাকেন (১৯)।

হে অনঘ! এই গুহ্যতম তত্ত্ব বিষয়ক শাস্ত্র তোমাকে

[ক] কারণ ও কার্য্য ভেদে যে দুই জাতীয় জড় পদার্থের বিভাগ করিলেন, ইহারা পুরুষের উপাধিবিশেষ, অর্থাৎ স্বর্ব্ব-ব্যাপক আকাশ যেরূপ সমস্ত বস্তুর সহিত সংযুক্ত আছে বলিয়া এই সমস্ত বস্তুকেই আকাশের উপাধি বলিতে পারা যায়। উহাও সেইরূপ সেই সর্ব্বব্যাপক চৈতন্য স্বরূপ পুরুষের উপাধিস্বরূপ, এই জন্যই ইহাদিগকে "পুরুষ" বলিয়া ব্যবহার করিলেন, বাস্তবিক ইহারা পুরুষ নহে, ইহারা জড় পদার্থ।

বলা হইল, হে ভারত! এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে লোক বুদ্ধিমান এবং কৃতকার্য্য হইয়া থাকে (২০)।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত

ষোড়শ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ বলিলেন।—মনুষ্যের তিন প্রকার প্রকৃতি সম্ভবে, একটি দৈবী, একটি আসুরী, আর একটি রাক্ষসী প্রকৃতি। ইহারা ক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণ হইতে সমুৎপন্ন হয়। এতন্মধ্যে যাঁহারা দৈবী প্রকৃতির আদান করিয়া জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের আত্মোন্নতি বা মুক্ত্যাদি হইতে পারে। যদিও ইহা পূর্ব্বে (৯ম অধ্যায়ে) একটু সূচনা করা হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা অতি সংক্ষিপ্ত, এজন্য আবার বিস্তার রূপে বলা যাইতেছে,—

অভয়, সত্ত্বশুদ্ধি, আর জ্ঞান এবং যোগ বিষয়ে নিষ্ঠা (ক) ইত্যাদি কয়েকটিকে প্রধানতমগুণ এবং শক্তিকে "দৈবী বা

(ক) "এই পুত্র কলত্রাদি সমস্ত পরিজনবর্গ এবং সকল প্রকার পরিচ্ছদ ও প্রতিগ্রহাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র একাকী আমি কিরূপে জীবিত থাকিব" এইরূপ ভীতির উদয় না হইয়া প্রত্যুত উহাতেই এক প্রকার উৎসাহ বিশেষের নাম "অভয়"। অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা অর্থাৎ সম্যক্রূপে আত্মতত্ত্ব পরিস্ফুরণের উপযুক্ততাই "সত্ত্ব সংশুদ্ধি"। আত্মতত্ত্বাদি প্রকাশক শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া যে সংস্কার বিশেষ

সাত্ত্বিকী প্রকৃতি বা দৈবী সম্পদ্ বলা যায়। এই গুলি পারম হংস্য আশ্রমে সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। আর দান শক্তি দমশক্তি, যজ্ঞ প্রবৃত্তি, স্বাধ্যায় শক্তি এবং তপঃ শক্তি প্রভৃতি (খ) কতকগুলি শক্তিও সাত্ত্বিকী বা দৈবী প্রকৃতি কিম্বা দৈবী সম্পদ্ বলিয়া জানিবে, এই গুলি অশাংশক্রমে চতুরাশ্রমেই বিকসিত হয়। আর আর্জ্জব, অহিংসা, সত্য,

---

জন্মে তাহাকে "জ্ঞান" বলে। সেই জ্ঞান, কার্য্যে পরিণত করার নিমিত্ত অর্থাৎ দেহাদি জড়পদার্থের অতীত আত্মতত্ত্ব অনুভবের নিমিত্ত চিত্তৈকাগ্রতাদির অভ্যাস করাকে "যোগ" বলে। এই জ্ঞান আর যোগেতে সর্ব্বদা নিষ্ঠা থাকাকে "জ্ঞান যোগ নিষ্ঠা" বলে।

(খ) আপন পরিজন এবং সৎপাত্রে যথা শক্তি অন্নাদি বিভাগ করিয়া দেওয়াকে "দান" বলে। বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম, ঋতুকালাদ্যতিরিক্ত কালে স্ত্রী সংস্পর্শাদির অভাবকে "দম" বলে। দেবতাদির উদ্দেশে এক এক ক্রিয়া বিশেষকে "যজ্ঞ" বলে। যজ্ঞ চারি প্রকারে বিভক্ত যথা—দেব যজ্ঞ, পিতৃ যজ্ঞ, ভূত যজ্ঞ এবং মনুষ্য যজ্ঞ। দেবতার উদ্দেশে যে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করা হয় তাহাই দেব যজ্ঞ, আর শ্রাদ্ধ তর্পণাদিকে পিতৃ যজ্ঞ বলে, কাক ও কুকুরাদি প্রণীকে অন্নদানের নাম ভূত যজ্ঞ, এবং অতিথি সৎকারকে মনুষ্য যজ্ঞ বলে। আত্মোন্নতি বাসনায় বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক তদীয় নিগূঢ়ার্থ হৃদয়ঙ্গম করাকে স্বাধ্যায় বলে। শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক যে একরূপ ক্রিয়া বিশেষ আছে তাহার নাম তপ। ইহার বিবরণ স্বয়ং ভগবান সপ্তদশ অধ্যায়ে বলিবেন।

অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুন, সর্ব্বভূতদয়া, অলোলুপত্ব, মৃদুতা, লজ্জা, অচাপল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, এবং অমানিত্বাদি শক্তিগুলিও (গ) দৈবী বা সাত্ত্বিকী প্রকৃতি বা দৈবী সম্পদ্ বলিয়া কথিত হয়। এই গুলি ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের মধ্যেই বিকসিত হইতে পারে। হে ভারত! যাহারা পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুসারে এই দেবী প্রকৃতির বীজ লইয়া

[গ] অবক্র স্বভাবকে আর্জ্জব বলে; কোন প্রকার প্রাণী-বিনাশের হেতু না হওয়াকে "অহিংসা" বলে; কাহারও দ্বারা আক্রোশ বা তাড়না প্রাপ্ত হইয়া যে তৎপ্রতিকারের নিমিত্ত বৃত্তিবিশেষ বিজৃম্ভিত হয় তাহার নাম "অক্রোধ", সমস্ত কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করাকে "ত্যাগ" বলে। মন জয় করার ক্ষমতাকে "শান্তি" বলে, পরোক্ষে পরদোষাদি কীর্ত্তনের প্রবৃত্তিকে "পৈশুন" বলে, সেই বৃত্তির সংযম করার ক্ষমতার নাম "অপৈশুন"; সর্ব্বদা ভোগ্য বিষয়ের সান্নিকর্ষ থাকিলেও তাহাতে আসক্ত না হওয়াকে "অলোলুপতা" বলে; স্ত্রী, বালক অল্পবুদ্ধি ও কুলোক দ্বারা অভিভূত না হইয়া আত্মাকে স্থির রাখিতে পারাকে "তেজ" বলে; অপকারীর প্রত্যপকারে সামর্থ্য সত্ত্বেও শান্ত থাকার ক্ষমতাকে "ক্ষমা" বলে; যথাবিহিত কার্য্যে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি অবসাদ প্রাপ্ত হইলেও তাহাদিগকে ধৈর্য্যযুক্ত রাখিবার বৃত্তিবিশেষকে এখানে "ধৃতি" বলে; ধনপ্রয়োগাদিতে মায়া ও অনৃতাদি না থাকাকে এখানে শৌচ বলা হইয়াছে, এ সমস্ত কথা অন্যত্র অন্যভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে এইরূপই তাৎপর্য্য। (মধুসূদন সঃ)

জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদেরই পরিণামে নানাবিধ কারণের সাহায্যে, এই সকল শক্তি গুলি পরিস্ফুটিত হইয়া থাকে (১, ২, ৩)।

দম্ভ, দর্প, ক্রোধ অভিমান, নিষ্ঠুরতা, এবং প্রমাদ আলস্য, মোহ প্রভৃতি রজস্তমোগুণজাত প্রকৃতিকে আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতি বলে; অর্থাৎ এই সমস্ত প্রকৃতি যদি অনুরাগ হেতু প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে আসুরী, এবং বিদ্বেষ হেতু প্রকাশিত হইলে, তাহাকেই আবার রাক্ষসী প্রকৃতি বলাযায়। হে পার্থ! যাহারা প্রাক্তন দূরদৃষ্ট ফলে অসৎ কুল হইতে এই সকল কুপ্রকৃতির বীজ লইয়া জন্ম-গ্রহন করে, তাহাদের পরিণামেও বিবিধ কারণের সাহায্যে ঐ সকল কুপ্রবৃত্তি বিকসিত হয় (৪)।

এই যে ত্রিবিধ প্রকৃতির কথা বলা হইল তন্মধ্যে দৈবী প্রকৃতির দ্বারা মোক্ষ লাভ, এবং আসুরী আর রাক্ষসী প্রকৃতির দ্বারা সংসারে বন্ধন. হইয়া থাকে। হে পাণ্ডব! তুমি তন্নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তিত হইওনা; কারণ তুমি সৎ-কুলজাত, অতএব দৈবী সম্পদের বীজ গ্রহণ করিয়াই জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ, তোমার নিশ্চয়ই কল্যাণ হইবে (৫)।

হে পার্থ! এই জগতে দুই প্রকার সৃষ্টি বিখ্যাত আছে, একটি দৈবী আর একটি আসুরী, তন্মধ্যে দৈবী সৃষ্টি বিস্তার পূর্ব্বক বলিয়াছি; এক্ষনে আসুরী সৃষ্টির কথা শ্রবণ কর (৬) যাহাদিগকে এই বক্ষ্যমাণ লক্ষণ যুক্ত দেখিবে, তাহাদিগেরই আসুরী সৃষ্টি জানিবে, এবং তাহারাই আসুরপ্রকৃতির লোক বলিয়া কীর্ত্তিত। আসুর প্রকৃতি লোকেরা ধর্ম্ম অধর্ম্ম ও

তৎপ্রতিপাদক বাক্য সকল (বেদ) জানেনা ও মানেনা; সুতরাং তাহাদিগের শৌচ বা আচার বা সত্যনিষ্ঠা থাকেনা (৭)। তাহারা বলিয়া থাকে যে "এই জগতে সত্যতত্ত্ব প্রকাশক কোন গ্রন্থ নাই, বেদ সত্য প্রকাশক নহে—উহা মিথ্যা বিষয়ের প্রতিপাদক, ধর্ম্মাধর্ম্ম নামেও বাস্তবিক কোন পদার্থ নাই এবং তাহার ব্যবস্থাপক ঈশ্বরও নাই, এই প্রাণীজগৎ কেবল কাম প্রযুক্ত স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধাধীনেই সম্ভূত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত ইহার আর কোন কারণ নাই" (৮)। উক্ত নষ্টাত্মা ও অল্প বুদ্ধি গণ এই প্রকার কুজ্ঞানের আশ্রয় লইয়া জগতের অহিত জনক বা ক্ষয় কারক অতি ভয়াবহ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াথাকে, সুতরাং উহারাই জগতের পরমশত্রু, (৯) উহারা অতি দম্ভ, মান্য ও মদান্বিত হইয়া থাকে, দুষ্পূর অভিলাষের আশ্রয় লইয়া মোহ পরবশে নানাপ্রকার অসদুপায়ের অবলম্বন করে এবং তদ্দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে থাকে, আর অত্যন্ত অশুচিব্রত হয় (১০)। মরণকাল পর্য্যন্ত ইহারা অপরিমেয় বিষয়ার্জ্জনও সংরক্ষণ-চিন্তাতেই বিব্রত থাকে, এবং কেবল বিষয় ভোগকেই অত্যন্ত সার পদার্থ বলিয়া মনে করে (১১)। ইহারা শত শত আশা পাশ দ্বারা নিবদ্ধ থাকিয়া ঘোর কাম ক্রোধ পরবশে নানাবিধ কাম্য ভোগের নিমিত্ত অন্যায়-পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহারা অজ্ঞান বিমোহিত হইয়া সর্ব্বদা কেবল "অদ্য এই লাভ করিলাম কল্য অমুক মনোরথ পরিপূরণ করিব, আজ আমার এই সম্পত্তি আছে, পরে আমার এত হইবে, এই শত্রুকে আজ দমন করা গেল, অন্য শত্রুগণকে এইরূপে পরাজিত ও নিহত

করিব, আমি অত্যন্ত প্রভুত্বশালী আমি ভোগী, আমি একজন জগতের মধ্যে সিদ্ধ, বলবান ও সুখী পুরুষ এবং একজন সম্পৎশালী ও মহাকুলীন, এই সংসারে মৎসদৃশকে আছু আমি শত শত দান ও যজ্ঞ করিয়া যশ প্রতিভাদি দ্বারা সকলের উপরিস্থ হইব, তখন কি অতুল আনন্দই হইবে” ইত্যাদি অসংখ্য কুকার্য্য ও কুপ্রবৃত্তির সেবক হইয়া থাকে (১২।১৩।১৪।১৫)।

উক্ত কামোপভোগ প্রসক্ত ব্যক্তিগণ ঐরূপ বিবিধ কুসংস্কার দ্বারা ভ্রান্ত ও মোহ জালে সমাবৃত হইয়া ঘোর ও অশুচি নরকে নিপতিত হয়। যদি মনে কর, যে উহাদের মধ্যে যাহারা কথিত ভাবে দান যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করে তাহাদের নরক হইবে কেন, পরন্তু তত্তৎদান ও যজ্ঞাদি দ্বারা উহাদের স্বর্গ হওয়াই উচিত। তাহা তোমার ভ্রান্তি; কারণ উহারা আপনাপনি আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া দম্ভসহকারে ঐ সকল কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে (১৬)। তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প কাম ও ক্রোধের আশ্রয় লইয়া, উহাদের দেহাভ্যন্তরবর্ত্তী আমাকে (ঈশ্বরকে) বিদ্বেষপূর্ব্বক অসূয়া করিয়া থাকে। ঈদৃশ ক্রূর মনা ঈশ্বর বিদ্বেষক অশুভদর্শী নরাধমদিগকে আমি সর্ব্বদা এই সংসারে আসুর-যোনিতে নিক্ষেপ করি; হে কৌন্তেয়! ঐ মূঢ় ব্যক্তিগণ জন্মে জন্মেই অসুর যোনী প্রাপ্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্তকরিতে না পারিয়া নানাপ্রকার অধমাগতি প্রাপ্ত হয় (২০)।

হে ধনঞ্জয়! কাম ক্রোধ আর লোভ এই তিনটিকেই আত্ম বিনাশের মূল কারণ এবং ঘোর নরকের দ্বার বলিয়া জানিবে অতএব এই তিনটিকে প্রথমেই পরিত্যাগ করা

আবশ্যক (২০). হে কৌন্তেয়! যে ব্যক্তি এই তিন নরকের দ্বার হইতে বিমুক্ত হয় সেই আত্মার প্রকৃত শ্রেয়স্কর আচরণ করে এবং তদ্দ্বারা পরমাগতি প্রাপ্ত হইতে পারে (২২)। যে ব্যক্তি শাস্ত্র বিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া বিচরণ করে সে কথনই সিদ্ধি, সুখ ও উৎকৃষ্ট গতি-লাভ করিতে পারে না (২৩)। অতএব তোমার পক্ষেও কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য অবধারণ বিষয়ে এক মাত্র শাস্ত্রই প্রমান বলিয়া গণ্য করা উচিত, এবং শাস্ত্র বিধানোক্ত কর্ম্ম সকল অবগত হইয়া তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য (২৪)। [ক]

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

(ক) ভগবান পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, আমি উন্নত বা অবনত, কাহার প্রতি সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইয়া কলহস্ত করি না, আবার যেন তাহার বিপরীত মর্ম্মপ্রকাশক কথা বলিলেন। ইহার অতি মনোহর মীমাংসা আছে, কিন্তু এ সমস্ত বিষয় এখানে বিস্তার করা তত আবশ্যক মনে করি না। ধর্ম্মব্যাখ্যায় সমস্তই দেখিতে পাইবেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

অর্জুন বলিলেন হে কৃষ্ণ! যাহারা আলস্যাদি দোষে শাস্ত্রীয় বিধি অবগত নহে, সুতরাং অনেক কার্য্য শাস্ত্রের উল্লঙ্ঘন করিতেছে অথচ পরম্পরাগত যে সকল বিহিত ও নিষিদ্ধ কার্য্য আছে তাহারই শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠান ও বর্দ্ধন করিতেছে, তাহাদের পক্ষে এটি, কি নিষ্ঠা হইল? উহা কি সাত্ত্বিকী নিষ্ঠা, কি রাজসী নিষ্ঠা কি তামসী নিষ্ঠা বলিয়া গণ্য হইবে তদ্বিষয় আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন (১)। শ্রীভগবান বলিলেন, মনুষ্যাদিগের স্বভাবতই তিন প্রকার শ্রদ্ধা রহিয়াছে। একটি সাত্বিক, একটি রাজসী আর তামসী শ্রদ্ধা। এবিষয় বিস্তার পূর্ব্বক বলিতেছি শুন। তদ্দারাই তোমার প্রশ্নের মীমাংসা হইবে। হে ভারত! প্রত্যেক পুরুষেরই অন্তকরণের অনুরূপ শ্রদ্ধা হইয়া থাকে অর্থাৎ সাত্বিক, রাজসিক, বা তামসিক; যেরূপ সংস্কার রাশি দ্বারা যাহার অন্তঃকরণ গঠিত তদনুরূপই, তাহাদের শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। সত্ব প্রধান অন্তঃকরণে সাত্বিকি বিষয়ে শ্রদ্ধা অনুরাগ বিশেষ হয়, রজ প্রধানে রাজসিক বিষয় এবং তমঃ প্রধানে তামসিক বিষয়ে শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। এই হইল শ্রদ্ধার বিবরণ। এক্ষণে তোমার প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ কর। এই যে শাস্ত্রীয় জ্ঞান-শূন্য কর্ম্মাধিকৃত পুরুষের কথা বলিলে, উহাকে যাদৃশ বিষয়ে শ্রদ্ধাবান্ দেখিতেছ তাহাতেই উহার অন্তঃকরণের নিষ্ঠা (সংস্থিতি) জানিবে; কারণ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে অনুরাগ বিশেষ বা শ্রদ্ধা দেখিয়াই পুরুষের অন্তঃ-

করণের অবস্থা জানা যায়। তাহার অন্তঃকরণ কি সত্ত্বগুণই নিষ্ঠা সম্পন্ন, কিম্বা রজোগুণে, অথবা তমোগুণে তাহা বুঝিতে পারা যায়; কেন না, পুরুষের বুদ্ধি এবং মন প্রভৃতি অন্তঃ-করণ সত্ত্ব, রজঃ, এবং তম এই ত্রিগুণের দ্বারা গঠিত, ত্রিগুণ কিছু কথনই আপনাপন কার্য্য অর্থাৎ আপনাপন শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত তদুপযুক্ত বিষয়ের সহিত আসক্তি বা অনুরক্তি না করিয়া থাকিতে পারে না। সত্ত্বগুণ সাত্ত্বিক বিষ-য়ের সহিত আশক্তি বা অনুরক্তি করিবে; রজোগুণ, রাজসিক বিষয়ের সহিত এবং তমোগুণ, তামসিক বিষয়ের সহিত আশক্তি করিবে, অতএব এই ত্রিবিধ শ্রদ্ধা বা ত্রিবিধ অনুরাগময়ই পুরুষের হৃদয়; সুতরাং যে পুরুষের যে দিকে শ্রদ্ধা বা অনুরাগ বিশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে বা যাহার সেই গুণের আধিক্য আছে, সে সেই গুণেই নিষ্ঠা সম্পন্ন ইহা বুঝিতে হইবে। যাহার রাজস বিষয়ে শ্রদ্ধা দেখা যায় সে রজোগুণ নিষ্ঠা সম্পন্ন, যাহার তমোময় বিষয়ে শ্রদ্ধা দেখ, সে তমোগুণ নিষ্ঠা সম্পন্ন, আর যাহার সাত্ত্বিক বিষয়ে শ্রদ্ধা দেখা যায় সে সত্ত্বগুণ নিষ্ঠা সম্পন্ন জানিবে।

ইহার কএকটি উদাহরণ বলিতেছি তবেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। যাহারা স্বভাবতঃই দেবোপাসনার শ্রদ্ধা সম্পন্ন তাহাদের সাত্ত্বিকী নিষ্ঠা; যাহাধা শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়া কেবল যক্ষ-রাক্ষসাদির উপাসনা করে তাহাদের রাজসী নিষ্ঠা, আর যাহারা ভূত প্রেতাদির উপর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উপাসনা করে তাহাদের তমোগুণে নিষ্ঠা বুঝিতে হইবে। অতএব তুমি যাদৃশ ব্যক্তির কথা বলিয়াছ তিনি যখন স্বভাবানুগ

শ্রদ্ধা দ্বারা বিহিত দৈবগণাদির অর্চ্চনা করেন তাঁহাদের সাত্ত্বিকী নিষ্ঠাই জানিবে (৪) (তবে অবশ্য তমোগুণেরও প্রগলভতা আছে; নতুবা অধ্যয়নাদি বিষয়ে আলস্যাদি থাকিত না, অতএব সাত্ত্বিকী নিষ্ঠা হইলেও বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকী নহে, কিন্তু তমো বিমিশ্রিত সাত্ত্বিক নিষ্ঠা বলাযাইতে পারে) নিষ্ঠাজ্ঞানের আরও লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর,— যাহারা কাম রাগ বলান্বিত হইয়া দম্ভ ও অহঙ্কার সহকারে, অশাস্ত্র বিহিত, ঘোর তপস্যা করে (৫)। এমন কি, অতিশয় কঠোরাচরণ দ্বারা শরীরস্থ ভূত ভৌতিক পদার্থ গুলিকে বিশুষ্ক করিয়া ফেলে, সুতরাং শরীরাভিমানী আত্মাকে ও নিপীড়িত করে; সেই বিবেক বুদ্ধি রহিত বিচেতা ব্যক্তি দিগকে মনুষ্যাকার অসুর বা আসুরী নিষ্ঠা সম্পন্ন (রজগুনো নিষ্ঠা সম্পন্ন) বলিয়া জানিবে (৬)। এতদ্ব্যতীত ত্রিবিধ আহার, ত্রিবিধযজ্ঞ, ত্রিবিধতপ, ও ত্রিবিধ দানের দ্বারাও সত্ত্বাদিগুণ নিষ্ঠা বা দৈবীনিষ্ঠাদি জানা যাইতে পারে; কারণ উক্ত আহারাদি সমস্তই এক এক প্রকার প্রকৃতি ভেদে এক এক প্রকার লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। ইহা বিশেষ করিয়া বলিতেছি শুন (৭)। যে দ্রব্য আহারে দ্বারা আয়ু, চিত্তের স্থৈর্য্য, বল, আরোগ্য, অকৃত্রিম সুখ এবং প্রীতি বিবর্দ্ধন করে, যে আহার রসযুক্ত এবং স্নেহ প্রধান, যে দ্রব্য আহার করিলে, তাহার ক্রিয়া অধিক কাল পর্য্যন্ত শরীরে স্থায়ী হয় আর যাহা হৃদ্য (কোন প্রকারে বিকট, অথবা উগ্র গন্ধযুক্ত নহে) ঈদৃশ দ্রব্য সকল সাত্ত্বিক লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। আর যে সকল দ্রব্য কটু, অম্ল লবনযুক্ত,

এবং উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ ও রুক্ষতা কারক, এবং উত্তাপ বর্দ্ধক উহা রাজসিক প্রকৃতির প্রিয় হইয়া থাকে, ঐ সকল আহারের দ্বারা, দুঃখ শোক ও নানা প্রকার ব্যাধি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অর্দ্ধপক এবং নিরসতা প্রাপ্ত (যাহার প্রকৃত স্বাদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে), এবং পূতিমৎ, পর্য্যুসিত উচ্ছিষ্টাদি অমেধ্য আহার সকল তামস লোকের প্রিয় হইয়া থাকে (১০)।

ফলাকাঙ্খা পরিশূন্য হইয়া কেবল মাত্র কর্ত্তব্যতা বোধে, যথাবিধি যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয় তাহাকে সাত্তিক যজ্ঞ কহে (১১), এবং ফল কামনার বশবর্ত্তী হইয়া কিম্বা যশোলিপ্সা দ্বারা যে যজ্ঞ করা হয়, হে ভরত! শ্রেষ্ঠ, তাহাকে রাজস যজ্ঞ বলিয়া জানিবে (১২)। যে যজ্ঞ, বিধি হীন, অন্নদান বিহীন, মন্ত্র বিহীন ও উপযুক্ত দক্ষিণা বিহীন এবং শ্রদ্ধা বিরহিত তাহাকে তামস যজ্ঞ বলে।১৩।

এখন তপস্যার প্রভেদ শুন, দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু এবং সাধু ব্যক্তির পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, এবং অহিংসা, ইহাকে শারীর তপ বলে। (১৪) অনুদ্বেগকর সত্যপ্রিয় এবং হিত বাক্য প্রয়োগ, বেদ এবং প্রণবাদির অভ্যাস করাকে বাঙ্ময় তপ বলে।(১৫) মনের প্রসন্নতা (বিষয় চিন্তায় ব্যাকুলতা না থাকা), সৌম্যতা (সর্ব্ব লোক হিতৈষিতা), মৌন (নিষিদ্ধ বিষয় চিন্তা না করা), আত্ম বিনিগ্রহ (সমস্ত বৃত্তির নিরোধ করিয়া মনের স্বরূপনিরোধ করা), ভাবশুদ্ধি (কাম ক্রোধাদির নিবৃত্তি, কিংবা অকপট ব্যবহার), ইহাকে মানসিক তপ বলে।(১৬) যাহারা ফলাকাঙ্খা পরিশূন্য হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে উক্ত ত্রিবিধ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন তাঁহাদিগের

সাত্ত্বিক তপস্যা বলা যায়।(১৭) যাঁহারা মনুষ্যসমাজে সংস্কার, সম্মান ও পূজাদি লাভের নিমিত্ত দম্ভভরে উক্ত ত্রিবিধ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন সেই পারত্রিক ফল শূন্য তপস্যাকে রাজস্ তপস্যা বলে। (১৮) অতি দুরাগ্রহের দ্বারায়, পরের উৎসাদনের নিমিত্ত আত্মার নানাপ্রকার পীড়া জন্মাইয়া যে তপস্যা করে তাহাকে তামস বলিয়া জানিবে (১৯)।

অতঃপর দানের বিবরণ বলা যাইতেছে; উপকারক ব্যক্তির প্রত্যুপকার মানসে নহে, কিন্তু কেবল দাতব্য মাত্র বোধে যে উপযুক্ত দেশ, কাল এবং পাত্রানুসারে দান করা যায়, তাহাকে সাত্ত্বিক দান বলে(২০)। প্রত্যুপকার কামনায় কিম্বা ফল কামনায় মনকষ্ট সহকারে যে দান করা যায় তাহাকে রাজস দান কহে (২১)। এবং দেশ কাল পাত্রাদির বিচার না করিয়া যে কোন দেশে, যে কোন কালে, যে কোন পাত্রে, অসৎকার ও অবজ্ঞতাসহকারে যে দান করা যায় তাহার নাম তামস দান। অতএব হে ধনঞ্জয় তোমাকেও সাত্ত্বিকাহার সাত্ত্বিক যজ্ঞ ও সাত্ত্বিক দান করা কর্ত্তব্য (২২)।

পরন্তু, ইহাও সত্য যে উক্ত যজ্ঞাদি ক্রিয়া সকল সর্ব্বাঙ্গ বিশুদ্ধ হওয়া নিতান্ত দুষ্কর; সুতরাং উপযুক্ত ফল ব্যাঘাতের আশঙ্কা আছে, কিন্তু এমন একরূপ উপায় আছে যদ্দ্বারা সমস্ত অভাব পরিপূর্ণ হইয়া ঐ সকল যজ্ঞাদি পূর্ণ ফলদায়ক হয়। পরমাত্মা পরমেশ্বরের এই তিনটী নাম আছে একটী "ওঁ", একটী "তৎ" একটী "সৎ"* ইহা বেদ বেদান্তে আছে এবং

* ইহার বিশেষ বিবরণ ধর্ম্মব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

ঋষিগণও আপনাপন স্মৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রজাপতি যখন ব্রাহ্মণ যজ্ঞ ও বেদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন তখন এই তিনটী নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এই জন্য যাঁহারা ব্রহ্মবাদী তাঁহারা ওঁ কারের উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞ, দান, ও তপস্যাদি বিহিত ক্রিয়ার সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন (২৪)। যাহারা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী তাহারা "তৎ" শব্দের অভিধান পূর্ব্বক ফলাভিসন্ধান বিরহিত তপ, যজ্ঞ, দানাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন (২৬)।

হে পার্থ! এই "সৎ" শব্দটী সাধু ভাব বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানাদি নিষ্ঠাতে ও "সৎ" শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। আর কেবল মাত্র ব্রহ্ম জ্ঞানানুকুল ক্রিয়াকেও "সৎ" বলিয়া থাকে। অতএব অন্তঃকরণের সমাধান সহকারে "ওঁ" "তৎ" "সৎ" এই ত্রিবিধ ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিলেই সমস্ত কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইতে পারে। যে যজ্ঞ, যে দান, যে তপস্যা অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক কৃত হইয়া থাকে তাহাকে "অসৎ" বলে। তাদৃশ কার্য্যের দ্বারা না ইহকালে কোন ফল সাধন হয় না পরকালেই কোন ফল দায়ক হয়। অতএব হে অর্জ্জুন, তোমার যেন তাদৃশ মতি কখনই না হয় (২৮)।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে মহাবাহো! সংন্যাস ও ত্যাগ এই উভয়ের কি পার্থক্য আছে তাহা আমি বুঝিতে পারি না। হে কেশীনিসূদন! হে হৃষীকেশ! তদ্বিশয় জানিবার নিমিত্ত আমার অভিলাষ হইয়াছে (১)।

শ্রীভগবান বলিলেন,—সংন্যাস ও ত্যাগের বাস্তবিক কোন পার্থক্য নাই, সংন্যাসেরই একটু বিশেষ-অবস্থাকে ত্যাগ বলে। পণ্ডিতগণ কাম্যকর্ম্মের পরিত্যাগ করাকে "সংন্যাস" বলিয়াছেন এবং সমস্ত কর্ম্মের ফলাকাঙ্খা পরিত্যাগ করাকেই "ত্যাগ' বলিয়াছেন। অতএব সংন্যাসেরই বিশেষ অবস্থাকে ত্যাগ বলিয়া গণ্য করা হইল (২)। পরন্তু এই ত্যাগ বা সংন্যাস বিষয়ে কোন কোন ঋষিগণের, একটু জটিলমত সিদ্ধান্ত দেখিয়া আপাততঃ মতদ্বৈধের আশঙ্কা হয়, এবং তদ্দ্বারা অনিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহাতে কোন দ্বৈধ বা বিরোধ নাই। অতএব তদ্বিষয় মীমাংসা করিয়া বলা যাইতেছে, কোন কোন ঋষিগণ বলিয়াছেন যে জীব, দেহ মন ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা, যে কোন ক্রিয়া করে তৎসমস্তই বন্ধের হেতু হইয়া থাকে, অতএব অন্যান্য দোষের ন্যায়, দেহ মন, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা নিস্পাদ্য সমস্ত কর্ম্মই পরিত্যাজ্য আবার কেহ কেহ তাহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তাহারা বলেন যজ্ঞ, দান, ও তপ প্রভৃতি কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয়, অতএব ইহা পরিত্যাজ্য নহে (১ ২ ৩)। হে ভরতসত্তম, এতদুভয়পক্ষের মীমাংসা

আমার নিকট শুন, হে পুরুষপ্রবর। শাস্ত্রে ত্রিবিধত্যাগের বিষয় উল্লিখিত আছে, একটি সাত্ত্বিকত্যাগ, একটি রাজসিক-ত্যাগ, আর একটি তামসিকত্যাগ, তাহা অতঃপর বলা যাই-তেছে (৪)। ফল কথা, যজ্ঞদান ও তপ প্রভৃতি কর্ম্ম কখনই পরিত্যজ্য নহে, তাহা সর্ব্বদাই অনুষ্ঠান করা উচিত; কারণ যজ্ঞদান তপ প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা মনীষিদিগের (যাঁহারা ফলাভি-সন্ধিরহিত তাহাদিগের) দেহ মন ও ইন্দ্রিয়াদির বিশুদ্ধি বা নির্ম্মলতা (আত্মানুভবের উপযুক্ততা) সম্পাদিত হইয়া থাকে (৫)। অতএব, আসক্তি ও ফলকামনা পরিশূন্য হইয়া এই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, হে পার্থ। ইহাই আমার নিশ্চিত মত জানিবে (৬)। যে মনীষিগণ বন্ধন ভয়ে কর্ম্মপরিত্যাগের কথা বলিয়াছেন, তাহা কাম্যকর্ম্ম * বলিয়া জানিবে, কারণ কাম্যকর্ম্মের দ্বারা আত্মজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত চিত্তশুদ্ধি হয় না, কিন্তু স্বর্গাদি ফলই হইয়া থাকে, সুতরাং মুক্তি না হইয়া বন্ধনই হইল। অতএব যাহারা ঐহিক পারত্রিক কোনপ্রকার সুখভোগের বাসনা রাখেন না, কেবলমাত্র মুক্তি অর্থাৎ ভ্রান্তিজ্ঞানের দ্বারা দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদি জড় পদার্থের সহিত অভিন্নভাবে আত্মার উপলব্ধি হইতেছে, সেই ভ্রান্তির বিনাশ হওয়া প্রার্থনা করেন, তাঁহাদের কাম্যকর্ম্ম করার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে সমস্ত নিত্য

* অমুক কার্য্যের দ্বারা আমার অমুক প্রকার সুখসাধন হইবে, এই উদ্দেশ্যে যে কোন কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে কাম্য-কর্ম্ম বলে; যথা, অশ্বমেধ, রাজপেয় ও অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ।

ও নৈমিত্তিক কার্য্য আছে, অর্থাৎ সন্ধ্যা বন্দন, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, দুর্গোৎসব, দীপান্বিতা, জগদ্ধাত্রী, রটন্তী, রাস, দোল, ইত্যাদি ইহাদের পরিত্যাগ করা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ এ সকল কর্ম্মের যথাবিধি অনুষ্ঠান হইলে জীবের কদাচ বন্ধন হয় না, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব মোহ বশতঃ এই সকল কর্ম্মের পরিত্যাগ করাকে তামস পরিত্যাগ করা বলে (৭)। যাহারা কায়ক্লেশে ও অর্থ ব্যয়াদির ভয়ে অতিশয় কষ্টজনক বলিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করে তাহাকে রাজস্ পরিত্যাগ বলে। এই ভাবে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে ত্যাগের ফল লাভ করা যায় না (৮)। হে অর্জ্জুন! যাহারা সমস্ত আশক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবলমাত্র কর্ত্তব্যতা বোধে সন্ধ্যা, বন্দন, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, দুর্গোৎসবাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ। কর্ম্মে আশক্তি ও ফলাভিলাষ পরিত্যাগ করাকেই কর্ম্ম ত্যাগ বলে, ক্রিয়ার ত্যাগকে কর্ম্মত্যাগ বলে না ইহাই আমার মত (৯)। যিনি অকুশল কর্ম্মকেও কিছুমাত্র বিদ্বেষ করেন না এবং শুভজনক কার্য্যেতেও ব্যাসক্ত না হন, সেই মেধাবী ছিন্নসংশয় সত্বসমাবিষ্ট ব্যক্তিই কর্ম্মত্যাগী বলিয়া গণ্য (১০)। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদির বিদ্যমানতা থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন প্রাণীরই অশেষ কর্ম্ম পরিত্যাগ করা সম্ভবে না; কারণ জীবন ধারণ করিতে হইলে দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া না হইয়াই পারে না, এমন কি স্বপ্নাবস্থাতেও নিবৃত্ত থাকে না। অতএব শাস্ত্রোক্ত "কর্ম্ম পরিত্যাগ করা" কথা দ্বারা ক্রিয়ার পরিত্যাগ করা অর্থ বুঝিতে হইবে না, কিন্তু যাঁহারা

কর্ম্মের ফলত্যাগী তাঁহারই ত্যাগী বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন (১১)।

কর্ম্মের ত্রিবিধ ফল হইয়া থাকে, যথা ;—ইষ্ট, অনিষ্ট, ইষ্টানিষ্ট বিমিশ্রিত। যাহারা ফলাভিলাষ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের পরকালে ত্রিবিধ ফলই হইয়া থাকে, যাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগী তাহাদের কি ইহকাল কি পরকাল কখনই কোন কর্ম্মফল হয় না। (১২)।

হে মহাবাহো! পাঁচটী কারণের দ্বারা সমস্ত কর্ম্মফল নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, ইহা কর্ম্ম বন্ধন বিমোচক সমস্ত বেদান্ত গ্রন্থে কথিত হইয়াছে। সেই পাঁচটী কারণ তোমাকে বলিতেছি, (১৩)। ১ম, অধিষ্ঠান (দেহ), (২য়), কর্ত্তা (অবিবেক বশে এই দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত অভিন্ন ভাবাপন্ন আত্মা); ৩য়, করণ (ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি, প্রভৃতি), ৪র্থ, বিভিন্নরূপ চেষ্টা ; এবং ৫ম, অদৃষ্ট * (১৪)। মনুষ্য, শরীর বাক্য ও মনের দ্বারা ন্যায্য বা অন্যায্য যে কোন প্রকার কর্ম্ম নিষ্পন্ন করে তৎসমস্তই এই পাচটি কারণ হইতে সম্পাদিত হয় (১৫)। যেব্যক্তি, এইরূপ কারণ পঞ্চকের দ্বারা নিষ্পাদ্যমান কার্য্যেতে, অবিবেক বশতঃ, সমস্ত ক্রিয়া গুণ বিরহিত নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তসস্বভাব চিৎস্বরূপ আত্মাকে "কর্ত্তা" বলিয়া মনে করে সেই নরাধম নিতান্তই দুর্ম্মতি, সেই ব্যক্তিই পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ কর্ম্ম ফলের ভোগ করিয়া থাকে (১৬)। যে মহাত্মার তাদৃশ কর্ত্তৃত্ব বোধ নাই—দেহেন্দ্রিয়াদি কারণ-

* অদৃষ্টের বিস্তার বিবরণ " ধর্ম্মব্যাখ্যায়" দ্রষ্টব্য।

পঙ্কের দ্বারা নিষ্পাদ্যমান কার্য্যে আত্মার কর্ত্তৃত্ব মনে করেন না, আত্মায় অকর্ত্তৃত্ব জ্ঞান থাকা নিবন্ধন কোন প্রকার দুঃখ ও সুখাদির দ্বারা যাঁহার বুদ্ধি বিচলিত না হয়, অতুল সুখে ও যাহার কিছুমাত্র অনুরাগ আর দুঃখেতেও কিছুমাত্র বিদ্বেষভাব না হয়, তাঁহার ঐ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা এই মনুষ্যাদি প্রাণীগণ নিহত হইলেও তিনি কাহারও হত্যার কর্ত্তা হয়েন না, তৎপাপের দ্বারাও নিবদ্ধ হয়েন না (১৭)।

ক্রিয়া ও কর্ত্তৃত্বাদি বিষয়ে আর এক প্রকার বিবেক আছে তাহাও তোমাকে বলিতেছি, তবেই আত্মার অকর্ত্তৃত্বাদি বিষয়টা আরও পরিস্ফুট হইবে। পূর্ব্বে (১৪ শ্লোকে) দেহ, ইন্দ্রিয়াদি পাঁচটিকেই সমস্ত কর্ম্মের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, কিন্তু তাহারা কি নিমিত্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহাও এখন বলিতেছি; জ্ঞান, জ্ঞেয়, ও পরিজ্ঞাতা (ক) এই তিনটিই দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াপ্রবৃত্তির মূলীভূত কারণ বলিয়া জানিবে, ভাবিয়া দেখ, এই জগতে যিনি যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন না কেন তাঁহাকেই প্রথমে সেই বস্তুটি জানিতে হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত "এগুলি অন্ন" ইত্যাকার জ্ঞান না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত খাওয়া হইতে পারে না। অন্ন বলিয়া জ্ঞান হইয়াই তৎপর তাহাকে উদরসাৎ করার নিমিত্ত হস্ত ও

(ক) জ্ঞান শব্দের অর্থ এখানে জানা, আর জ্ঞেয় শব্দে জ্ঞাতব্য ইষ্ট অনিষ্ট বস্তু উভয়ই বুঝিতে হইবে, এবং পরিজ্ঞাতা শব্দের অর্থ, অবিবেক বশে ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধ্যাদির সহিত আত্মার অভিন্নতা অবস্থা।

মুখাদির ক্রিয়ার আরম্ভ হয়, অতএব বস্তুর জ্ঞান থাকাটা হস্তাদির ক্রিয়ার কারণ হইল। কিন্তু কেবল অন্নের জ্ঞান হইলেই হইবে না "এই অন্নগুলি আমার উপকারক" ইত্যাকার নিশ্চয় থাকা আবশ্যক, নচেৎ উহা আহার করিতে কদাচ প্রবৃত্তি হইবে না। অতএব উপকারত্ব বা অনুপকারত্ব ভাবে জ্ঞাত বিষয়ও ক্রিয়া প্রবৃত্তির কারণ। তৃতীয়তঃ অবিবেক বশে চৈতন্য স্বরূপ আত্মা আর মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির সহিত যদি বিমিশ্রণ বা মাখামাখিভাব না থাকে তবে মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি সকলেই কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির ন্যায় অন্ধভাবে থাকিবে। উহাদের কাহারও কোন প্রকার জ্ঞান বা প্রকাশ হইতে পারিবে না; কারণ চৈতন্য পদার্থের সহিত একতাভাব থাকাতেই উহারা চেতন হইয়া থাকে। সেই অবস্থা বিশেষকেই পরিজ্ঞাতা বলা হয়, সুতরাং পরিজ্ঞাতা না থাকিলে এই অন্নাদি দ্রব্যের জ্ঞান বা হস্ত পদাদির ক্রিয়া হইয়া উহাদিগকে উদরসাৎ করা প্রভৃতি ক্রিয়া হইতে পারে না। অতএব পরিজ্ঞাতাও ক্রিয়ারম্ভের মূল; কিন্তু আত্মা ইহার কোন কারণই হইবে না। আর কার্য্যনিষ্পাদন করিতে যে ব্যাপার বা ক্রিয়াবিশেষের প্রয়োজন হয় তাহাও ইন্দ্রিয়, বিষয়, এবং মনের উপরেই থাকে আত্মাতে কখনই থাকে না, অতএব আত্মা নিতান্ত নির্লেপ পদার্থ ইহা জানা গেল।

এখন জ্ঞান, ক্রিয়া আর কর্ত্তা যে, সত্ত্বাদি গুণভেদে তিন প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে, যাহা গুণমীমাংসা শাস্ত্রে (সাংখ্যদর্শনে) কথিত আছে, তাহা শ্রবণ কর॥ ১৯॥

জ্ঞানের দ্বারা, এই বিভিন্নাকার প্রতীয়মান নিখিল জগতের

মধ্যে কেবল মাত্র এক অদ্বিতীয়, অবিভক্ত ও অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা বা চিৎস্বরূপ আত্মাই পরিতৃপ্ত হয়েন, আর কোন পদার্থই দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই জ্ঞানকেই সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে। এই জ্ঞানকেই সম্যক্‌দর্শন বা তত্ত্বজ্ঞান বলে (২০)। (এই জ্ঞান হইলেই মুক্তিলাভ হইল)। আর যে জ্ঞানের দ্বারা, প্রতিদেহে বিভিন্ন গুণ বিভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আত্মা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা রাজস জ্ঞান জানিবে। এই জ্ঞান থাকিতে মুক্তি হইতে পারে না, ইহা অসম্যক জ্ঞান (২১)। আর যে জ্ঞান কেবল মাত্র বহুল দেহকেই লক্ষ্য করে, আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি যাহা কিছু অদৃশ্য পদার্থ আছে তৎসমস্তকেই দেহ বা দেহীয় বস্তু বলিয়া দেখে, যে জ্ঞানের কোন প্রকার যুক্তি বা হেতু নাই, তাহা তত্ত্বার্থের প্রকাশক নহে, যাহা অতীব ক্ষুদ্র অর্থাৎ কোন বিষয়ের অভ্যন্তর প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু কেবল বাহিরেরই কিয়দংশ মাত্র প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাকে তামস জ্ঞান বলিয়া থাকে (২২)।

এখন ক্রিয়ার প্রভেদ শুন, আসঙ্গ এবং রাগ, দ্বেষ, ও ফল কামনা বিরহিতভাবে যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক ক্রিয়া বলে (২৩)। আর ফলপ্রাপ্তি কামনা এবং অহঙ্কার সহকারে অতি কষ্টকর বোধে যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, তাহাকে রাজসক্রিয়া বলে (২৪)। ভবিষ্যতের অশুভ ফল, এবং শক্তি-ক্ষয়, অর্থক্ষয়, আর পরিজনাদির ক্ষয়, প্রাণীহিংসা, এবং আত্মসামর্থাদি পর্য্যালোচনা না করিয়া অজ্ঞান, অবিবেকবশে যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে তাহাকে তামসক্রিয়া বলে (২৫)

অতঃপর কর্ত্তার প্রভেদ বলা যাইতেছে ;—যিনি সমস্ত ক্রিয়াতেই আসক্ত ও অহঙ্কারশূন্য এবং ধৃতি,অধ্যবসায় ও উৎসাহ সম্পন্ন, ক্রিয়ার ফললাভ ও অলাভে যাঁহার কিছুমাত্র, মনোবিকার না হয়, তাঁহাকে সাত্ত্বিককর্ত্তা বলে (২৬)। যে ব্যক্তি অনুরাগসম্পন্ন, এবং কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষী, যিনি পরদ্রব্যেতে সতৃষ্ণ, বা উপযুক্ত পাত্রাদিতে ধনদানে কুণ্ঠিত, যে ব্যক্তি পরপীড়ন-স্বভাব এবং বাহ্য ও অভ্যন্তর শৌচ বিবর্জ্জিত, যে ব্যক্তি কার্য্যফলের লাভ ও অলাভ বিষয়ে অত্যন্ত হর্ষ বা অত্যন্ত অবসাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহাকে রাজসকর্ত্তা বলে (২৭)। যে ব্যক্তি অত্যন্ত অসমাহিত অর্থাৎ কোন কার্য্যেতেই বিশেষরূপ মনঃসমাধান নাই, যাহার বুদ্ধি অত্যন্ত অসংস্কৃত অর্থাৎ নৈপুণ্য সহকারে বিচার করিতে না পারিয়া প্রকৃতিবশে যে কোন প্রবৃত্তি মনোমধ্যে উদিত হয় তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া ফেলে, জ্ঞান পর্য্যালোচনা দ্বারা কিছুমাত্র পরিমার্জ্জিত হয় নাই, সদুপদেশের দ্বারা যাহাদিগকে কোন প্রকারেই নমান যায় না অর্থাৎ অন্তঃসারবিহীন, মায়াবী, (অন্তঃকরণের ভাব গোপন করিয়া বাহিরে অন্যরূপ ব্যবহার করে,) এবং পরবৃত্তিচ্ছেদনতৎপর, চিন্তা প্রভৃতিতে অলস, সর্ব্বদা অবসন্নভাব, আর দীর্ঘসূত্রী, এপ্রকার কর্ত্তাকে তামসকর্ত্তা কহে (২৮)।

হে ধনঞ্জয়! মন এবং ধৃতির ও সাত্ত্বিকাদিভেদে তিনপ্রকার প্রার্থক্য আছে তাহা পৃথক্ পৃথক্রূপে বিস্তারপূর্ব্বক বলা যাইতেছে, (২৯)—যে মনদ্বারা প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য, ভয়, অভয় ও বন্ধন, মোক্ষাদি জ্ঞানা যাইতে পারে তাহাকে

সাত্ত্বিকমন বলে (৩৩)। যে মনদ্বারা ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কার্য্যাকার্য্যাদি প্রকৃতরূপে না জানিয়া না বুঝিয়া অন্যথা জ্ঞান জন্মে, হে পার্থ! তাহার নাম রাজস মন (৩১) যে মন দ্বারা অধর্ম্মকে ধর্ম্ম এবং অকর্ত্তব্য বিষয়কে কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ বিপরীত ভাব প্রকাশক মনকে তামস মন বলিয়া জানিবে (৩২)।

এখন ধৃতি বা ধারণার বিষয় শ্রবণ কর,—যে ধারণাশক্তি বিশেষ দ্বার মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদিকে সর্ব্বদা সমাধান বলে উন্মার্গ হইতে প্রতিনিবৃত্তি করা যায়, হে পার্থ! তাহাই সাত্ত্বিকী ধৃতি (৩৩)। হে অর্জ্জুন! যে ধারণাদ্বারা ফলাকাঙ্ক্ষীদিগের মন অর্থ কামাদির উপরে আসক্ত বা অনুরক্ত হয় তাহার নাম রাজসিক ধৃতি (৩৪)। যে ধারণা বিশেষের দ্বারা সর্ব্বদাই মনোমধ্যে শোক ভয়, স্বপ্ন, বিষাদ, মত্ততা প্রভৃতি উদ্রিক্ত হইয়া থাকে, সেই দুর্ম্মেধা ব্যক্তির ধারণাকে তামসিক ধৃতি বলে (৩৫)। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এখন তিন প্রকার সুখের বিভাগ শ্রবণ কর;—ক্রমিক অভ্যাস দ্বারা অনেক কষ্টে যে সুখের (সমাধি সুখের) সম্ভোগ করা যায়, কিন্তু বিষয় সুখের ন্যায়, সদ্য সদ্য লাভ করা যায় না, যেসুখ লাভ করিতে পারিলে সমস্ত দুঃখের অবসান হইয়া যায়, কিন্তু বিষয় সুখের ন্যায় উহার সঙ্গে কিম্বা অন্তে, কোন প্রকার দুঃখের অপেক্ষা থাকে না, যাহা (বৈরাগ্য সমাধির অনুষ্ঠানাদি) আয়াস সাধ্য উপায়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, এজন্য প্রথমে অতি বিষের ন্যায় মনে হয়, কিন্তু পরিণামে অমৃতোপমহয়, যাহা আত্মতত্ত্ব বিষয়িণী বুদ্ধির

প্রসন্নতাবস্থায় বিকাসিত হয়, সেই সুখকে সাত্ত্বিক সুখ বলে (৩৭)।

বিষয় এবং ইন্দ্রিয় সংযোগাধীন যে সুখ উৎপন্ন হয়, যাহা প্রথমতঃ অমৃতোপম মনে হয়, কিন্তু পরিণামে অতীব কষ্ট দায়ক তাহাকে রাজস সুখ বলে (৩৮)। নিদ্রা আলস্য এবং প্রমাদ দ্বারা যে সুখ উৎপন্ন হয়—যাহা এইক্ষণে এবং পরিণামেও আত্মার মোহ ব্যতীত আর কিছুই উৎপাদন করে না তাহাকে তামস সুখ বলে (৩৯)।

এই কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া, জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রভৃতি যেরূপ ত্রিগুণাত্মকতা নিবন্ধন তিন প্রকার বিভাগ করিয়া বলিলাম, জগতের প্রত্যেক বস্তুই এইরূপ উক্ত ত্রিগুণের দ্বারা সংগঠিত; সুতরাং প্রত্যেক বস্তুরই স্থূল কল্পে তিন প্রকার বিভাগ হইতে পারে। অধিক কি, এই পৃথিবী স্বর্গ বা দেবলোকে এমন কোন বস্তুই নাই যাহা উক্ত প্রকৃতিজ তিন গুণ হইতে বিমুক্তভাবে আছে, অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু, মনুষ্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, এবং দেবতাদি সকলেই ত্রিগুণাত্মক (৪০)। সুতরাং ইহাদের প্রত্যেকের ক্রিয়ারও পার্থক্য আছে, যে সত্ত্ব গুণাধিক তাহার এক প্রকার ক্রিয়া, যে রজো গুণাধিক তাহার এক প্রকার ক্রিয়া; এবং যে তমোগুণাধিক তাহার অন্য প্রকার ক্রিয়া। আবার ইহার অবান্তর ভেদেও গুণাবস্থাগ থাকাতে ক্রিয়ার পার্থক্য আছে, ইহা পূর্ব্বেই বিস্তার মতে দেখাইয়াছি। হে পরন্তপ! মনুষ্যের মধ্যেও উক্ত গুণত্রয়ের ইতর বিশেষ থাকাতে স্বভাবের অনেক প্রকার পার্থক্য আছে। তন্মধ্যে প্রধানতঃ চারি প্রকার।

বিভাগ করা যায়, যথা, সাত্ত্বিক স্বভাব, রজপ্রধান স্বভাব, তম প্রধান স্বভাব, রজস্তমো বিমিশ্রিত স্বভাব। * তন্মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মণ, তাঁহারা সাত্ত্বিক স্বভাবের দ্বারা, যাঁহারা ক্ষত্রিয় তাঁহারা রজ স্বভাব দ্বারা, শূদ্রগণ তম স্বভাব দ্বারা, এবং বৈশ্যগণ তমোবামাশ্রিত রজ স্বভাব দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছেন। উক্ত চতুর্ব্বিধ গুণভেদ জনিত চতুর্ব্বিধ স্বভাব অনুসারে উক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রাদিগের পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া প্রবিভক্ত আছে (৪১)।

যথা,—শম, (মনঃসংযম করা) দম, (দশবিধজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সংযম করা) তপঃ (পূর্ব্ব কথিত শারীরিক মানসিক এবং বাচনিক ক্রিয়া বিশেষ) শারীরিক এবং মানসিক শৌচ, ক্ষমা, (কাহারদ্বারা অপকৃত হইলেও মনোবিকার না হওয়া) সরলতা, জ্ঞান, (বেদের প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারা), বিজ্ঞান (অন্তর্জগতের অনুভূতি বা মানসিক প্রত্যক্ষ থাকা), আর আস্তিক্য অর্থাৎ সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, এই সকলগুলি ব্রাহ্মণ জাতির স্বভাবজাত ক্রিয়া (৪২)। (ক)

---

* স্বভাব শব্দে এখানে সত্ত্বরজঃ প্রভৃতি গুণ বশে পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুষ্ঠান জনিত ভাল, মন্দ সংস্কার রাশি কর্ম্মা অথবা তদ্ঘটিত প্রকৃতি ও বুঝাইতে পারে।

(ক) অভ্যাস, চেষ্টা, সংসর্গ, এবং উপদেশাদির সাহায্য ব্যতীত আপনা হইতেই যাহার যে ক্রিয়া হইয়া থাকে তাহাকে স্বভাবজ ক্রিয়া বলে, যেমন ব্যাঘ্রের হিংসা ক্রিয়া, পক্ষীর উড্ডয়নক্রিয়া, মৎস্যের সন্তরণক্রিয়া ইত্যাদি। মানুষে

এইরূপ শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য, যুদ্ধাদি কার্য্যে দক্ষতা, এবং মৃত্যু বা পরাভব নিশ্চয় হইলেও পলায়ন না করা; দান-শীলতা, এবং সকলকে নিয়মন করার সামর্থ্য, এই সকল

বহু যন্ত্রাদির সাহায্যে সন্তরণ করিতে পারে, চেষ্টা করিতে করিতে লম্প ঝম্প দ্বারাও দু-চারিহাত উপরে উঠিতে পারে; কিন্তু ইহাকে স্বভাবজ ক্রিয়া বলা যায় না, ইহা নৈমিত্তিক ক্রিয়া। এই যে শমদমাদি ক্রিয়ার কথা বলা হইল উহা কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষেই স্বভাবজ, আর অন্যান্য জাতির পক্ষে যদি কাহারও ঐরূপ ক্রিয়া হয় তবে তাহা নৈমিত্তিক ক্রিয়া বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অবশ্যই, এখনকার ব্রাহ্মণের মধ্যে ঐ সকল ক্রিয়া স্বাভাবিক কেন নৈমিত্তিক ভাবেও প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না. কিন্তু তাই বলিয়া এই ভগবদুক্তিতে কাহারও সন্দেহ করা উচিত নয়। কারণ যাহাদের ঐ সকল ক্রিয়াগুলি স্বাভাবিক ভাবে নাই, প্রত্যুত নিতান্ত বিরুদ্ধ প্রকৃতির ব্যক্তি, শাস্ত্রে তাহাদিগকে অব্রাহ্মণ ও পশ্বাদি ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্ণয় আছে, তাহারা কেহ বা পশুজাতীয় ব্রাহ্মণ, কেহ বা চণ্ডাল জাতীয় ব্রাহ্মণ, কেহ বা ম্লেচ্ছজাতীয় ব্রাহ্মণ, কেহ বা নিষাদ জাতীয় ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ইহা অত্রিসংহিতায় আছে।

অনেকে, ভগবান্ দুর্ব্বাসা কপিলাদির চরিত্রেও ক্রোধের বিষয়ে এই ভগবদুক্তির বিরুদ্ধ ভাব আরোপ করিয়া এই কথার সংশয় করিতে পারেন; অতএব তদ্বিষয়েও সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক। দুর্ব্বাসা প্রভৃতি পরমাত্ম স্বরূপ মহর্ষি

ক্রিয়াগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত হয়, আর অন্যান্যের হইলে তাহা নৈমিত্তিক বলিয়া জানিবে(৪৩)। কৃষি বাণিজ্য এবং পশু-পালনাদি করা বৈশ্যজাতির স্বভাবজনিত ক্রিয়া অর্থাৎ স্বভাব হইতেই উহারা ঐ সকল বিষয়ে বিশেষ নিপুণ বুদ্ধি সম্পন্ন হয়। অন্য জাতীর পক্ষে উহা তাদৃশ হইলেও নৈমিত্তিক বলিয়া জানিবে। শূদ্রের কেবল পরিচর্য্যা কর্ম্মই স্বভাবজ ক্রিয়া এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির পক্ষে উহা নৈমি-ত্তিক বলিয়া জানিবে (৪৪)। এইরূপে যাহার যেরূপ স্বভাবজাত ক্রিয়া প্রবিভক্ত আছে তাহাতে নিরত থাকিলেই মানব যথা সম্ভব সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। উহা কি ভাবে হইয়া থাকে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর :—(৪৫) যাঁহা হইতে এই স্থাবর জঙ্গম জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, যাঁহার দ্বারায় এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত আছে, সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে যথাবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা পরিতুষ্ট করা যাইতে পারে। তাঁহার প্রসাদত সেই কর্ম্মের দ্বারাই মানব আত্মানুভূতির

দিগের ক্রোধাদি অসৎবৃত্তি বা ভক্তি প্রভৃতি সৎবৃত্তি কিছুই ছিল না, কারণ তাঁহারা এককালে ত্রিগুণাতীত ব্যক্তি, তাঁহারা সাত্ত্বিকাদি সমস্ত স্বভাবই অতিক্রম করিয়াছিলেন, তবে যে তাঁহাদের দ্বারা কখনও সদ্বৃত্তির কার্য্য এবং কদাচিৎ অসৎ প্রবৃত্তির ন্যায় কার্য্যও দেখা গিয়া থাকে, তাহা তাঁহাদের নিদ্রিত ব্যক্তির মশকাদি তাড়নের ন্যায় দৈহিক সংস্কারানুসারে হইয়াছে, অতএব উহা তাঁহাদের স্বভাবের পরিচায়ক নহে। পূর্ব্ব ব্যাখ্যায় এই বিষয় বিশেষরূপে দেখিতে পাইবেন।

ক্ষমতা (চিত্তশুদ্ধি) লাভ করিয়া থাকে (৪৬)। মনুষ্যের আত্মা স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম। তাহা যদি অন্য জাতির কর্ম্ম অপেক্ষা হীনগুণয় বা নীচ ও হয় তথাপি তাহার পক্ষে তদপেক্ষায় উহাই শ্রেয়স্কর জানিবে; কারণ স্বভাব নিয়ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তদ্দ্বারা পাপ হইতে পারে না (৪৭)॥

হে কৌন্তেয়! স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম যদি দোষযুক্তও হয়, তথাপি তাহা পরিত্যাজ্য নহে; কারণ অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত থাকে, সেইরূপ সংসারে সমস্ত অনুষ্ঠানই দোষের দ্বারা সংসৃষ্ট ভাবে আছে (৪৮)। তবে যখন প্রত্যেক বিষয় হইতে বুদ্ধি অনাসক্ত হয়, সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং মন যখন সর্ব্বোতভাবে বিজিত হয়, এবং যখন সমস্ত ভোগ্য বস্তু বিষয়ে এককালে নিস্পৃহ বা বিতৃষ্ণতা অবস্থা হয় তখনই যথাবিধ কর্ম্মসংন্যাস করিলে আত্মবোধ লাভ করিতে পারে (৪৯)। হে কৌন্তেয়! বিবেকজ্ঞান স্বরূপ সিদ্ধি লাভ করিলে কিরূপে ব্রহ্ম লাভ হয় তদ্বিষয় আবারও সংক্ষেপে বলা যাইতেছে, তৎসঙ্গে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞাননিষ্ঠাও প্রদর্শিত হইবে (৫০)।

কপটতা, বঞ্চনা, এবং ঈর্ষা অসূয়াদি যে কোন প্রকার চিত্তমালিন্য আছে তৎসমুদয় প্রক্ষালন পূর্ব্বক নিতান্ত নির্ম্মলচেতা হইয়া, প্রগাঢ় ধৈর্য্যের দ্বারা ইন্দ্রিয় সমুদয়কে সম্পূর্ণ সংযত করিয়া, কায়িক ও ঐন্দ্রিয়িক সুখসাধক যে কোন প্রকার বিষয় আছে তৎসমস্তং পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল মাত্র শরীরটির রক্ষা হইতে পারে এরূপ আহারের পরিগ্রহ করিবে, এবং অনুরাগ আর বিদ্বেষকে দূরে পরিত্যাগ করিবে, নির্জ্জন স্থানে একাকী

বসতি করিবে, লঘু আহার করিবে, শরীর, বাক্য এবং মনকে সংযত ভাবে রাখিবে, বশীকার বৈরাগ্যের (ক) অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বদা সমাধি যোগের অনুষ্ঠান করিবে (খ) (৫২) এবং অহঙ্কার, কামরাগাদিযুক্ত সামর্থ্য, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত মমতা শূন্য হইয়া অগাধ শান্তিসম্পন্ন ভাবে অবস্থিতি করাকে জ্ঞাননিষ্ঠা বলে। ঈদৃশ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির যোগ্য হইতে পারেন ॥৫৩॥ যিনি ব্রহ্মানুভব করিতে পারিয়াছেন, সেই প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি কোন বিষয় বিলাসের নিমিত্ত কিছুমাত্র অনুতাপানুভব করেন না, আবার প্রাপ্তির জন্যও কিছুমাত্র আকাঙ্খাবান্ হয়েন না, তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী হয়েন, এবং জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান স্বরূপ আমার পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। জীবাত্মার সহিত অভিন্ন দর্শন স্বরূপ ভক্তি দ্বারাই আমি কত প্রকারে অবস্থিতি করিতেছি এবং কিরূপ পদার্থ, তাহা তত্ত্বতঃ অবগত হইতে পারে, অর্থাৎ আমার অপরিসঙ্খ্যেয় উপাধি এবং নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব চৈতন্যস্বরূপ অবস্থা বুঝিতে পারে, তখন, আমি আর সেই জীব যে একই পদার্থ তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, তখন আর কোন প্রকার দুঃখ শোক সুখ মোহাদি কিছুমাত্র থাকে না, ইহার নাম ব্রহ্মপ্রাপ্তি এবং ইহারই নাম মুক্তি (৫৫)।

এতদ্ব্যতীত যাঁহারা সর্ব্বদা আপন মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ও

[ক] বৈরাগ্যের বিবরণ ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

[খ] ধর্ম্মব্যাখ্যার সমাধি যোগের সুবিস্তর বর্ণনা আছে।

প্রাণাদি সমুদয়কে আমাতে ঢালিয়া দিয়া নিষ্কামভাবে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা আমার প্রসাদাৎ শুদ্ধজ্ঞান হইয়া শাশ্বত ও অব্যয় পদ লাভ করিতে পারেন (৫৬)। অতএব তুমিও, বিবেক, বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত কর্ম্মফল এবং তাহার কর্ত্তৃত্বাদি সমস্ত ব্যাপার আজ বিন্যস্ত করিয়া মৎ-পরায়ণ হও, এবং বুদ্ধিযোগের আশ্রয় লইয়া সর্ব্বদা মচ্চিত্ত হও (৫৭)। সর্ব্বদা মচ্চিত্ত হইতে পারিলে আমার প্রসাদৎ সংসার বীজ স্বরূপ দুর্গ সকল অতিক্রম করিতে পারিবে, আর যদি অহঙ্কার বশগ হইয়া আমার এই সকল সত্য ও হিতকর উপদেশগুলি গ্রহণ না কর তবে বিনষ্ট হইবে (৫৮)। তুমি যদি অহঙ্কার বশে আপন বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধ না করার মনন কর, তবে সে অধ্যবসায় তোমার মিথ্যা হইবে; কারণ প্রকৃতির দ্বারা নিযুক্ত হইয়া তোমাকে যুদ্ধ করিতেই হইবে (৫৯)। হে কৌন্তেয়! স্বীয় স্বভাবজ ক্রিয়া দ্বারা যে কার্য্য (যুদ্ধ) অভিসম্বদ্ধ আছে, তাহা করিতে তুমি ইচ্ছাধীন প্রবৃত্ত না হইলেও স্বভাব পরবস হইয়া করিতেই হইবে (৬০)। হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সকলের হৃদয়দেশে অবস্থিতি করিতেছেন তিনি মায়াদ্বারা আপনাপন প্রাকৃতন সংস্কার (অদৃষ্ট) ও জাত্যুচিত (ক) (পূর্ব্বোক্ত) স্বভাব নিবদ্ধ প্রাণীগণকে যন্ত্রারূঢ় বস্তুর ন্যায় এই সংসার রাজ্য পরিভ্রমণ করাইতেছেন,—পরিচালিত করিতেছেন। অতএব স্বভাব

(ক) ইহার মীমাংসা ধর্ম্মব্যাখ্যা ৭ম ৮ম খণ্ডে দেখিতে পাইবেন।

নিরন্তর কর্ম্ম ত্যাগ না করিয়াই থাকিতে পারিবে না (৬১)
হে ভারত! তুমি পরম যত্ন এবং সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত
সেই পরমেশ্বরকে স্মরণ লও, তবেই তাহার প্রসাদাৎ সে
শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইয়া পরম শান্তি লাভ করিতে
পারিবে (৬২)। আমি এই অতিগুহ্য তত্ত্বাবিষয়কজ্ঞান তোমাকে
সবিশেষে বলিলাম, এই সকল বিষয় অশেষরূপ পর্য্যালোচনা
করিয়া যাহা করিতে ইচ্ছা হয় কর (৬৩)।

আমি আবার ও সর্ব্বগুহ্যতম পরম বাক্য তোমাকে বলি-
তেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, তুমি আমারনিতান্ত প্রিয়
পাত্র তাই তোমাকে পরম হিতকর বাক্য উপদেশ করি-
তেছি,—তুমি সর্ব্বদা মন্মনা (ঈশ্বরাপিত মনস্ক) হও, মদ্ভক্ত
(ঈশ্বর ভক্ত) এবং মদ্যাজী (ঈশ্বরপূজক) হও, সর্ব্বদা
আমাকে (ঈশ্বরে) নমস্কার কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই
আমাকে (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত হইতে পারিবে, তুমি আমার
নিতান্ত প্রিয়পাত্র আমি ইহা প্রতিজ্ঞা স্বরূপ তোমায় বলি-
তেছি, ইহা কখনই মিথ্যা হইবে না (৬৪)। অথবা তুমি,
সমস্ত ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মজনক যে কোন প্রকার কায়িক,
বাচনিক ও মানসিক কর্ম্ম আছে তৎসমুদয়ই নিঃশেষে পরি-
ত্যাগ করিয়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা ক্রিয়মাণ কোন
প্রকার ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যেতে যে তোমার নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত
স্বভাব আত্মার, কিছুমাত্র কর্ত্তৃত্ব নাই, কেবলমাত্র ত্রিগুণ
জনিত দেহ ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধ্যাদি দ্বারাই উহা নিষ্পন্ন
হইয়া থাকে এইরূপ অবধারণ করিয়া আমাকে শরণ লও,
অর্থাৎ "আমিই সেই নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব চিৎস্বরূপ

রখণ্ড অদ্বিতীয় পরমাত্মা"এইরূপ নিশ্চয়াবধারণ কারণ অবস্থিতি কর. তাহা হইলে তোমার হৃদয়ে আত্মার স্বরূপ প্রকাশের দ্বারা আমিই তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত করিব, তুমি ভয় করিও না (৬৬)। (ক)

আমি এই যে সকল তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিলাম, ইহা কোন অতপস্বী ব্যক্তি, কিম্বা অভক্ত, অথবা যে প্রকৃত শুশ্রূষু নহে, কিম্বা আমাকে অসূয়া করিয়া থাকে এমত ব্যক্তির নিকট কদাচ বলিবে না (৬৭)।

যে ব্যক্তি এই সকল পরম গুহ্যতত্ত্ব আমার (ঈশ্বরের) ভক্তগণের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিবে এবং উহা-কেই আমার পরম উপাসনা জ্ঞান করিবে, সে অন্তে আমাকেই নিশ্চয় প্রাপ্ত হইতে পারিবে (৬৮)। যে ব্যক্তি উপযুক্ত পাত্রেতে আমার এই গুহ্যতম উপদেশ রাশি সমর্পণ করিয়া সংসারের পরম কল্যাণ সংসাধন করিবে, তাহার অপেক্ষায় অধিক প্রিয় কার্য্যকারী আমার এ মনুষ্য লোকে কেহই নাই, অতএব তাহার অপেক্ষা অধিক প্রিয়তরও আমার এ ভূলোকে আর কেহ হইবে না (৬৯)। যে ব্যক্তি আমাদের এই পরম ধর্ম্ম সাধক সংবাদ রীতিমত অধ্যয়ন করিবে, আমি মনে করিব যে, সেই ব্যক্তি জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিল (৭০)। আর যে ব্যক্তি অহঙ্কারাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধা সহকারে এই পরম তত্ত্ব কথা রীতিমত শ্রবণ করিবে সেও পাপ রাশি হইতে বিমুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্ম কারী-দিগের লভ্য, স্বর্গ লাভ করিবে (৭১)।

হে পার্থ! তুমি আমার এই সকল গুহ্যতম উপদেশগুলি

(ক) এই জ্ঞান নিষ্ঠার উপদেশ অর্জ্জুনকে দেওয়া হই-তেছে না, কারণ অর্জ্জুনকে অবস্থান কর্ম্মনিষ্ঠারই থাকিতে বলিয়াছেন, অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া জ্ঞান নিষ্ঠার প্রকৃত অধিকারীকেই এইরূপ উপদেশ করা হইল।

একাগ্র চিত্তে শ্রবণ করিয়াছ কি? হে ধনঞ্জয়! এখন তোমার অজ্ঞান জনিত বিমোহ বিনষ্ট হইয়াছে ত?

অর্জ্জুন বলিলেন।—অচ্যুত! আপনার প্রসাদে আমার সমস্ত মোহ বিদূরিত হইয়াছে, আমি এইক্ষণে আত্মতত্ত্বাদি বিষয়ে বিলক্ষণ ধারণা লাভ করিয়াছি, আমি স্থির হইয়াছি, আমার সমস্ত সন্দেহ বিদূরিত হইয়াছে, আমি এইক্ষণে আপনার আজ্ঞানুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান করিব (৭৩)।

সঞ্জয় বলিলেন।—মহারাজ! বাসুদেব এবং মহাত্মা অর্জ্জুনের এইরূপ লোম হর্ষণ অদ্ভুত কথোপকথন আমি শুনিলাম (৭৪)। সাক্ষাৎ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং কথিত এই অতি গুহ্যপরম যোগ, আমি, ভগবান্ বেদব্যাসের প্রসাদেই শুনিতে সমর্থ হইলাম! তিনি প্রসন্ন হইয়া দিব্য দর্শন ক্ষমতা না দিলে আমি ইহার একাক্ষরও জানিতে পারিতাম না (৭৫)। হে মহারাজ! কেশবার্জ্জুনের এই পরম পুণ্যজনক অত্যদ্ভুত সংবাদ সকল এক একবার স্মরণ করিয়া আমি বারম্বার যেন আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইতেছি!! (৭৬) বিশেষতঃ, হে রাজন! ভগবান্ হরির সেই অদ্ভুত রূপ মনে করিয়া করিয়া অতীব বিস্ময় উৎপন্ন হইতেছে, আনন্দ সাগর যেন আরও বারম্বার উত্তোলিয়া উঠিতেছে (৭৭)। আমার এখন নিশ্চয় ধারণা হইতেছে যে যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মন্ত্রয়িতা স্বরূপ অবস্থিতি করিতেছেন, এবং স্বয়ং অর্জ্জুন যেখানে ধনুর্গ্রহণ করিয়াছেন সেই খানেই ধ্রুবা শ্রী—এবং বিজয়ও ধ্রুব, সেইখানেই বিভূতি এবং সেইখানে অখণ্ডিত নীতি বিরাজ করিবে (৭৮)।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

গীতা সমাপ্ত হইল।

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়!